নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

‘এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট ফর চাইল্ড রাইট্স’ (ইইসিআর) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প

শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টর
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুন ২০১৬

‘এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট ফর চাইল্ড রাইট্স’ (ইইসিআর) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ■ জুন ২০১৬

নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

"এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট ফর চাইল্ড রাইট্স" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প

শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টর

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুন ২০১৬

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	i-iv
	প্রতিবেদনে বর্ণিত অধ্যায়সমূহের মধ্যে পারস্পরিক ধারাবাহিক যোগসুত্র	v
১	**অধ্যায়-১ নিবিড় পরিবীক্ষণের পটভূমি এবং প্রকল্পের বিবরণ**	১
১.১	ভূমিকা	২
১.২	প্রকল্পের বিবরণ	৪
১.২.১	প্রকল্পের পটভূমি	৪
১.২.২	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	৫
১.২.৩	প্রকল্পের অনুমোদন	৫
১.২.৪	প্রকল্প সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্য	৫
১.২.৫	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত অঙ্গ ভিত্তিক বিবরণ	৬
১.২.৬	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	৬
১.২.৭	প্রকল্পের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার আলোকে কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য	৮
১.২.৮	সমাজ ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি (সিবিসিপিসি) গঠন ও প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান	১০
১.২.৯	পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা	১১
১.২.১০	প্রকল্পের বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, পিআইসি ও পিএসসি সভা	১১
২	**অধ্যায়-২ কর্ম পদ্ধতি (নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি)**	১৩
২.১	নিবিড় পরিবীক্ষণের কার্যপরিধি	১৪
২.২	নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে অনুসৃত পদ্ধতি (Methodology)	১৪
২.২.১	সেকেন্ডারি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	১৪
২.২.২	প্রাইমারি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	১৫
২.২.৩	কার্যপরিধি ভিত্তিক নির্ধারিত তথ্য সংগ্রহ কৌশল	১৫
২.২.৪	এলাকা নির্বাচন	১৬
২.২.৫	সংখ্যাগত ও গুণগত নমুনা নির্ধারণ	১৭
২.২.৬	সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহের নির্বাচিত নমুনা	১৮
২.২.৭	পরিবীক্ষণের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া	২১
২.২.৮	কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ	২১
২.৩	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা	২৩
২.৪	পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন	২৪
২.৫	কার্যপরিধি অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা, তথ্য পর্যালোচনা ও সার্বিক পর্যালোচনার আলোকে তথ্যের উপস্থাপন	২৪
৩	**অধ্যায়-৩ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা**	২৭
৩.১	প্রকল্প কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ	২৮
৩.১.১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ এবং বরাদ্দ ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা	২৮
৩.১.২	মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গ ভিত্তিক অগ্রগতি	২৯
৩.১.৩	প্রকল্পে নিয়োজিত জনবল	৩০
৩.১.৪	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র	৩০
৩.১.৫	প্রকল্পের কম্পোনেন্ট ভিত্তিক খাতওয়ারি বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ	৩১
৩.১.৬	প্রকল্পের কার্যক্রম ভিত্তিক বাস্তব অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ	৩৪
৩.১.৭	প্রকল্পের আর্থিক অনিয়ম সম্পর্কিত তথ্য	৩৬

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৩.২	মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যের কম্পোনেন্ট ভিত্তিক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ	৩৭
৩.২.১	প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাবৃদ্ধি/শক্তিশালীকরণ	৩৭
৩.২.২	শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা	৩৮
৩.২.৩	সামাজিক রীতি পরিবর্তন	৪৭
৩.৩	প্রকল্প সম্পর্কে উপকারভোগী পরিবার ও শিশুদের ধারণা, অর্জিত জ্ঞান এবং সামাজিক রীতি পরিবর্তন বিষয়ে মতামত	৪৮
৩.৩.১	উপকারভোগী কিশোর-কিশোরীদের সাথে পরিচালিত এফজিডি-এর ভিত্তিতে প্রাপ্ত সমন্বিত ফলাফল	৫১
৩.৩.২	উপকারভোগী এবং উপকারভোগী নয় (কন্ট্রোল গ্রুপ) কিশোর-কিশোরীদের সাথে আলোচনা	৫২
৩.৩.৩	স্থানীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত অংশগ্রহণকারীদের মতামত	৫৩
৩.৪	ক্রয় কার্যক্রম বিষয়ক তথ্যাদি	৫৮
৩.৫	নিবিড় পরিবীক্ষন সম্পাদনে সীমাবদ্ধতা	৫৯
৪	**অধ্যায়-৪ SWOT Analysis**	৬১
৪.১	প্রকল্পের সবলতা	৬২
৪.২	প্রকল্পের দুর্বলতা	৬২
৪.৩	প্রকল্পের সম্ভাবনা	৬৩
৪.৪	প্রকল্পের ঝুঁকি	৬৩
৫	**অধ্যায়-৫ পরিবীক্ষণে চিহ্নিত সমস্যা ও প্রদত্ত সুপারিশ**	৬৫
৫.১	প্রকল্প বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট সমস্যা	৬৬
৫.২	প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণে সুপারিশমালা	৬৮
	উপসংহার	৬৯

সংযুক্তিসমূহ :

সংযুক্তি নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	কেইস স্টাডি (১.১-১.৮)	৭০-৭৭
২.	খসড়া প্রতিবেদনের ওপর অনুষ্ঠিত টেকনিক্যাল, স্টিয়ারিং কমিটির সভা ও জাতীয় কর্মশালার সুপারিশ অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা	৭৮-৮৪
২.১	খসড়া প্রতিবেদনের ওপর ২৪/০৪/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা	৭৮-৭৯
২.২	সংশোধিত খসড়া প্রতিবেদনের ওপর ০৫/০৫/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা	৮০
২.৩	খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ওপর ১৭/০৫/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় কর্মশালায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও তার আলোকে গৃহীত পদক্ষেপ	৮১-৮২
২.৪	খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ওপর ২৬/০৫/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা	৮৩
২.৫	চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ওপর ০৮/০৬/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা	৮৪

সূচিপত্র (সারণী)

সারণী নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১.	বিভিন্ন দেশের শিশুদের বর্তমান অবস্থা	৩
২.	'এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট ফর চাইল্ড রাইট্স' প্রকল্প সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্য	৫
৩.	'এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট ফর চাইল্ড রাইটস' প্রকল্পের কম্পোনেন্ট ভিত্তিক কাজসমূহ	৬
৪.	এলাকা ভিত্তিক কর্মরত সমাজকর্মী	৯
৫.	ইউনিসেফ বাংলাদেশ কর্তৃক নিয়োজিত এনজিও এবং কর্ম এলাকা	১০
৬.	কার্যপরিধির আলোকে নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের কৌশল	১৫
৭.	নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নির্বাচিত এলাকাসমূহ	১৬
৮.	এলাকা ভিত্তিক নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য সংখ্যাগত তথ্যদাতা নির্বাচন	১৮
৯.	পরিদর্শন ও নিবিড় পরিবীক্ষণ করার জন্য নির্বাচিত শিশু বান্ধব কেন্দ্র	১৯
১০.	কিশোর-কিশোরী/চেঞ্জ এজেন্ট-এর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ	২০
১১.	নমুনায়িত উপজেলা ও তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রার সার-সংক্ষেপ	২০
১২.	সরকারি কর্মকর্তাগণের কাছ থেকে গুণগত তথ্য সংগ্রহ	২২
১৩.	অর্থবছর অনুযায়ী টিপিপি সংস্থান, এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়	২৪
১৪.	অর্থ বছর অনুযায়ী টিপিপি সংস্থান, মন্ত্রনালয় কর্তৃক চাহিদা ও আর এ ডি পি বরাদ্দ ও ব্যয়	২৮
১৫.	টি পিপিতে বর্ণিত কার্যক্রমের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা এবং মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ও সম্পর্কিত তথ্যাদি	২৯
১৬.	প্রকল্পে নিয়োজিত জনবল সম্পর্কিত তথ্য	৩০
১৭.	সংগৃহীত যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র সম্পর্কিত তথ্য	৩০
১৮.	প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাবৃদ্ধি ও শক্তিশালীকরণ	৩১
১৯.	প্রকল্পের হাই-কস্ট প্যাকেজের খাতওয়ারি বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ	৩১
২০.	প্রকল্পের লো-কস্ট প্যাকেজের খাতওয়ারি বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ	৩২
২১.	শিশু সুরক্ষা নেটওয়ার্ক (সিপিএন) প্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালীকরণ বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ	৩২
২২.	কিশোর-কিশোরীদের কারিগরি সহায়তাদান ও প্রধান অ্যাক্টরদের সক্ষমতাবৃদ্ধি বিষয়ে বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ	৩৩
২৩.	উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ (সি৪ডি) বিষয়ে বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ	৩৪
২৪.	প্রকল্পের কার্যক্রম ভিত্তিক বাস্তব অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ	৩৪
২৫.	শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা প্রাপ্ত উত্তরদাতা শিশুর ধরন	৪০
২৬.	কিস্তিতে পাওয়া অর্থ খরচের বিবরণ	৪২
২৭.	ঝরে পড়া শিশু পুনরায় স্কুলে ভর্তি	৪৩
২৮.	পরিদর্শিত শিশু বান্ধব কেন্দ্রের তালিকা	৪৬
২৯.	সাক্ষাৎকারদানকারী শিশু ও শিশুর পরিবারের প্রকল্পের সেবা সম্পর্কে তথ্য	৪৮

সূচিপত্র (চিত্র)

চিত্র নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১.	প্রকল্প ভিত্তিক শিশু সুরক্ষার অগ্রগতি ও ইইসিআর প্রকল্পের উদ্ভব	৪
২.	প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহ	৬
৩.	পর্যায় ভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন	৭
৪.	প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া (প্রবাহ চিত্র)	৭
৫.	প্রকল্পে শিশু সুরক্ষা ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা	১১
৬.	বাংলাদেশের মানচিত্রে ইইসিআর প্রকল্পভুক্ত জেলাসমূহ	১৭
৭.	ত্রিকোণীকরণের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের সঠিকতা যাচাই	২১
৮.	প্রকল্পের মোট আর্থিক অগ্রগতি ও কার্যক্রম ভিত্তিক বাস্তব অগ্রগতির চিত্র মার্চ ২০১৬ (শতকরা হার)	৩৫
৯.	শর্তযুক্ত আর্থিক কার্যক্রমের প্রবাহ চিত্র	৩৯
১০.	উত্তরদাতা শিশুর পরিবারের মাসিক গড় আয় (শতকরা) চিত্র-১০, পাই চার্ট	৪০
১১.	শর্তযুক্ত আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত শিশুর বিবরণ (শতকরা)- পাই চার্ট	৪১
১২.	কিস্তি ভিত্তিক সিসিটি প্রাপ্ত শিশুর বিবরণ (শতকরা),পাই চার্ট	৪২
১৩.	শিশু বান্ধব কেন্দ্রের কার্যক্রম	৪৬
১৪.	শিশু বিবাহ কমার কারণ (শতকরা)-লেখ (একাধিক উত্তর)	৫০
১৫.	শিশু সুরক্ষার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কিশোর-কিশোরীদের মতামত (স্তর বিন্যাস পদ্ধতি)-লেখ চিত্র	৫১
১৬.	প্রকল্পের মাধ্যমে বিষয় ভিত্তিক অগ্রগতি/উন্নয়ন (কিশোর-কিশোরী দল কর্তৃক অনুশীলনকৃত মাকড়শার জাল)	৫৬

Abbreviations and Acronyms

ABL	Ability Based Learning
ADP	Annual Development Program
BSA	Bangladesh Shishu Academy
BSWT	Basic Social Work Training
C4D	Communication for Development
CBCPC	Community Based Child Protection Committee
CCC	Community Care Committee
CCT	Conditional Cash Transfer
CD	Community Dialogue
CFS	Child Friendly Space
CPiE	Child Protection in Emergencies
CP-IMS	Child Protection Implementation Management System
CPN	Child Protection Network
CR	Community Radio
CRC	Convention on the Rights of the Child
CSPB	Child Sensitive Social Protection in Bangladesh
CWB	Child Welfare Board
DPA	Direct Project Aid
DPD	Deputy Project Director
DSS	Department of Social Services
DWA	Department of Women Affairs
EE	Entertainment Education
EECR	Enabling Environment for Child Rights
EPC	Empowerment and Protection of Children
FGD	Focus Group Discussion
IMED	Implementation Monitoring and Evaluation Division
IPT	Interactive Popular Theatre
KII	Key Informant Interview
MIS	Management Information System
MOWCA	Ministry of Women and Children Affairs
MSST	Management Social Services Training
NCPA	National Child Protection Authority
NCPCR	National Council for Protection of Child Rights
PCA	Project Cooperation Agreement
PD	Project Director
PIC	Project Implementation Committee
PMT	Project Management Team
PPS BD	Participation Promoters Bangladesh Limited
PSA	Public Service Announcement
PSC	Project Steering Committee
PSST	Professional Social Services Training
RADP	Revised Annual Development Program
SC	Steering Committee
SDG	Sustainable Development Goals
SWOT	Strength Weakness Opportunity and Threat
TOR	Terms of Reference
TPP	Technical Project Proforma
UNICEF	United Nations Children's Fund

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

১. ভূমিকা

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (IMED) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) এর আওতায় উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে যাতে করে মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে কি-না সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। কোন চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়নজনিত ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে আইএমইডি প্রতিবেদনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে তা অবহিত করে এবং সমাধানের জন্য সুপারিশ করে। এ কাজের অংশ হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন এবং ইউনিসেফ বাংলাদেশের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় "এনাবলিং এনভায়রমেন্ট ফর চাইল্ড রাইট্স (ইইসিআর)" শীর্ষক প্রকল্পটি ৪ মাস মেয়াদে নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ কাজের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে "পার্টিসিপেশন প্রমোটার্স বাংলাদেশ লিমিটেড"কে নিয়োগ দেয়া হয়।

ইউনিসেফ বাংলাদেশের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় শহরাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চলের ঝুঁকিপূর্ণ ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে পাঁচ বছর মেয়াদি (জুলাই ২০১২-জুন ২০১৭) "এনাবলিং এনভায়রমেন্ট ফর চাইল্ড রাইট্স (ইইসিআর)" কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক সুরক্ষা সেবাদান, সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে সরকার ও নাগরিক সমাজের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শিশুদের প্রতি নিপীড়ন, নির্যাতন ও সহিংসতার বিরুদ্ধে সুরক্ষা কৌশল প্রণয়ন করার মাধ্যমে সুরক্ষা অধিকারের বিষয়ের প্রতি সম্মানজনক দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক রীতি পরিবর্তনের সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা।

২. নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় অনুসৃত পদ্ধতি

প্রকল্পের উদ্দেশ্যের আলোকে বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমকে নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে অগ্রগতি যাচাই ও পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে নির্বাচিত পদ্ধতিতে সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মোট প্রকল্প এলাকার ৭০% পরিবীক্ষণ নমুনার আওতায় আনা হয়। প্রকল্পের মাধ্যমে সেবাপ্রাপ্ত সকল ধরনের উপকারভোগী ব্যক্তি ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহকে নমুনায়িত করে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য ২০ টি প্রকল্প জেলার মধ্যে ১৪ (৭০%) টি জেলার ১৪ টি উপজেলা এবং ৩ টি সিটি কর্পোরেশন নমুনায়িত করা হয়। তথ্য সংগ্রহের জন্য সরাসরি উপকারভোগী (৭৪৩ জন), উপকারভোগী পরিবারের সদস্য(৫৬২ জন), সরকারি বিভাগ/অধিদপ্তর ও ইউনিসেফ (৬৩ জন) এবং পার্টনার এনজিও (৯ জন) এর সাথে দলীয় আলোচনা ও একান্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। তথ্য সংগ্রহকালে তথ্যের গুণগত মান ও সঠিকতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহকারীগণকে সার্বক্ষণিকভাবে পরামর্শ প্রদান ও সুপারভিশন করা হয়।

৩. নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত প্রধান প্রধান ফলাফল

৩.১ জুলাই ২০১২ থেকে মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ৭৫% সময় অতিবাহিত হয়েছে, অথচ সে তুলনায় অগ্রগতি আশানুরূপ নয়। **প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি মাত্র ৪৩% এবং কার্যক্রম ভিত্তিক বাস্তব অগ্রগতি গড়ে ৪৬%**। প্রকল্পের ১৪টি প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অর্জন সর্বনিম্ন ০% (এক্সপোজার ভিজিট) এবং সর্বোচ্চ ১০০% (মাত্র ৪টি বিষয়ে, যথা- আইন সংশোধন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং অর্ডার সিবিসি গঠন ও সামাজিক রীতি পরিবর্তন ফোরাম গঠন)। এছাড়া শিশু বান্ধব কেন্দ্র স্থাপন-৪%, শিশুদের শর্তযুক্ত অর্থ প্রদান-২৬%, কিশোর-কিশোরীদের শর্তযুক্ত অর্থ প্রদান-৩২%।

৩.২ প্রকল্পের অধীনে সংঘটিত অর্থ আত্মসাতের ঘটনার কারণে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ইউনিসেফ বাংলাদেশ কর্তৃক অর্থ ছাড় নিয়মিত না হওয়ায় প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তবায়ন সুষ্ঠুভাবে করা যাচ্ছে না।

৩.৩ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ইউনিসেফ বাংলাদেশের সাথে প্রকল্প কার্যালয়ের যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ঘাটতি আছে। প্রকল্প কার্যালয় সমাজকর্মীর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। অপরপক্ষে ইউনিসেফ বাংলাদেশ পার্টনার এনজিও'র মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এনজিও প্রকল্প কার্যালয়ে কার্যক্রমের কোন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করে না। প্রকল্পটি মূলতঃ দু'টি ধারায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৩.৪ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় হচ্ছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের অধীনে একজন প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন। প্রকল্প পরিচালককে সহায়তা করেন একজন উপ-প্রকল্প পরিচালক, যে পদটি বর্তমানে শূন্য আছে। প্রকল্প কর্তৃক নিয়োগকৃত সমাজকর্মী এবং ইউনিসেফ কর্তৃক নির্বাচিত এনজিও-এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের কোন সুনির্দিষ্ট কাঠামো নেই।

৩.৫ প্রকল্পের অনুমোদিত ১৩টি পদের মধ্যে উপ-পরিচালকের পদ সহ গুরুত্বপূর্ণ ৬টি পদ শূন্য আছে। ফলে প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন মারাত্মকভাবে ব্যহত হচ্ছে।

৩.৬ দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় জরুরিকালীন শিশু সুরক্ষা শক্তিশালী করার জন্য প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১ টি জাতীয় ক্লাস্টার ও ৫ টি সাব-ক্লাস্টার গঠন করা হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদে বড় ধরনের কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হওয়ায় এবং সরকার কর্তৃক দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা ঘোষণা না করার কারণে ক্লাস্টার বা সাব-ক্লাস্টার কতৃক কোন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়নি।

৩.৭ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের শিশু উইং শক্তিশালীকরার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। তবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবকে আহবায়ক করে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়েছে যেখানে ইউনিসেফ বাংলাদেশ কারিগরি সহায়তা ও ফেসিলিটেটরের ভূমিকা পালন করছে। এ কমিটি শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করার জন্য কার্যপরিধি ও অর্গানোগ্রামসহ একটি কাঠামো মন্ত্রণালয়ের কাছে প্রস্তাব করেছে এবং এ বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৩.৮ শিশু সুরক্ষা বিষয়ে কর্মরত সকল সরকারি বিভাগ ও এনজিওদের প্রো-অ্যাকটিভ স্যোসাল ওয়ার্ক বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দানের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ এখনও নেয়া হয়নি। তবে সমাজসেবা অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ২৯৮ জন বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি, এনজিও কর্মকর্তা ও সমাজকর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে।

৩.৯ দুর্যোগ মোকাবেলার বিষয়ে এলাকার জনগণকে সচেতন করার ফলে দেখা গেছে তথ্য দাতাদের শতকরা ৮০ ভাগের দুর্যোগ মোকাবেলা প্রস্তুতি সম্পর্কে জ্ঞান আছে। দুর্যোগকালীন সময়ে কি কি প্রস্তুতি নিতে হবে সে বিষয়ে শতকরা ৬৮ ভাগ তথ্যদাতাগণ উল্লেখ করেছেন যে, তারা দুর্যোগকালে আশ্রয়কেন্দ্র বা কোন নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান এবং যাওয়ার সময় কি কি প্রয়োজনীয় মৌলিক জিনিষ সঙ্গে নিতে হবে সে সম্পর্কে তারা জানেন। বাকি ৩২ ভাগ প্রস্তুতি সম্পর্কে কিছুই বলতে পারেনি।

৩.১০ প্রকল্প মেয়াদের ২০১২-২০১৫ পর্যন্ত সময়ে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী (প্রতি বছর সেপ্টেম্বর/অক্টোবর মাসে) মোট ৪টি সিআরসি সপ্তাহ পালন করা হয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের শিশু উইং কর্তৃক পঞ্চম সাময়িক প্রতিবেদন (Fifth periodical report) প্রস্তুত করেছে।

৩.১১ সমাজসেবা অধিদপ্তরের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কারিকুলামে ২০১৩ সালে সিআরসি'র বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটে জরুরিকালীন শিশু সুরক্ষা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স চালু হয়েছে। "জাতীয় শিশু নীতিমালা ২০১১" প্রকাশ করা হয়েছে এবং দুর্যোগ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ অ্যাক্ট-এ শিশু সুরক্ষা বিষয় অর্ন্তভুক্ত করার বিষয় সর্বশেষ স্ট্যান্ডিং অর্ডারে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩.১২ সি আর সি-এর আলোকে শিশু সুরক্ষা কার্যকর করার লক্ষ্যে ২ টি প্রচলিত আইন সংশোধন করা হয়েছে। **শিশু আইন ২০১৩** এ শিশু কল্যাণ বোর্ড অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং **প্রতিবন্ধী অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩** এ শিশু সুরক্ষা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩.১৩ শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থার আওতায় শর্তযুক্ত অর্থ (CCT)পাওয়া শিশুর সংখ্যা ১০,৪২৮ (২৬%), মোট প্রকল্প মেয়াদে যার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪০,০০০ শিশু। এসব শিশুদের মধ্যে মেয়ে ৫৩%, ছেলে ৩৮% এবং প্রতিবন্ধী ৯% ।সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, ৫৬২ জন শিশুর মধ্যে ৭৩ জন (১৩%) ঝরে পড়া শিশু শর্তযুক্ত আর্থিক সহায়তা পাওয়ার পর পুনরায় স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

৩.১৪ ঝুঁকিপূর্ণ/সুবিধাবঞ্চিত শিশু, শ্রমে নিয়োজিত শিশু, দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এবং স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিশুদের জন্য প্রকল্প মেয়াদে ২০০০টির মধ্যে এ পর্যন্ত মাত্র ৭৬টি শিশু বান্ধব কেন্দ্র (CFS) স্থাপন করা হয়েছে। কেন্দ্রে সেবাপ্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ৪,০০,০০০ শিশুর বিপরীতে অন্তর্ভুক্ত শিশুর সংখ্যা মাত্র ২৯,২৭০ (৭%)।

৩.১৫ কিশোর-কিশোরীদের ব্যক্তিগত উন্নয়ন ও আয়বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করার জন্য স্টাইপেন্ড প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ৯,০০০ এর বিপরীতে স্টাইপেন্ড পেয়েছে ৫,৭০২ (৬৩%)।

৩.১৬ শিশু বিবাহ, শিশু শ্রম ও শারীরিক শাস্তি (3C) বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণে পরিবর্তন আনার জন্য জাতীয় পর্যায়ে ১টি, জেলা পর্যায়ে ৭টি এবং উপজেলা পর্যায়ে ২১টি সামাজিক রীতি পরিবর্তন ফোরাম গঠন করা হয়েছে। ফলে প্রকল্প এলাকায় ক্ষতিকর সামাজিক রীতি পরিবর্তনে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি হচ্ছে।

৩.১৭ মাঠ পর্যায়ে জনগণকে সম্পৃক্ত করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং প্রকল্প শেষে জনগণের সহযোগিতায় কার্যক্রমকে গতিশীল ও চলমান রাখার লক্ষ্যে প্রতিটি কর্ম এলাকার কমিউনিটিতে বিভিন্ন পেশার জনগণের সমন্বয়ে ৩০০ টি সমাজ ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি (CBCPC) গঠন করা হয়েছে।

৩.১৮ টিপিপি অনুযায়ী জুলাই ২০১২ হতে মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা ৭টি পিএসসি সভা আয়োজনের বিপরীতে ৩টি পিএসসি সভা এবং ১৫টি পিআইসি সভা আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৬টি পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৪ সুপারিশ

প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল (অগ্রগতি, ব্যবস্থাপনা, বাস্তবায়ন, সমস্যা, সবলতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও ঝুঁকি) পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ করে অবশিষ্ট প্রকল্প মেয়াদে কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য নিম্নে বর্ণিত সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হলো:

ক) প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সুষ্ঠু ও গতিশীল করার সুপারিশমালা

৪.১ অর্থ আত্মসাতের বিষয়টি দুর্নীতি দমন কমিশনে তদন্তনাধীন আছে। সে প্রেক্ষিতে প্রকল্পের উপকারভোগীদের স্বার্থে ইউনিসেফ থেকে প্রকল্প সাহায্যের অর্থ দ্রুত ছাড়ের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪.২ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সন্তোষজনক পর্যায়ে আনার লক্ষ্যে প্রকল্পের অবশিষ্ট সময়ের জন্য জরুরি ভিত্তিতে প্রকল্প কার্যালয় কর্তৃক একটি অ্যাকশন প্লান তৈরি ও তা যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪.৩ প্রকল্প কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প কার্যালয় ও ইউনিসেফ বাংলাদেশের মধ্যে কার্যকরি যোগাযোগ ও সমন্বয় শক্তিশালী করার জন্য মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৪.৪ প্রকল্প কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য জনবলের ঘাটতির বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনতে হবে এবং প্রকল্পের শূন্য পদে জনবল নিয়োগের জন্য প্রকল্প কার্যালয় ও মন্ত্রণালয়কে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৪.৫ ডাইরেক্ট প্রজেক্ট এইড (ডিপিএ)-এর অধীনে ব্যয় সম্পর্কিত তথ্যসহ সকল তথ্য ইউনিসেফ কর্তৃক প্রকল্প কার্যালয়ে নিয়মিত প্রেরণ করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৪.৬ প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে চুক্তিবদ্ধ এনজিও কর্তৃক কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সকল তথ্য সম্পর্কে প্রকল্প কার্যালয়কে অবগত রাখার জন্য নিয়মিত এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

৪.৭ সময়মত অর্থ ছাড় না হওয়ার কারণে উপকারভোগীরা শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা কার্যক্রমের কিস্তির টাকা সময়মত পাচ্ছে না বিধায় প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বিঘ্নিত হচ্ছে। অতএব সময়মত অর্থ ছাড়ের জন্য মন্ত্রণালয়/ইউনিসেফ কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৪.৮ অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত শিশুর পরিবার যাতে আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে টাকা ব্যবহার করে শিশুর লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে যেতে পারে, সেজন্য শিশুর অভিভাবকদের জন্য আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের ওপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৪.৯ প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এবং উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন সহযোগী মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা ও জোরদার করতে একটি কার্যকরি অ্যাকশন প্লান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা যেতে পারে যাতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর সভা আহ্বানের মাধ্যমে কার্যক্রম/তথ্য শেয়ার করা যায়।

৪.১০ স্কুলের শিক্ষা বর্ষের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শর্তযুক্ত অর্থ ছাড় ও বিতরণ নিশ্চিত করে শিশুদের লেখাপড়া বাধাহীনভাবে চালিয়ে যেতে সহযোগিতা করতে হবে।

খ) ভবিষ্যতে কার্যক্রমসমূহ গতিশীল রাখা ও অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সুপারিশঃ

৪.১১ ভবিষ্যতে টিপিপি প্রণয়নকালে কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন কৌশল কি হবে সেবিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রাখার ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান হতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নে এনজিও'র সম্পৃক্ততা থাকলে প্রকল্প কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় কিভাবে হবে সেবিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের শুরুতেই টিপিপিতে সংস্থানকৃত জনবলের নিয়োগ ও পদায়ন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪.১২ প্রকল্প পরবর্তীকালে কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সমাজ ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি, সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি করে পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব হস্তান্তর পরিকল্পনা করতে হবে।

৪.১৩ প্রকল্পের মেয়াদ শেষে শিশু বান্ধব কেন্দ্রের কার্যক্রমকে গতিশীল রাখা এবং পরিচালনার জন্য একটি বাস্তবসম্মত গাইডলাইন প্রণয়ন করতে হবে।

৪.১৪ প্রকল্পের অধীনে সুবিধাভোগী শিশু কিশোর-কিশোরীদের সকল তথ্য সম্বলিত একটি ডাটাবেইজ করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে প্রকল্পের প্রভাব জানার জন্য মূল্যায়ন করা যায়।

৪.১৫ প্রকল্প সমাপ্তির পর তথা ইউনিসেফ-এর সহযোগিতা বন্ধ হওয়ার পর এ সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম কিভাবে চলমান থাকবে, তার একটি সুচিন্তিত দিক-নির্দেশনা এখনই নির্ধারণ করতে হবে। এ বিষয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের সাথে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

৪.১৬ প্রকল্প সমাপ্তির পর শিশুদের জন্য শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে সার্ভিস চার্জ মুক্ত/নামমাত্র সার্ভিস চার্জের ভিত্তিতে ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

৪.১৭ যেসকল কর্ম এলাকায় এখনো প্রশিক্ষণ সামগ্রি বিতরণ করা হয়নি অবিলম্বে ইউনিসেফ কর্তৃক সেসকল এলাকায় প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে প্রশিক্ষণ সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।

চূড়ান্ত প্রতিবেদনে বর্ণিত অধ্যায়সমূহের মধ্যে পারস্পরিকধারাবাহিক যোগসুত্রঃ

অধ্যায়-১ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের পটভূমি এবং প্রকল্পের বিবরণ

এ অধ্যায়ে শিশুদের সার্বিক অবস্থা, প্রতিবেশী দেশসমূহে শিশু অধিকার রক্ষায় গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং "এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট ফর চাইল্ড রাইট্স" প্রকল্পের পরিচিতি, পটভূমি, উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা পাঠককে বিষয় ও প্রকল্প সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিবে।

অধ্যায়-২ কর্ম পদ্ধতি (নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি)

কার্যপরিধির আলোকে নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য কি পদ্ধতি (Methodology) ব্যবহার করা হয়েছে, তা বিশদভাবে এ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এলাকা বাছাই, সংখ্যাগত ও গুণগত নমুনা নির্ধারণ, তথ্যদাতা নির্বাচন, তথ্য সংগ্রহের জন্য পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারণ, তথ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ এ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

অধ্যায়-৩প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা

এ অধ্যায়ে প্রথম ধাপে প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়, কম্পোনেন্ট ভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে প্রকল্পের মালামাল ক্রয় এবং সে বিষয়ে গৃহীত প্রক্রিয়া সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত তথ্য (Secondary data) এবং মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগী, বাস্তবায়নকারী ও সরকারি এবং বেসরকারি (এনজিও) থেকে কার্যক্রম ভিত্তিক প্রাপ্ত (Primary data) সকল সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য (বাস্তব ও আর্থিক) এবং তার বিশ্লেষণ এ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

অধ্যায়-৪SWOT Analysis

প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা, বাস্তবায়ন ও সমস্যার আলোকে সবলতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও ঝুঁকি চিহ্নিত করে এ অধ্যায়ে তা উপস্থাপন করা হয়েছে।

অধ্যায়-৫পরিবীক্ষণে চিহ্নিত সমস্যা ও প্রদত্তসুপারিশ

নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত সকল তথ্য, ব্যবস্থাপনা, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, চিহ্নিত সমস্যা এ অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত সকল তথ্য, সমস্যা, সবলতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও ঝুঁকি বিবেচনা করে এ অধ্যায়ে সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

অধ্যায়-১

নিবিড় পরিবীক্ষণের পটভূমি এবং প্রকল্পের বিবরণ

১. নিবিড় পরিবীক্ষণের পটভূমি এবং প্রকল্পের বিবরণ

১.১ ভূমিকা

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (IMED) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) এর আওতায় উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে। এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। কোন চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়নজনিত ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে আইএমইডি প্রতিবেদনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে তা অবহিত করে এবং সমাধানের জন্য সুপারিশ করে। এ কাজের অংশ হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন এবং ইউনিসেফ বাংলাদেশের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় "এনাবলিং এনভায়রমেন্ট ফর চাইল্ড রাইট্স (ইইসিআর)" শীর্ষক প্রকল্পটি ৪ মাস মেয়াদে নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে "পার্টিসিপেশন প্রমোটার্স বাংলাদেশ লিমিটেড"কে নিয়োগ দেয় এবং ১৯ শে জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

শিশু অধিকার ও SDG (Sustainable Development Goals) প্রেক্ষিত

জন্মের পর থেকে পরিবার শিশুকে আদর যত্ন ও বেড়ে ওঠার জন্য পরিবেশ নিশ্চিত করে, সমাজ শিশুকে সুস্থ পরিবেশে সমষ্টিগতভাবে মানসিক বিকাশলাভের জন্য সামাজিক সুরক্ষার সুযোগ করে দেয় এবং সরকার শিশুর সার্বিক আইনগত নিরাপত্তা ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা দেয়। পিতা-মাতা উভয়ই অথবা পিতা কিংবা মাতার মৃত্যু, পারিবারিক নির্যাতন ও সহিংসতা, পিতা-মাতার বিবাহ বিচ্ছেদ, ছেলে-মেয়ের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, পাচারের শিকার, শারীরিক শাস্তি ও মানসিক নির্যাতন ইত্যাদি শিশুর স্বাভাবিক বেড়ে ওঠা ও প্রতিভা বিকাশকে বাধাগ্রস্থ করে। ফলে শিশু অতি মাত্রায় ঝুঁকির মধ্যে থাকে এবং বিপথগামী হয়ে পড়ে। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পরিবারে বিপর্যয় নেমে আসার ফলে অনেক শিশু মা-বাবা ও আবাস হারিয়ে ভাসমান শিশুতে পরিণত হয়। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ধনী, গরীব, জাতি, দেশ নির্বিশেষে সকল শিশু কোন না কোনভাবে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। তাই সকল শিশুর সুরক্ষা, নিরাপদে বেড়ে ওঠা এবং তাদের অধিকার নিশ্চিত করা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের মহান দায়িত্ব।

মানবাধিকার বিষয়ে বাংলাদেশের সাংবিধানিক দায়িত্ববোধ ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির আলোকে ভিশন ২০২১ দৃঢ়ভাবে অঙ্গিকারাবদ্ধ যে ২০২১ সালে বাংলাদেশ এমন একটি দেশে উন্নীত হবে যেখানে প্রতিটি নাগরিকের পরিপূর্ণ বিকাশ ও যোগ্যতা অর্জনে সমান সুযোগ থাকবে। এতে আরো ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এখানে গণতান্ত্রিক নীতিবোধ, আইনের শাসন ও মানবাধিকারের প্রতি পূর্ণ সম্মান থাকবে। "এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট ফর চাইল্ড রাইট্স" কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি ভিশন ২০২১ ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG- Sustainable Development Goals) অর্জনে অবদান রাখবে বিশেষকরে লক্ষ্যমাত্রা ৫.১ (সকল ক্ষেত্রে নারী ও মেয়েদের প্রতি বৈষম্যতার অবসান), ৫.২ (সকল সরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন কর্মক্ষেত্রে নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা এবং সেই সাথে পাচার ও যৌন নির্যাতনসহ অন্যান্য ধরনের নির্যাতনের অবসান) এবং ৫.৩ (সকল ক্ষতিকর রীতির চর্চা যেমন- শিশু শ্রম, শিশু ও জোরপূর্বক বিবাহ এবং নারী যৌনাঙ্গচ্ছেদন অবসান) অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

শিশু সুরক্ষা: আঞ্চলিক প্রেক্ষিত

শিশুর অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন দেশ আইনগত ও নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং করছে। নিম্নে সার্কভুক্ত কিছু দেশের শিশু সুরক্ষা বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ বর্ণনা করা হলো:

বাংলাদেশের জাতীয় নীতিতে প্রথম থেকেই শিশু উন্নয়নের চিন্তা স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ (৪) ধারা অনুযায়ী শিশুদের অগ্রগতির জন্য রাষ্ট্র বিশেষ বিধান প্রণয়ন করতে পারে। শিশু উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন ও ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২০১১ সালের বাংলাদেশ আদমশুমারী অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার ৩৪% শিশু। বাংলাদেশ সরকার জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে যেখানে ১৮ বছর পর্যন্ত জনসংখ্যাকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং তার মধ্যে ১৪-১৮ বছর পর্যন্ত কিশোর-কিশোরী। এই শিশুনীতি প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের সকল শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের চাহিদা ভিত্তিক সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্বাভাবিক বেড়ে ওঠায় সহায়তাদান; মেয়ে শিশু ও প্রতিবন্ধী শিশুদের চাহিদা ভিত্তিক সেবা নিশ্চিত করা; পরিবার পর্যায়ে শিশুর উন্নয়ন সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তাদান; জাতীয় পরিকল্পনায় শিশুর চাহিদা ও মতামতকে গুরুত্ব দেয়া এবং শিশু অধিকার বাস্তবায়নে আইন প্রণয়নে সহায়তাদান করা। পরবর্তীতে সরকার শিশু আইন ২০১৩ এবং প্রতিবন্ধী অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ প্রণয়ন করে।

প্রাইমারি স্কুলে ঝরে পড়ার হার ২০১০ সালে ছিল ৩৯.৮% যা ২০১৪ তে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ২০.৯০%[১]। সার্বিকভাবে বলা যেতে পারে বাংলাদেশ শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষায় দক্ষিণ এশিয়ায় একটি মডেল হিসাবে বিবেচনার দাবী রাখে।

ভারত সরকার ২০০৭ সালে কমিশন ফর প্রটেকশন অফ চাইল্ড রাইট্স অ্যাক্ট ২০০৫ (ডিসেম্বর ২০০৫ এর পার্লামেন্ট অ্যাক্ট) এর অধীনে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইট্স (NCPCR) গঠন করে। দেশের সকল আইন, নীতিমালা, কার্যক্রম এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা যেন ভারতের সংবিধান অনুযায়ী শিশুর অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রেখে করা হয় তা মনিটর করা এ কমিশনের দায়িত্ব।

শ্রীলংকা সরকার ১৯৯১ সালে মন্ত্রীসভায় চিল্ড্রেন'স চার্টার প্রস্তুত করার অনুমোদন দেয় এবং জাতীয় মাইনরিটি কমিটি গঠন করে সি আর সি মনিটর করার জন্য দায়িত্ব প্রদান করে। ডিসেম্বর ১৯৯৬ সালে শিশু সুরক্ষার জন্য প্রেসিডেন্সিয়াল টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়। এই টাস্ক ফোর্সের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হলো "জাতীয় শিশু সুরক্ষা অথরিটি (NCPA)" গঠন করা যা ১৯৯৮ সালে প্রেসিডেন্সিয়াল সেক্রেটারিয়েট অ্যাক্ট ৫০ হিসেবে অনুমোদিত হয় এবং শিশু উন্নয়ন ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করছে।

নেপাল সরকার ২০০৪/০৫ থেকে ২০১৪/১৫ মেয়াদের জাতীয় প্লান অফ অ্যাকশন-এ শিশুদের সুরক্ষা অধিকার বিষয়ে সকল কার্যক্রম মন্ত্রীসভায় অনুমোদন দেয় যা মহিলা, শিশু ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অন্যান্য দপ্তর যেমন প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীসভার কাউন্সিল এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কাজ করছে। এই জাতীয় প্লান অফ এ্যাকশন-এ শিশু সুরক্ষা বিষয়ে যে সকল কাজ সন্নিবেশিত হয়েছে তা হলো: সকল ধরনের বৈষম্য, যৌন হয়রানি, নির্যাতন ও শ্রম থেকে শিশুকে সুরক্ষাদান এবং বিশেষ অবস্থা যেমন-প্রতিবন্ধীতা, জাতিগত সংঘাত, ছিন্নমূল অবস্থার শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করা।

এক নজরে এ অঞ্চলে শিশুদের অবস্থা নিম্নের সারণীতে (সারণী-১) উপস্থাপন করা হলো:

সারণী-১ বিভিন্ন দেশের শিশুদের বর্তমান অবস্থা[২]

বিষয়	সাল ভিত্তিক অবস্থার শতকরা হার						
	বাংলাদেশ	ভারত	নেপাল	শ্রীলংকা	মালদ্বীপ	পাকিস্তান	আফগানিস্তান
৫ বছরের নীচে শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)*	৪১.১	৫২.৭	৩৯.২	৯.৬	৯.৯	৮৫.৫	২৩.৮
জন্মের সাথে সাথে নিবন্ধিকরণ (২০০৬-২০১২)**	৩৭	৪১	৪২	৯৭	৯৩	২৭	৩৭
প্রাথমিক শিক্ষা-স্কুলে ভর্তির হার(২০১০-২০১৪)**	৯৭(***)	৯৩	৯৮	৯৪	৯৫	৭২	৮০
শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি (১৯৯০-২০১০)**	৪১	৪৮	৪১	১৯	২০	৪৩	৪১
শিশু দরিদ্রতা (২০০৯)**	৪৬		৬০	৩৩			

***সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন; এমডিজি- বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০১৫**

** শিশু দরিদ্রতা ও বৈষম্য, ইউনিসেফ প্রতিবেদন ২০০৯, ২০১০, ২০১৪

*** বাংলাদেশ এডুকেশন স্টাটিসটিকস, ২০১৪ বেনবেইস; ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটর

[১]বাংলাদেশ এডুকেশন স্টাটিসটিকস, ২০১৪ বেনবেইস; ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটর

[২]Improving children lives, Improving the future. 25 years of child rights in South Asia, Unicef 2014

১.২ প্রকল্পের বিবরণ

১.২.১ প্রকল্পের পটভূমিঃ

১৫ই নভেম্বর ২০০৭ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় "সিডর" প্রবাহিত হয়। সিডরের কারণে ব্যাপকহারে জানমালের ক্ষতি হয়। ঘরবাড়ি, ফসল ক্ষতির ফলে অনেক পরিবার খোলা আকাশের নিচে বসবাস করতে শুরু করে। পাশাপাশি অনেক পরিবারের বিপুল সংখ্যক শিশু মাতৃ-পিতৃহীন হয়ে পড়ে এবং অন্যের আশ্রয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। এ সকল পরিবারের শিশু প্রতিপালনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে "সিডর" এ ক্ষতিগ্রস্ত ১২টি জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে "আমাদের শিশু" নামে সমাজ ভিত্তিক শিশু প্রতিপালন কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ নেয়। এ উদ্যোগকে অনন্য পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করে ইউনিসেফ বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত তিনটি জেলার (বাগেরহাট,পটুয়াখালী, বরগুনা) সাতটি উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে "আমাদের শিশু" কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে ২০১০ থেকে ২০১১ পর্যন্ত ইউনিসেফ বাংলাদেশের সহযোগিতায় শহরাঞ্চলে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় "এমপাওয়ারমেন্ট এন্ড প্রটেকশন অফ চিল্ড্রেন (ইপিসি)" পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়ন করে। এই পরীক্ষামূলক কার্যক্রমের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ইউনিসেফ বাংলাদেশের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় শহরাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চলের 'মাতৃ-পিতৃহীন ও সুবিধাবঞ্চিত' শিশুদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে পাঁচ বছর মেয়াদি (জুলাই ২০১২- জুন ২০১৭) "এনাবলিং এনভায়রমেন্ট ফর চাইল্ড রাইট্স (ইইসিআর)" এবং সমাজসেবা অধিদপ্তর "চাইল্ড সেনসিটিভ স্যোশাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি)" কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে[৩] (চিত্র-১)।

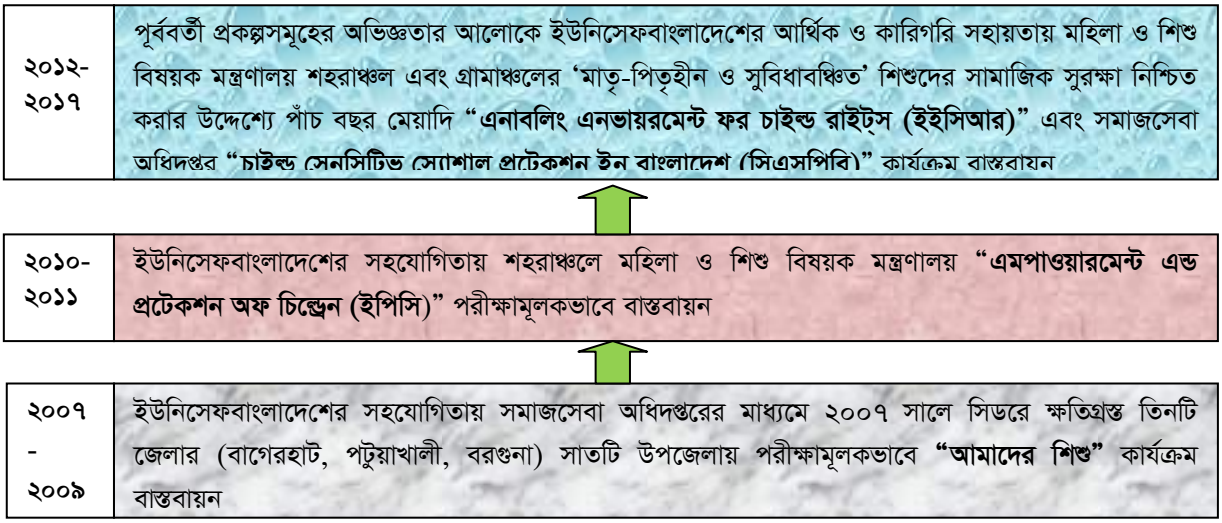

চিত্র-১ প্রকল্প ভিত্তিক শিশু সুরক্ষার অগ্রগতি ও "এনাবলিং এনভায়রমেন্ট ফর চাইল্ড রাইট্স (ইইসিআর)"প্রকল্পের উদ্ভব

বাংলাদেশের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী ১৬ কোটি জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ এখনো দরিদ্র সীমার নিচে বাস করছে। কিন্তু গত কয়েক দশকে দরিদ্রতার হার ২৫% এর নিচে নেমে এসেছে। বিশেষকরে চরম দরিদ্রতার হার শহর এবং পল্লী অঞ্চলে উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা জরিপ ২০১১ থেকে দেখা যায় যে, মোট জনসংখ্যার ৩৪% শিশু। মানবসম্পদ উন্নয়নে শিশুদের বঞ্চিতকরণ ও বিপদাপন্নতা গত চার দশকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিশুর এই বঞ্চিতকরণের মূল কারণ হলো অর্থনৈতিক দরিদ্রতা। একটি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ৪৬% শিশু দরিদ্র সীমার নিচে বাস করে, ২৩% শিশু অতি দরিদ্র এবং ৫৯% শিশুর পরিবার দিনে ১.০৮ ডলারের নিচে আয় করে।

[৩]মাতৃ-পিতৃহীন ও সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম- বাস্তবায়ন নির্দেশিকা; ইইসিআর প্রকল্প

১.২.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক সুরক্ষা সেবাদান, সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে সরকার ও নাগরিক সমাজের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শিশুদের প্রতি নিপীড়ন, নির্যাতন ও সহিংসতার বিরুদ্ধে সুরক্ষা কৌশল প্রণয়ন করার মাধ্যমে সুরক্ষা অধিকার বিষয়ের প্রতি সম্মানজনক দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক রীতি পরিবর্তনের সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা।

দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য হচ্ছে ২০১৬ সালের মধ্যে ২০ টি নির্ধারিত জেলায় বসবাসরত নারী, শিশু ও যুব সমাজ সামাজিক সুরক্ষা কৌশলের মাধ্যমে সুফল পাবে এবং নিপীড়ন, নির্যাতন ও সর্ব প্রকার বঞ্চনা দূরীভূত করার জন্য উন্নততর সেবা নিশ্চিত হবে।

এ প্রকল্পের মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

ক) দরিদ্র ও বিপদাপন্ন পরিবারের সদস্যরা (শিশু, যুবক ও নারী) সামাজিক নিরাপত্তার একটি উন্নততর এবং চলমান সেবা পাবে যাতে তাদের নিপীড়ন, নির্যাতন হ্রাসপাবে। **(সেবায় প্রবেশাধিকার)**

খ) অতি মাত্রায় সুবিধা বঞ্চিত সকল শিশুকে আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ ও প্রটোকলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশেষ নীতি ও আইনি কাঠামো দ্বারা উপকৃত করা। **(সামাজিক সুরক্ষার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি ও আইন)**

গ) প্রকল্প এলাকার জনগণকে সামাজিক রীতি ও আচরণের উন্নয়ন, চর্চা ও পুনঃচর্চার মাধ্যমে সহিংসতা, নিপীড়ন বন্ধ করায় উৎসাহিত করা। **(সামাজিক রীতি পরিবর্তন ও কিশোর/কিশোরীর ক্ষমতায়ন)**

ঘ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট এজেন্সির দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সিআরসি (Convention on the Rights of the Child) এবং শিশু অধিকার বিষয়ক সাময়িক প্রতিবেদন তৈরি ও দেখভাল করার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। **(দেখভাল করার স্থায়িত্বশীল সক্ষমতা)**

১.২.৩ প্রকল্পের অনুমোদনঃ

শিশুর অধিকার সুরক্ষায় ইতোপূর্বে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৯৬ থেকে ২০১১ পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে তিনটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ইউনিসেফ-এর আর্থিক সহায়তায় **'এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট ফর চাইল্ড রাইট্স'** (ইইসিআর) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি ৮ নভেম্বর ২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত বিশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (এসপিইসি) সভায় অনুমোদনের জন্য সুপারিশকৃত হয় এবং ১১ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১.২.৪ প্রকল্প সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্যঃ

টিপিপি-এর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফ বাংলাদেশের আর্থিক এবং কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত। প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট তথ্য সারণী-২ এ উপস্থাপন করা হলো:

সারণী-২ 'এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট ফর চাইল্ড রাইট্স' প্রকল্প সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্য *(লক্ষ টাকায়)*

প্রকল্পের বিষয়	মোট টাকা	টাকা (জিওবি)	প্রকল্প সাহায্য	
			আরপিএ	ডিপিএ
ক) মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	৩১৮৪০.২২	৩০০.১৮	-	৩১৫৪০.০৪
খ) বাস্তবায়নকাল	জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৭			
গ) প্রকল্পের অর্থায়ন	বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফ			
ঘ) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়			
ঙ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়			
চ) প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	মার্চ ১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মোট ব্যয়ের %		
	১৩৬৭০.৪১	৪৩%		

ছ) প্রকল্প এলাকা	**বিভাগ**	**জেলা**	**৫ টি সিটি কর্পোরেশন**
	রংপুর	রংপুর,নীলফামারি, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা,	রংপুর
	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	
	ঢাকা	জামালপুর, নেত্রকোণা	ঢাকা
	সিলেট	সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ	সিলেট
	খুলনা	সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট	খুলনা
	বরিশাল	বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা	বরিশাল
	চট্টগ্রাম	খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও কক্সবাজার	

নোট: প্রকল্প কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে ও ময়মনসিংহ জেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যদিও অনুমোদিত টিপিপি'তে কর্ম এলাকার তালিকায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও ময়মনসিংহের নাম নেই।

১.২.৫ প্রকল্পের অঙ্গ ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

'এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট ফর চাইল্ড রাইটস'(ইইসিআর) প্রকল্পটি মূলত তিনটি প্রধান কম্পোনেন্ট নিয়ে গঠিত যার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে। প্রতিটি কম্পোনেন্টের আওতায় একাধিক কাজ আছে যা উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। প্রকল্পের প্রধান কম্পোনেন্টসমূহ এবং কম্পোনেন্টের কার্যক্রমসমূহ নিম্নের চিত্রে (চিত্র-২) এবং প্রত্যেক কম্পোনেন্ট-এর আওতায় কাজসমূহ সারণীতে (সারণী-৩) উপস্থাপন করা হলো।

চিত্র-২ 'এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট ফর চাইল্ড রাইটস' প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহ

সারণী-৩ 'এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট ফর চাইল্ড রাইটস'শীর্ষক প্রকল্পের কম্পোনেন্ট ভিত্তিক কাজসমূহ:

কম্পোনেন্ট	কাজসমূহ
১. প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ	১.১ ছয়টি দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় আপদকালে শিশু সুরক্ষা শক্তিশালীকরণ ১.২ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের শিশু উইংকে শক্তিশালীকরণ ১.৩ সিআরসি রির্পোটিং ও মনিটরিং ১.৪ শিশু পার্লামেন্ট এবং তার সচিবালয় ১.৫ বাংলাদেশ শিশু একাডেমী শক্তিশালীকরণ ও মোবাইল রিসোর্স সেন্টার স্থাপন ১.৬ সিপি-আইএমএস প্রতিষ্ঠাকরণ ও ইইসিআর প্রজেক্ট অফিস শক্তিশালীকরণ ১.৭ মহিলা অধিদপ্তরকে কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী করা যাতে তারা সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমাজকর্মীগণকে প্রো-অ্যাকটিভ সমাজকর্ম বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে পারে
২. শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা	২.১ সামাজিক সুরক্ষার জন্য ন্যূনতম প্যাকেজের (হাই কস্ট) মাধ্যমে শিশু যত্ন অব্যাহত রাখা, স্কেলিং আপ করা ও তা শক্তিশালীকরণ ২.২ ন্যূনতম প্যাকেজের (লো কস্ট) মাধ্যমে শিশু যত্ন স্কেলিং আপ করা ২.৩ শিশু সুরক্ষা নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালীকরণ
৩. সামাজিক রীতি পরিবর্তন	৩.১ কিশোর-কিশোরী ক্লাস্টারকে কারিগরি সহায়তাদান ও প্রধান অ্যাক্টরদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা ৩.২ উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ (সি৪ডি)

১.২.৬ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন টিম (যা শিশু উইং এর ঊর্দ্ধতন ও মধ্যম সারির কর্মকর্তা এবং সাপোর্ট স্টাফ এর সমন্বয়ে গঠিত) **'এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট ফর চাইল্ড রাইটস'** (EECR) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের সার্বিক দায়িত্ব পালন করছেন একজন প্রকল্প পরিচালক এবং একজন উপ-প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প পরিচালককে সহায়তা করছেন। প্রকল্প কর্তৃক নিয়োগকৃত সমাজকর্মী এবং ইউনিসেফ কর্তৃক নির্বাচিত এনজিও-এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করছে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, জাতীয় ক্রীড়া কাউন্সিল এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।

এছাড়া পরিকল্পনা কমিশন, ইআরডি, আইএমইডি এবং উন্নয়ন সহযোগী ইউনিসেফ বাংলাদেশ প্রকল্পের পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং বাস্তবায়নে নির্দেশনা ও পরামর্শ দ্বারা সহায়তা করছে।

টিপিপি অনুযায়ী সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে একটি স্টিয়ারিং কমিটি এবং যুগ্ম-সচিবকে প্রধান করে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC) গঠন করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে স্টিয়ারিং কমিটি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি সভায় মিলিত হয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়াদি আলোচনা ও পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিচ্ছে।

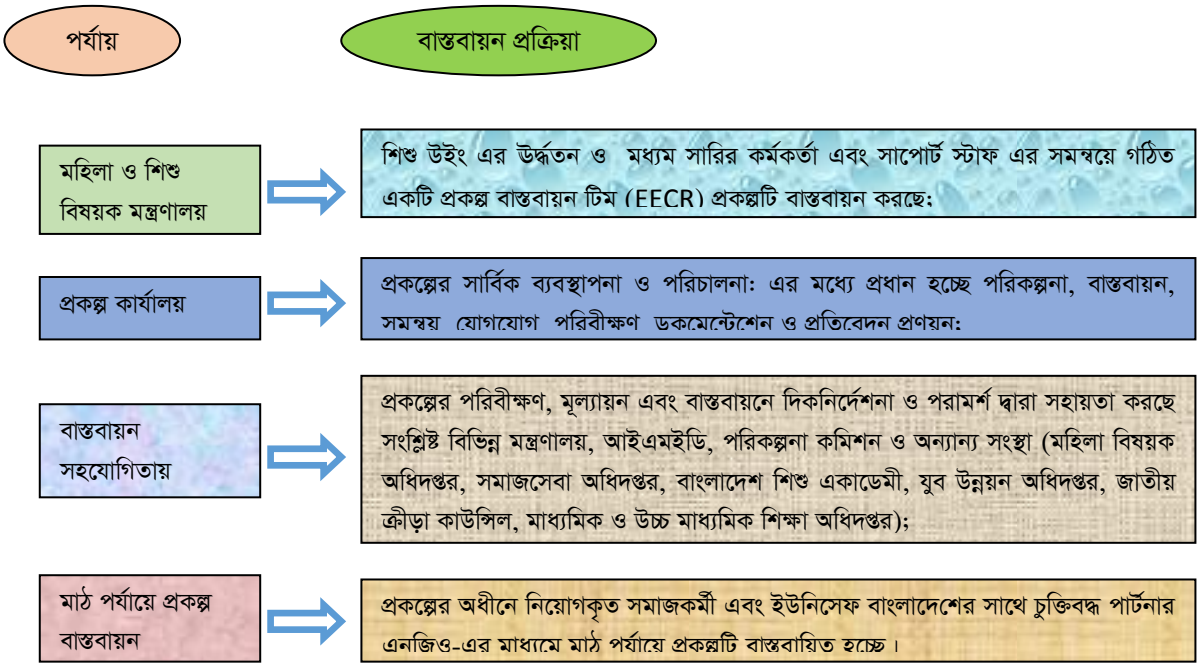

চিত্র-৩ পর্যায় ভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন

মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এবং প্রকল্প কার্যালয়ের সাথে উন্নয়ন সহযোগীর সমন্বয়ের চিত্র নিম্নের প্রবাহ চিত্রে দেখানো হলো (চিত্র-৪):

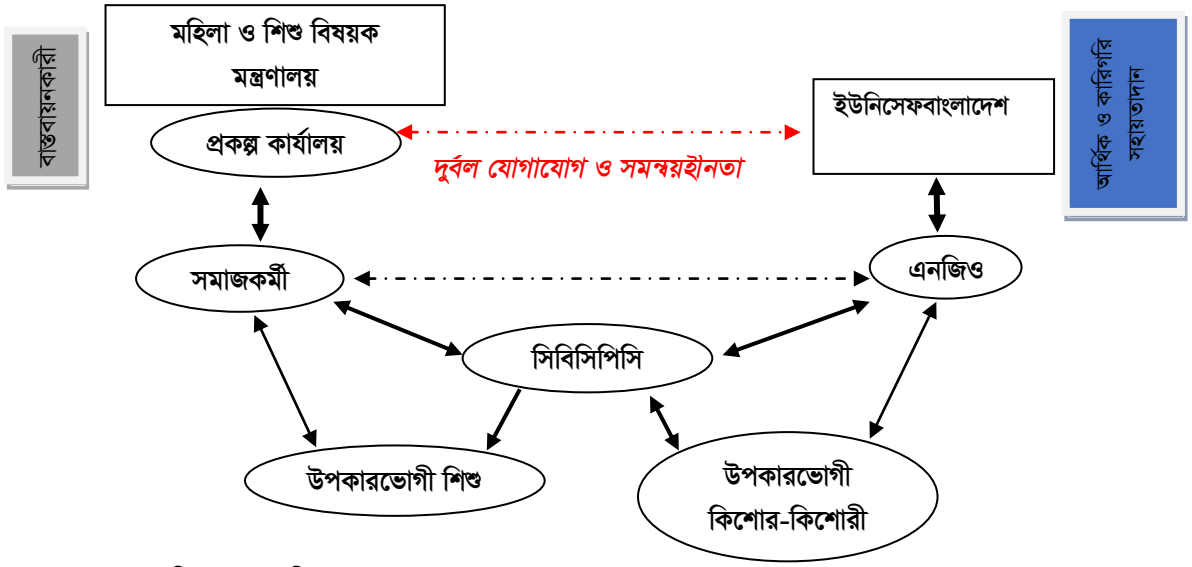

চিত্র-৪ প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া (প্রবাহ চিত্র)

১.২.৬.১ দুর্বল যোগাযোগ ও সমন্বয়হীনতাঃ

চিত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প কার্যালয় ও ইউনিসেফ বাংলাদেশ-এর মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে। পরিবীক্ষণে প্রতীয়মান হয়েছে যে, প্রকল্প কার্যালয় ও ইউনিসেফ বাংলাদেশের মধ্যে যোগাযোগ দুর্বল এবং সমন্বয়ের ঘাটতি আছে যার ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে গতিশীলতা নেই। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রকল্পে সংগঠিত আর্থিক অনিয়মের প্রেক্ষিতে ইউনিসেফ-এর অসুন্তুষ্টি। যেহেতু আর্থিক অনিয়মের বিষয়টি এখনো সমাধান হয়নি সে কারণে ইউনিসেফ নিয়মিত অর্থ ছাড় করছে না। প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী দীর্ঘদিনের জনবল সংকট আর্থিক ও প্রশাসনিক কাজে ইউনিসেফ-এর সাথে যোগাযোগের সমস্যা তৈরি করেছে। ইউনিসেফ হতে খরচের হিসাব নিয়মিত পাওয়া যায় না। সরকারের অর্থ বছর ও ইউনিসেফ-এর অর্থ বছরের মধ্যে সমন্বয় নেই। পরিবীক্ষণে পরিলক্ষিত হয়েছে, মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে প্রকল্প কর্তৃক নিয়োজিত সমাজকর্মী ও ইউনিসেফ কর্তৃক নির্বাচিত এনজিও'র মাধ্যমে। কিন্তু এনজিও প্রকল্প কার্যালয়ে কোন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করেনা। ফলে প্রকল্প কার্যালয়ে এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রমের কোন তথ্য থাকে না। মূলতঃ দু'টি ধারায় প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে। দুর্বল যোগাযোগ ও সমন্বয়হীনতা এর অন্যতম কারণ।

ইউনিসেফ কর্তৃক এনজিও'র সাথে সম্পাদিত চুক্তি (পিসিএ) ত্রুটিপূর্ণ। এনজিও'র সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্র (পিসিএ) পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, উক্ত চুক্তিপত্রে ইইসিআর প্রকল্পটি যে বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প সেবিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। সরকারের এ প্রকল্প বাস্তবায়নে এনজিওকে নির্বাচন করা হয়েছে তারও কোন উল্লেখ নেই। প্রকল্প কার্যালয় বা মন্ত্রণালয়কে কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ে কোন প্রতিবেদন প্রেরণ করতে বা যোগাযোগ করতে হবে সেবিষয়ে কোন দিকনির্দেশনা চুক্তিপত্রে নেই। ফলে এনজিও প্রকল্প কার্যালয়ে কোন তথ্য দেয়না এবং প্রকল্প কার্যালয় এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রমের কোন তথ্য দিতে পারেনা।

১.২.৭ প্রকল্পের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার আলোকে কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যঃ

প্রকল্প কার্যালয় হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত অর্থের আলোকে প্রতি দু'বছরের জন্য কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় এবং অনুমোদিত কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা হচ্ছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের অধীনে একজন প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন। প্রকল্প কার্যালয় সমাজকর্মীর মাধ্যমে এবং ইউনিসেফ পার্টনার এনজিও'র মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পটি তিনটি প্রধান কম্পোনেন্ট নিয়ে গঠিত- ১. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করণ ২. শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং ৩. উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ (সি৪ডি)। প্রতিটি কম্পোনেন্টের আওতায় একাধিক কার্যক্রম কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হচ্ছে যেমন-

৩.৩ প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ

- ছয়টি দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় আপদকালে শিশু সুরক্ষা শক্তিশালীকরণ
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের শিশু উইংকে শক্তিশালীকরণ
- সিআরসি রির্পোটিং ও মনিটরিং
- শিশু পার্লামেন্ট এবং তার সচিবালয়
- বাংলাদেশ শিশু একাডেমী শক্তিশালীকরণ ও মোবাইল রিসোর্স সেন্টার স্থাপন
- সিপি-আইএমএস প্রতিষ্ঠাকরণ ও ইইসিআর প্রজেক্ট অফিস শক্তিশালীকরণ
- মহিলা অধিদপ্তরকে কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী করণ;

৩.৪ শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা

- সামাজিক সুরক্ষার জন্য ন্যূনতম প্যাকেজের (হাই কস্ট) মাধ্যমে শিশু যত্ন অব্যাহত রাখা, স্কেলিং আপ করা ও তা শক্তিশালীকরণ
- ন্যূনতম প্যাকেজের (লো কস্ট) মাধ্যমে শিশু যত্ন স্কেলিং আপ করা
- শিশু সুরক্ষা নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালীকরণ

৩.৫ সামাজিক রীতি পরিবর্তন

- কিশোর-কিশোরী ক্লাস্টারকে কারিগরি সহায়তাদান ও প্রধান অ্যাক্টরদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা
- উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ (সি৪ডি)

নিবিড় পরিবীক্ষণকালে কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন হচ্ছে কি-না তা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনার মাধ্যমে কার্যক্রমের অগ্রগতি ও প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ করা হয়েছে যা প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা ৩০- ৫৭ উপস্থাপন করা হয়েছে।

১.২.৭.১ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত সমাজকর্মী/এনজিও'র পরিসংখ্যানঃ

প্রকল্প কার্যালয় এবং ইউনিসেফ বাংলাদেশ থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পে নিয়োগপ্রাপ্ত ৪৯ জন সমাজকর্মী নিম্নবর্ণিত উপজেলা এবং শহরাঞ্চলে (পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে (সারণী-৪)।

সারণী-৪ এলাকা ভিত্তিক কর্মরত সমাজকর্মী

জেলা	এলাকা/ উপজেলা	সমাজকর্মী			মন্তব্য
		পুরুষ	মহিলা	মোট	
ঢাকা	মোহাম্মদপুর, মীরপুর, গুলশান, পুরাতন ঢাকা, সাভার ও প্রকল্প কার্যালয়	৮	১১	**১৯**	৩ জন সার্বক্ষণিক এবং ১ জন আংশিক প্রকল্প কার্যালয়ে কাজ করে
নেত্রকোণা	সদর, দুর্গাপুর, আটপাড়া	৪	-	**৪**	
ময়মনসিংহ, জামালপুর	ভালুকা, সরিষাবাড়ি, গৌরীপুর, জামালপুর সদর	৩	২	**৫**	একাধিক এলাকার দায়িত্বে
রংপুর, কুড়িগ্রাম	সদর	১	-	**১**	একাধিক এলাকার দায়িত্বে
হীলফামারী	সদর	-	১	**১**	
গাইবান্ধা	ফুলছড়ি	১	-	**১**	
খুলনা	সিটি কর্পোরেশন	-	১	**১**	
সাতক্ষীরা	সদর	-	১	**১**	
উরিশাল	সিটি কর্পোরেশন	২	-	**২**	
পটুয়াখালী	সদর	১	-	**১**	
ভোলা	সদর	-	১	**১**	
বরগুনা	সদর	১	-	**১**	
সিলেট	সদর, জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট	৩	-	**৩**	
চট্টগ্রাম	সিটি কর্পোরেশন	১	১	**২**	
কক্সবাজার	সদর	২	-	**২**	
বান্দরবান	পৌরসভা, থানছি, রুমা, আলী কদম, রোয়াংছড়ি, নাইক্ষ্যাংছড়ি, লামা	২	২	**৪**	
মোট:	**১৮টি জেলা এবং ২৭টি উপজেলা ও পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশন**	**২৯**	**২০**	**৪৯**	

সুত্রঃ *প্রকল্প কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সংকলিত। বর্তমানে একজন সমাজকর্মীর পদ শূন্য*

সমাজকর্মীগণ প্রধানতঃ শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের জন্য বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুযায়ী শিশু বাছাই, জন্ম নিবন্ধন, ব্যাংক হিসাব খোলায় সহায়তা প্রদান করে এবং কেইস ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে শিশুদেরকে মনিটর করে।

ইউনিসেফ বাংলাদেশ এ প্রকল্পের আওতায় সারণী-৫ এ বর্ণিত এলাকায় পার্টনার এনজিও'র মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পের পার্টনার এনজিওদের সেবা প্রদানের পদ্ধতিঃ

ইউনিসেফ বাংলাদেশ প্রকল্প এলাকার কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১৬টি এনজিওকে পার্টনার হিসেবে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ দেয়। এ সকল এনজিওদের কর্ম এলাকা ভিন্ন এবং কার্যক্রমের ক্ষেত্রে চুক্তি অনুয়ায়ী ভিন্নতা দেখা যায়, যা সারণী-৫ এ দেখানো হয়েছে। প্রত্যেক এনজিও ইউনিসেফের সাথে চুক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন পদে জনবল নিয়োগ দিয়েছে। কার্যক্রমভেদে এনজিও কর্তৃক সেবা প্রদানের পদ্ধতিতে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন- যেসকল এনজিও শিশু সুরক্ষা বিষয়ে কাজ করছে তারা শুধুমাত্র শিশু সুরক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ (সি৪ডি) কার্যক্রমের আওতায় সমাজের নেতিবাচক চর্চা (শিশু শ্রম, শিশু বিবাহ, শারীরিক শাস্তি) এবং ৮টি আচরণগত পরিবর্তনের জন্য জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনার জন্য কাজ করছে।

সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় সকল পার্টনার এনজিও-এর মধ্যে একই পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন- কর্ম এলাকায় জনগণের সাথে আলোচনা এবং তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করা, এলাকার বিশিষ্টজন, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, শিক্ষক, সমাজের

নেতা, ধর্মীয় নেতা, পেশাজীবী প্রতিনিধি, কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে সমাজ ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠন, সমাজসেবাসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারি অধিদপ্তরসমূহের সাথে যোগাযোগ ও সহায়তা গ্রহণ করা।

সারণী-৫ ইউনিসেফ বাংলাদেশ কর্তৃক নিয়োজিত এনজিও এবং এনজিওদের কর্ম এলাকা

ক্রঃ নং	এনজিও-এর নাম	কর্ম এলাকা	কার্যক্রম
১.	ব্র্যাক	কক্সবাজার, ময়মনসিংহ, ঢাকা, নেত্রকোণা, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, জামালপুর	শিশু সুরক্ষা ও সি৪ডি
২.	সিআইপিআরবি	হবিগঞ্জ, বান্দরবান, নেত্রকোণা, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, রংপুর, কক্সবাজার, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বরগুনা,পটুয়াখালি,	শিশু সুরক্ষা (নিরাপদ সাঁতার)
৩.	সিএমইএস	বরগুনা, রংপুর	শিশু সুরক্ষা
৪.	আশার আলো সোসাইটি	সিলেট বিভাগ	শিশু সুরক্ষা
৫.	এসিড সারভাইভাইভার্স ফাউন্ডেশন	সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, সাতক্ষীরা, দিনাজপুর, নরসিংদী, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, কুমিল্লা	শিশু সুরক্ষা
৬.	জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন	বাগেরহাট (সদর, মংলা)	শিশু সুরক্ষা
৭.	রূপান্তর	খুলনা (দাকোপ, আশাশুনি)	শিশু সুরক্ষা ও সি৪ডি
৮.	কোডেক	কক্সবাজার (উখিয়া)	শিশু সুরক্ষা
৯.	তৈমু	বান্দরবান (সদরসহ অন্যান্য উপজেলা)	শিশু সুরক্ষা
১০.	গ্রাউস	বান্দরবান (লামা)	শিশু সুরক্ষা ও সি৪ডি
১১.	এফআইভিডিবি	সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ	শিশু সুরক্ষা ও সি৪ডি
১২.	কোস্ট ট্রাস্ট	ভোলা	সি৪ডি
১৩.	এসোড	রংপুর	সি৪ডি
১৪.	সাস	নেত্রকোণা	সি৪ডি
১৫.	ডিএসকে	ঢাকা	শিশু সুরক্ষা
১৬.	অপরাজেয় বাংলাদেশ	ঢাকা	শিশু সুরক্ষা

পার্টনার এনজিও প্রকল্প এলাকায় নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে:

১) শিশু বান্ধব কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত/ঝুঁকিপূর্ণ শিশুর শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি, মেধা-মননের বিকাশ, বিনোদন
২) কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে ক্লাব গঠন, কারিগরি সহায়তা প্রদান ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষমতায়ন
৩) কিশোর-কিশোরীদের জন্য শর্তযুক্ত অর্থ ও স্টাইপেন্ড প্রদান
৪) সমাজসেবা অধিদপ্তর ও সিপিএন এর সহায়তায় বিপদাপন্ন/ঝুঁকিপূর্ণ শিশুর কেইস ম্যানেজমেন্ট
৫) উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ কার্যক্রম (সি৪ডি)

কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে তারা উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়িত করছে। এলাকায় সিবিসিপিসি-এর সহযোগিতায় কার্যক্রমের জন্য নির্দিষ্ট উপকারভোগী নির্বাচন ও সেবা প্রদান করে। উপকারভোগী শিশু, কিশোর-কিশোরীদের নিয়মিত পরিবীক্ষণ করে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করে।

১.২.৮ সমাজ ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি (CBCPC) গঠন ও প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান:

মাঠ পর্যায়ে জনগণকে সম্পৃক্ত করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং প্রকল্প শেষে জনগণের সহযোগিতায় কার্যক্রমকে গতিশীল ও চলমান রাখার লক্ষ্যে প্রতিটি কর্ম এলাকার কমিউনিটিতে বিভিন্ন পেশার জনগণের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে, যা সমাজ ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি (CBCPC) নামে পরিচিত। এ কমিটি গঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো-পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে জনগণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ, মালিকানাবোধ তৈরি করা এবং সর্বোপরি প্রকল্প কাজ টেকসই করা।

বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুযায়ী সিবিসিপিসি কমিটির মোট সদস্য সংখ্যা ১৩, যার মধ্যে ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের মহিলা কাউন্সিলর/মহিলা সদস্য সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। এ কমিটির প্রধান কাজ হলো- এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ শিশু চিহ্নিত করা

ও তাদেরকে প্রকল্পের আওতায় এনে সেবাদানের মাধ্যমে শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করা। এ কমিটি শর্তযুক্ত আর্থিক সহায়তাদানের জন্য শিশু বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সমাজকর্মীকে সহায়তা দেয়। এছাড়া এলাকায় শিশু সম্পর্কিত যে কোন কাজে যেমন-শিশু শিক্ষায় সহযোগিতা এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, শিশু বিবাহ, শারীরিক, মানসিক, যৌন নির্যাতন, হয়রানি, শোষণ ও পাচার থেকে সুরক্ষা বিষয়ে এলাকার শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং প্রকল্পকে সহায়তা করে। এছাড়াও সিবিসিপিসিগুলো সিএফএস এবং কিশোর-কিশোরী ক্লাবের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে থাকে। প্রকল্প থেকে সিবিসিপিসি সদস্যদের জন্য ৪৫০টি প্রশিক্ষণ এবং ২৯২টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

১.২.৯ পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা

প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কার্যক্রম নিম্নে প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো (চিত্র-৫):

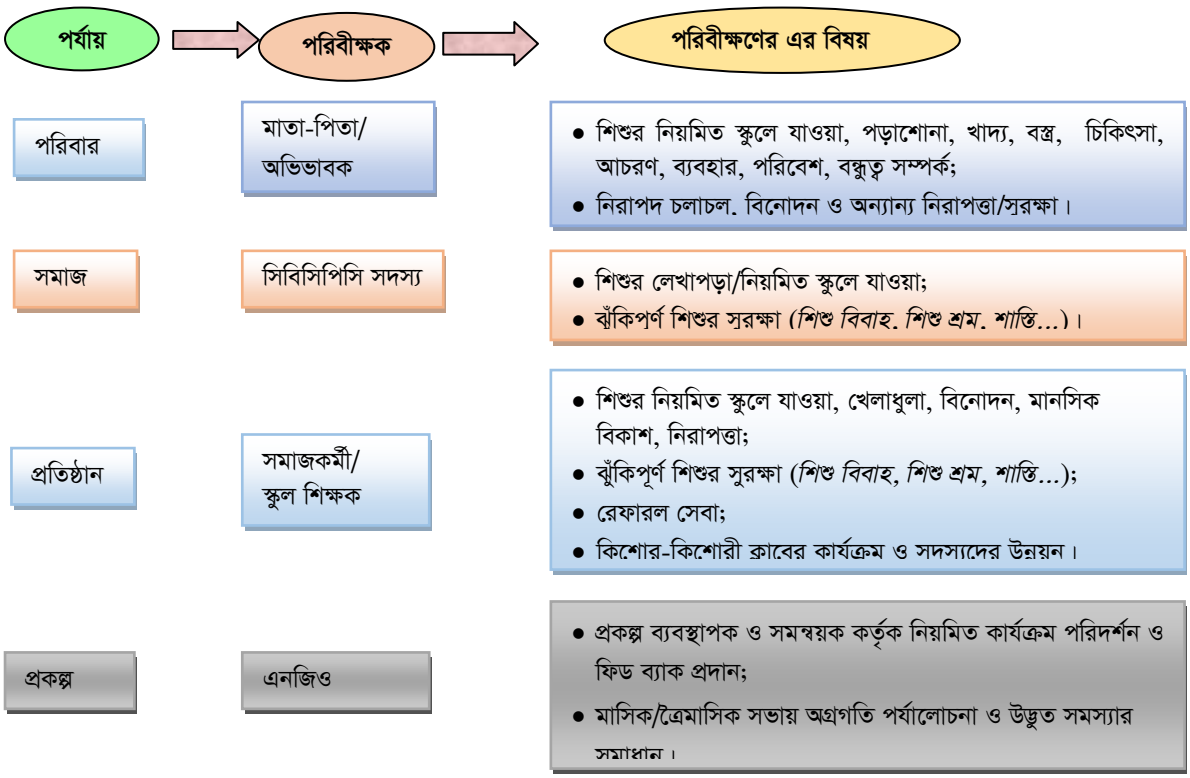

চিত্র-৫ প্রকল্পে শিশু সুরক্ষা ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা (মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী)

১.২.১০ প্রকল্পের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন, পিআইসি ও পিএসসি সভা:

প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য বছরের শুরুতেই বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা করা হয়। বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনায় যথাযথ ও সুবিন্যস্তভাবে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের সময় সীমা নির্ধারণ করা হয় যদিও সকল ক্ষেত্রে তারবাস্তবায়ন নিশ্চিত হয়না।

টিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের নীতিগত বিষয় পর্যালোচনা, অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সমস্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রতি বছর ২টি পিএসসি সভা করার কথা আছে। প্রকল্প কার্যালয় হতে প্রাপ্ত তথ্যমতে প্রতিবেদন প্রণয়ন সময় পর্যন্ত ৭টির বিপরীতে ৩টি পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অন্যদিকে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও সমস্যাদি পর্যালোচনার জন্য প্রতি ৩মাস অন্তর একটি পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধান আছে। মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত মোট ১৫টি পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল যার বিপরীতে এ পর্যন্ত মোট ৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, প্রতিটি সভায়ই ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের জন্য শর্তযুক্ত অর্থ হস্তান্তর (সিসিটি) কার্যক্রমের অধীনে বেশী সংখ্যক শিশুকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। ২০১৪ সালের জুন মাসের পিএসসি সভায় ঐবছর ২০,০০০ শিশুকে সিসিটি প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের তাগিদ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। ২০১৬ সালের মার্চ পর্যন্ত প্রকল্প কার্যালয়ের তথ্যমতে মাত্র ১০,৪২৮ জন শিশুকে সিসিটি প্রদান করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জন না হওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে ইউনিসেফ হতে অর্থ ছাড়ে বিলম্বের বিষয়টি উঠে এসেছে। এছাড়াও একাধিক সভায় প্রকল্পের শূন্য পদে জনবলের নিয়োগের বিষয়টি আলোচনা হয়। প্রকল্পের শুরু থেকেই ডকুমেন্টশন কর্মকর্তার পদটি শূন্য। এ পদের জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা শিথিল করার পরও এ পদে যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যায়নি। হিসাব

রক্ষণ কর্মকর্তা ও প্রোগ্রামার পদে জনবল নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া যায়নি যেহেতু চাকুরিচ্যুত কর্মকর্তাগণ উচ্চ আদালতে রিট করেছে তাদেরকে চাকুরিতে বহালের জন্য।

কিশোর-কিশোরীদের স্টাইপেন্ড প্রদানের বিষয়েও সুনির্দিষ্টভাবে আলোচনা হয় এবং অধিক সংখ্যক কিশোর-কিশোরীদেরকে স্টাইপেন্ড প্রদানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলা হয়। কিন্তু ইউনিসেফ হতে অর্থ ছাড়ে বিলম্ব হওয়ায় দীর্ঘ সময় যাবৎ স্টাইপেন্ড কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রকল্প এলাকায় বিতরণের জন্য ইউনিসেফ হতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সামগ্রী জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রশিক্ষণ সমাপ্ত না হওয়ায় কিছু কর্মএলাকায় বিতরণ সম্ভব হয়নি। তাই ঐসকল জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনায় অসুবিধা হচ্ছে। ২৩ মার্চ, ২০১৬ এ অনুষ্ঠিত পিআইসি সভায় উল্লিখিত প্রশিক্ষণ সামগ্রী দ্রুত বিতরণের পরামর্শ দেয়া হয় কিন্তু এখনো কয়েকটি স্থানে বিতরণ সম্ভব হয়নি।

অধ্যায়-১ পর্যালোচনা

'এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট ফর চাইল্ড রাইটস' শীর্ষক প্রকল্পটি ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত দু'টি প্রকল্প হতে লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য হলো- শিশুর জন্য সুরক্ষা কৌশল প্রণয়ন করার মাধ্যমে সামাজিক রীতি পরিবর্তনের সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা। এ প্রকল্পটির লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী হলো- শহর ও গ্রামাঞ্চলের মাতৃ-পিতৃহীন ও সুবিধাবঞ্চিত/ঝুঁকিপূর্ণ শিশু এবং কিশোর-কিশোরী। প্রধানতঃ দুর্যোগ প্রবণ এলাকাসমূহকে এ প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। প্রকল্পটি মূলতঃ তিনটি প্রধান কম্পোনেন্ট নিয়ে গঠিত যথা- প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ, শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা ও সামাজিক রীতি পরিবর্তন। প্রকল্পটি মূলতঃ দাতা সংস্থার অর্থায়নের ওপর নির্ভরশীল। ইউনিসেফ বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ, সিবিসিপিসি, এনজিও কর্তৃক প্রকল্পটির কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

অধ্যায়-২
কর্ম পদ্ধতি
(নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমপরিচালনা পদ্ধতি)

২. কর্ম পদ্ধতি (নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি)

২.১ নিবিড় পরিবীক্ষণের কার্যপরিধি:

নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য যা **কার্যপরিধিতে** (ToR) বর্ণনা করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

১. প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গ ভিত্তিক অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ (আর্থিক ও বাস্তব), সন্নিবেশিতকরণ এবং সারণীর মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা;
২. প্রকল্পের চলমান এবং সমাপ্ত কর্মকান্ডের সমস্যা শনাক্তকরণ এবং সমাধানের জন্য সুপারিশ করা;
৩. ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করতঃ বিভিন্ন সরঞ্জামাদি ও সেবা সঠিকভাবে পিপিআর ২০০৮ এবং ইউনিসেফ-এর প্রকিউরমেন্ট নীতিমালা মোতাবেক সংগ্রহ করা হয়েছে কি-না তা পরিবীক্ষণ করা;
৪. ক্রয়কৃত (Procured) সরঞ্জামাদির সংখ্যাগত ও গুণগত দিক টিপিপি অনুযায়ী হয়েছে কিনাতা পরিবীক্ষণ এবং চাইল্ড ফ্রেন্ডলি স্পেস (CFS) এর পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার যথাযথভাবে হয়েছে কি না তা পরিবীক্ষণ করা;
৫. প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন সুনির্দিষ্ট সমস্যা পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা যেমন অর্থ অবমুক্ত/বিতরণে বিলম্ব, উপকরণ/সরঞ্জামাদি সরবরাহে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে বিচ্যুতি ইত্যাদি পরিবীক্ষণ করা;
৬. প্রকল্পের অর্থ হস্তান্তর, শর্তযুক্ত অর্থ হস্তান্তর, বৃত্তি (Stipend), সিএফএস কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং সিপি-আইএমএস এবং নিয়মিত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা;
৭. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর শিশু উইং এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা (বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যালয়)-এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা পর্যালোচনা করা;
৮. প্রকল্পের সবলতা, দুর্বলতা ও সুযোগ খতিয়ে দেখা এবং পার্টনার এনজিওদের সেবা প্রদানের পদ্ধতিসমূহ যাচাই করা;
৯. মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন টেকসই সামাজিক রীতি পরিবর্তনে (শিশু বিবাহ, শিশু শ্রম এবং শারীরিক শাস্তি (Corporal punishment) এবং তার চর্চা পর্যালোচনা করা;
১০. প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য নিবিড় ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তার সমাধানে সুপারিশ করা;
১১. অন্যান্য সুনির্দিষ্ট বিষয়, যা আইএমইডি কর্তৃক নির্দেশ করা হবে।

২.২ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে অনুসৃত পদ্ধতি(Methodology)

এই প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য গুণগত ও সংখ্যাগত উভয় প্রকার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রের জন্য বিভিন্ন ধরনের উত্তরদাতা, সংগঠনের ধরন ও পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে এবং তার প্রয়োজনীয়তা ও যথার্থতা নিরূপণের মাধ্যমে পদ্ধতি এবং কৌশল (Tools and Techniques) নির্ধারণ ও ব্যবহার করা হয়েছে।

আইএমইডি কর্তৃক প্রদত্ত পরিপত্র ও কার্যপরিধির ওপর ভিত্তি করে নিবিড় পরিবীক্ষণের কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। প্রকল্পটি যেহেতু শিশু অধিকার ও সামাজিক রীতি পরিবর্তন নিয়ে কাজ করে তাই শুধু সংখ্যাগত তথ্যদ্বারা প্রকল্প পরিবীক্ষণ সম্পূর্ণ হবে না। প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ নিবিড় পরিবীক্ষণ পদ্ধতিতে প্রশ্নমালার মাধ্যমে সংখ্যাগত এবং অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি (FGD, KII, স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা) ব্যবহারের মাধ্যমে গুণগত তথ্য সংগ্রহ, যাচাই ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য বিস্তারিত কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

২.২.১ সেকেন্ডারী উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

প্রকল্পের বর্তমান সার্বিক অবস্থা জানা ও বুঝার জন্য সেকেন্ডারি উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। যেমন- প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, কমিউনিটি ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ যা প্রকল্পকে সফলভাবে পরিচালনার জন্য সহায়তা করেছে। কনসালটেন্ট টিম সেকেন্ডারি উৎস (প্রকল্প সংক্রান্ত প্রতিবেদন, সরকারি বিধি-বিধান, পরিপত্র ইত্যাদি) থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ পর্যালোচনা করেছে। এ ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত প্রকল্প সংক্রান্ত দলিলাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে:

১) প্রকল্পের টিপিপি
২) বাস্তবায়ন নির্দেশিকা
৩) বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও পরিদর্শন প্রতিবেদন (প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, ইউনিসেফ থেকে প্রাপ্ত)
৪) দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক টুল্‌স ও কৌশল (প্রশিক্ষণ মডিউল)
৫) কেইস স্টাডি
৬) পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভার কার্যবিবরণী

২.২.২ প্রাইমারি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

প্রকল্পের উপকারভোগী জনগণ, শিশু, কিশোর-কিশোরী, সরকারি বিভাগ/অধিদপ্তরসমূহের কর্মকর্তা, সমাজকর্মী, এনজিও কর্মকর্তার নিকট থেকে প্রকল্পের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের সাথে উত্তরদাতার সংশ্লিষ্টতার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়।

২.২.৩ কার্য পরিধি ভিত্তিক নির্ধারিত তথ্য সংগ্রহ কৌশল

প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের কার্যপরিধিতে দেয়া কাজগুলো সম্পাদনের জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে তা নিম্নের সারণীতে (সারণী-৬) দেয়া হলো।

সারণী ৬: কার্যপরিধির আলোকে নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের কৌশল

ইইসিআর এর প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণেরকার্যপরিধি	তথ্য সংগ্রহের কৌশল
১) প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গ ভিত্তিক অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ (আর্থিক ও বাস্তব), সন্নিবেশিতকরণ এবং সারণীর মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা;	প্রকল্প ডকুমেন্ট ও প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনা, প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;
২) ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করতঃ বিভিন্ন সরঞ্জামাদি ও সেবা সঠিকভাবে পিপিআর ২০০৮ এবং ইউনিসেফ-এর প্রকিউরমেন্ট নীতিমালা মোতাবেক সংগ্রহ করা হয়েছে কি-না তা পরিবীক্ষণ;	ক্রয় কার্যক্রম কীভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে, পিপিআর ২০০৮ এবং ইউনিসেফ-এর গাইডলাইন অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা;
৩) ক্রয়কৃত (Procured) সরঞ্জামাদির সংখ্যাগত ও গুণগত দিক টিপিপি অনুযায়ী হয়েছে কিনা তা পরিবীক্ষণ;	প্রকল্পের জন্য সরঞ্জামাদি ক্রয় ও সংগ্রহ কি প্রক্রিয়ায় সংগ্রহ করা হয়েছে, টিপিপিতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা না হয়ে থাকলে কেন হয়নি তা যাচাই করা, সংখ্যাগত ও গুণগত মান যাচাই করা;
৪) চাইল্ড ফ্রেন্ডলি স্পেস (CFS) এর পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার যথাযথভাবে হয়েছে কিনা তা পরিবীক্ষণ;	সিএফএস এর পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার কাজের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে কি-না তা পরীক্ষা ও যাচাই করা, পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা;
৫) প্রকল্প বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট সমস্যা পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা। যেমন- অর্থ অবমুক্ত/বিতরণে বিলম্ব, উপকরণ/সরঞ্জামাদি সরবরাহে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে বিচ্যুতি ইত্যাদি পরিবীক্ষণ;	প্রকল্পবাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট সমস্যা যেমন-অর্থ ছাড়/বিতরণে বিলম্ব, উপকরণ/সরঞ্জামাদি সরবরাহে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে বিচ্যুতি হয়ে থাকলে তা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা;
৬) প্রকল্পের অর্থ হস্তান্তর, শর্তসাপেক্ষে অর্থ হস্তান্তর, বৃত্তি (Stipend)/সিএফএস কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং সিপি-আইএমএস এবং নিয়মিত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা পর্যালোচনা;	প্রকল্প কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ও ডকুমেন্ট পর্যবেক্ষণ করা, প্রশ্নমালার মাধ্যমে উপকারভোগীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, এবং সিএফএস উপকারভোগীদের সাথে এফজিডি করা;
৭) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর শিশু উইং এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা (বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যালয়)-এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা পর্যালোচনা;	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা কেআইআই চেকলিষ্ট-এর মাধ্যমে পর্যালোচনা এবং যাচাই করা;
৮) প্রকল্পের সবলতা, দুর্বলতা ও সুযোগ খতিয়ে দেখা এবং পার্টনার এনজিওদের সেবাপ্রদানের পদ্ধতিসমূহ যাচাই করা;	প্রকল্পের সবলতা, দুর্বলতা ও সুযোগ খতিয়ে দেখা,পার্টনার এনজিওদের সেবা প্রদানের পদ্ধতিসমূহের সবলতা, দুর্বলতা বিশ্লেষণ (SOWT analysis), উন্মুক্ত আলোচনা, স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা এবং এফজিডি-এর মাধ্যমে যাচাই করা;
৯) মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন টেকসই সামাজিক রীতি পরিবর্তনে (শিশু বিবাহ, শিশু শ্রম এবং শারীরিক শাস্তি (Corporal punishment) এবং তার চর্চা পর্যালোচনা করা;	কেআইআই, এফজিডি, কেইস স্টাডি ও স্তরবিন্যাস (Matrix Scoring) পদ্ধতির মাধ্যমে সামাজিক রীতি পরিবর্তনের বিষয়টি পর্যালোচনা করা;
১০) প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য নিবিড় ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তার সমাধানে সুপারিশ করা;	মাঠ পর্যায়ের সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রকল্পের সাবলীল বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করা;
১১) অন্যান্য সুনির্দিষ্ট বিষয় যা আইএমইডি কর্তৃক নির্দেশ করা হবে।	প্রয়োজন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

২.২.৪ নমুনা এলাকা নির্বাচন

আরএফপিতে সুনির্দ্দিষ্টভাবে প্রকল্প কর্ম এলাকার ৫০% প্রকল্প এলাকা নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নির্বাচন করতে বলা হয়েছে। প্রকল্পে (TPP) চিহ্নিত পাঁচটি ভৌগোলিক ও পরিবেশগত এলাকা (ক্লাস্টার), আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ভিন্নতাকে বিবেচনা করে নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নিম্নবর্ণিত (সারণী-৭ এবং চিত্র-৬) জেলাসমূহে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

সারণী ৭: নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নির্বাচিত এলাকাসমূহ:

ক্লাস্টার	ভৌগোলিক/ পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য	টিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পভুক্ত জেলা/ সিটি কর্পোরেশন	নির্বাচনকৃত উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশন
বরিশাল	ঘূর্ণিঝড়প্রবণ অঞ্চল	বরগুনা, ভোলা, পটুয়াখালি ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	বরগুনা সদর, ভোলা সদর, গলাচিপা (পটুয়াখালি)
সুন্দরবন	লবণাক্ততা ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ অঞ্চল	বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, খুলনা ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন	খুলনা সিটি কর্পোরেশন, দাকোপ (খুলনা), মংলা (বাগেরহাট), তালা (সাতক্ষীরা), আশাশুনি (সাতক্ষীরা)
সিলেট	বন্যাপ্রবণ অঞ্চল	হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, সিলেট ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন	সিলেট সিটি কর্পোরেশন
বগুড়া, রংপুর, সিরাজগঞ্জ	বন্যাপ্রবণ চর অঞ্চল	নীলফামারী, রংপুর, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, জামালপুর, নেত্রকোণা ও রংপুর সিটি কর্পোরেশন,	আটপাড়া (নেত্রকোণা), ফুলছড়ি (গাইবান্ধা), সরিষাবাড়ি (জামালপুর),ভালুকা (ময়মনসিংহ) ও রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
চট্টগ্রাম	ঘূর্ণিঝড়প্রবণ অঞ্চল	বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	লামা (বান্দরবান), কক্সবাজার সদর, উখিয়া (কক্সবাজার)।
মোট		**২০টি জেলা /৫ টি সিটি কর্পোরেশন**	**১৪টি জেলার ১৪টি উপজেলা ও ৩টি সিটি কর্পোরেশন**

নোট: টেকনিক্যাল কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলাকে নমুনায়িত করা হয়েছে।

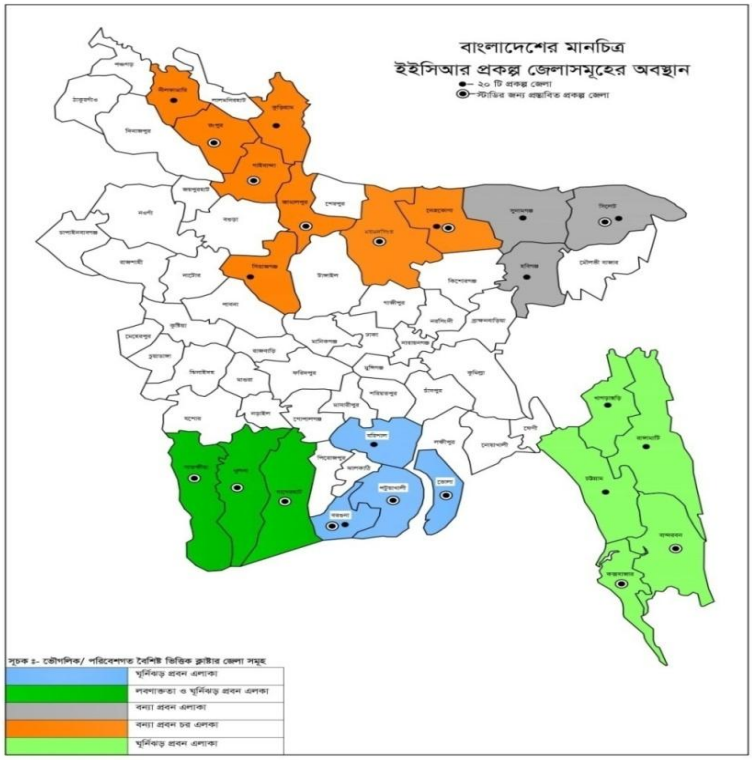

চিত্র-৬: বাংলাদেশের মানচিত্রে ইইসিআর নির্বাচিত জেলাসমূহ

২.২.৫ সংখ্যাগত ও গুণগত নমুনা নির্ধারণ

ক) সংখ্যাগত:

সংখ্যাগত নমুনা সংগ্রহের জন্য এমন একটি স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে সকল প্রকারের জনগণের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সমান সুযোগ আছে। ৫% ভুল (Error) ও ৯৫% আস্থার পর্যায় (Confidence level) রেখে ৫০% জনগণের অন্তর্ভুক্ত হওয়া বা না হওয়ার সমান সুযোগ আছে। এ উপাদানের ওপর ভিত্তি করে পরিসংখ্যান নমুনা নিম্নরূপ:

আমরা জানি,

$n = z^2 p q (deff)/e^2$

n = উপকারভোগী/তথ্যদাতার জন্য নমুনা আকার

p = .5 (নমুনায় অন্তর্ভুক্তির সমানসুযোগ)

q = 1-p

z = 1.96

e = Precision level (5%)

Deff = Design effect (30%)

$n = 1.96^2 x\ 0.5x\ 0.5x1.3/0.05^2$

= 499 ~ 500 বিবেচনা করা হবে এই সমীক্ষার জন্য।

উপরোক্ত ফর্মুলা অনুযায়ী সর্বাধিক নমুনা সংখ্যা হয় ৪৯৯। কিন্তু হিসেবের সুবিধার্থে নমুনা সংখ্যা ৫০০ নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রত্যেক স্টাডি এলাকার ভৌগোলিক অবস্থা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং সংস্কৃতি বিবেচনায় এনে উদ্দেশ্যমূলকভাবে তথ্যদাতা নির্বাচন করা হয়েছে, যেন কোন ধরনের তথ্যদাতা বাদ না পড়ে। নিবিড় পরিবীক্ষণের নিমিত্তে সংখ্যাগত তথ্যের জন্য উপকারভোগী শিশুর মাতাপিতা/কেয়ারগিভার এবং উপকারভোগী শিশুর নিকট হতে প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, একই প্রশ্নমালার প্রথমদিকে মাতা-পিতা এবং প্রশ্নমালার শেষের দিকে শিশুদের জন্য বিশেষ কিছু প্রয়োজনীয় প্রশ্ন রাখা হয়েছে।

খ) গুণগত:

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল উপকারভোগী এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণের নিকট থেকে গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি যেমন- স্তর বিন্যাস ও মাকড়শার জাল এবং কৌশল হিসেবে এফজিডি ও কেআইআই ব্যবহার করা হয়। প্রত্যেক টুল্স ব্যবহারের পূর্বে মাঠে প্রি-টেস্ট করার পর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে চূড়ান্ত করা হয়েছে।

২.২.৬ সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহের নির্বাচিত নমুনা:

কার্যপরিধি অনুযায়ী প্রকল্প এলাকার ৫০ ভাগের স্থলে ৭০ ভাগ নিবিড় পরিবীক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটি মোট ২০টি উপজেলা ও ৫টি সিটি কর্পোরেশনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। অতএব, প্রকল্প প্রস্তাবনায় বর্ণিত ভৌগোলিক অঞ্চল ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা হতে সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহের জন্য ১০টি উপজেলা এবং ৩টি সিটি কর্পোরেশন নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য বাছাই করা হয়েছে। নির্ধারিত ৫০০ জন তথ্যদাতাকে প্রত্যেক স্টাডি এলাকায় জনসংখ্যা অনুযায়ী আনুপাতিক হারে বন্টন করা হয়েছে। নির্ধারিত ৫০০ জন উপকারভোগী শিশুর পিতা-মাতা/কেয়ার গিভার এবং উপকারভোগী শিশুর নিকট হতে প্রশ্নমালার মাধ্যমে সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। দৈবচয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে এলাকা ভিত্তিক নমুনা সংখ্যা থেকে তথ্য দাতা নির্বাচন করা হয়েছে।

পরিসংখ্যান নীতিমালা ও সাধারণ নমুনা ফ্রেমওয়ার্কের ওপর ভিত্তি করে প্রতি এলাকার জন্য আনুপাতিক হারে সংখ্যাগত তথ্যদাতা নির্ধারণ করা হয়েছে (সারণী-৮)।

সারণী ৮: এলাকা ভিত্তিক নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য সংখ্যাগত তথ্য দাতা নির্বাচন

কর্ম এলাকা (উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন)	৬-১৪ বছরের মোট শিশুর সংখ্যা*	শতকরা হার (%)	আনুপাতিক হারে এলাকা ভিত্তিক নমুনা সংখ্যা (শিশু)
১. ভালুকা (ময়মনসিংহ)	৮৪,৬৭১	১০%	৪৯
২. সরিষাবাড়ি (জামালপুর)	৬৯,৭২৯	৮%	৪১
৩. আটপাড়া (নেত্রকোণা)	৩৫,১৮৭	৪%	২১
৪. ফুলছড়ি (গাইবান্ধা)	৩৮,৭৩৫	৫%	২৩
৫. তালা (সাতক্ষীরা)	৫৭,৩৫৫	৭%	৩৪
৬. গলাচিপা (পটুয়াখালী)	৮৪,৪০৩	১০%	৫০
৭. লামা (বান্দরবান)	২৭,১২৭	৩%	১৬
৮. ভোলা সদর	১১১,০২৮	১৩%	৬৪
৯. বরগুনা সদর	৫৪,৮৬৮	৬%	৩২
১০. কক্সবাজার সদর	১১১,৬০২	১৩%	৬৬
১১. সিলেট সিটি কর্পোরেশন	৯০,৩০৯	১১%	৫৩
১২. রংপুর সিটি কর্পোরেশন	৪৬,৩১৫	৫%	২৭
১৩. খুলনা সিটি কর্পোরেশন	৪০,৩৪১	৫%	২৪
মোট	**৮৫১,৬৭০**	**১০০%**	**৫০০ জন**

* বিবিএস ২০১১ পপুলেশন সেনসাসের কমিউনিটি সিরিজ থেকে উদ্ধৃত।

নোট:শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তার জন্য উপরোক্ত ১৩টি এলাকা নির্বাচিত করা হয়। এছাড়া শিশু বান্ধব কেন্দ্র, সি৪ডি এবং এনজিও প্রদত্ত শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা ও স্টাইপেন্ড প্রদান কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য আরো ৪টি উপজেলা নির্বাচিত করা হয়। যথা- খুলনার দাকোপ উপজেলা, বাগেরহাটের মংলা, সাতক্ষীরার আশাশুনি এবং কক্সবাজারের উখিয়া।

প্রথম স্টিয়ারিং কমিটির সভার পরে প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় থেকে জানানো হয় যে, ৩টি প্রকল্প এলাকায় (কক্সবাজার, সিলেট এবং খুলনা জেলা) এনজিও-এর মাধ্যমে শর্তযুক্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এনজিও কর্তৃক পরিচালিত উক্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করার উদ্দেশ্যে কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলা এবং খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলা থেকে ন্যূনতম

৩০টি নমুনাধরে মোট ৬২টি উপকৃত পরিবার (উখিয়া-৩২ ও দাকোপ-৩০) নির্বাচিত করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। ফলে মোট নমুনা সংখ্যা ৫০০ এর পরিবর্তে ৫৬২ তে উন্নীত হয়।

২.২.৬.১ নমুনা এলাকা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ৩টি সদর উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করার যৌক্তিকতা:

ইইসিআর প্রকল্পটি দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত ঘুর্ণিঝড়প্রবণ এলাকার মধ্যে কক্সবাজার, ভোলা ও বরগুনা জেলা অন্যতম। এ প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদেরকে শর্তযুক্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। টিপিপি অনুযায়ী উল্লিখিত তিনটি জেলার সদর উপজেলা ব্যতীত উল্লিখিত জেলার অন্য কোন উপজেলায় শর্তযুক্ত আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছেনা। এ কারণেই সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহের জন্য শর্তযুক্ত আর্থিক সহায়তা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত নমুনায়িত ১০টি উপজেলার মধ্যে উল্লিখিত ৩টি সদর উপজেলা নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নমুনা সংগ্রহের ভিত্তিঃ

(১) পরিবার নির্বাচন: প্রতিটি নমুনায়িত এলাকায় (সারণী-৮) দৈবচয়নের মাধ্যমে উপকৃত পরিবার চিহ্নিত করে তাদের কাছ থেকে প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

(২) **শিশু বান্ধব কেন্দ্র** (CFS)**:** প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, বাংলাদেশের ৭টি জেলার **১৯**টি উপজেলাতে ৪টি এনজিও-এর মাধ্যমে ২৪টি স্থায়ী শিশু বান্ধব কেন্দ্র এবং ২৮টি অস্থায়ী শিশু বান্ধব কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত স্থায়ী ও অস্থায়ী কেন্দ্র হতে নিম্নে উল্লেখিত **১৩**টি নমুনায়িত কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা হয়েছে (সারণী-৯)।

সারণী ৯: পরিদর্শন ও নিবিড় পরিবীক্ষণ করার জন্য নির্বাচিত শিশু বান্ধব কেন্দ্র

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	দায়িত্বপ্রাপ্ত এনজিও	সিএফএস (CFS)	
				স্থায়ী কেন্দ্র	অস্থায়ী কেন্দ্র
১	সিলেট	সদর	এফআইভিডিবি	২	-
২	কক্সবাজার	উখিয়া	কোডেক	২	-
৩	বাগেরহাট	মংলা	জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন	-	৩
৪	খুলনা	দাকোপ	রূপান্তর	২	৪
	মোট:			**৬**	**৭**

নোট: মাঠ পর্যায়ের পরিবীক্ষণ কার্য সমাপ্ত হওয়ার পর অর্থাৎ ৩১ মার্চ ২০১৬-এর পর ইউনিসেফ হতে প্রকল্প কার্যালয়ে প্রেরিত তথ্যমতে মোট ৭৬টি সিএফএস তৈরি হয়েছে।

(৩) **কিশোর-কিশোরী/চেঞ্জ এজেন্ট কার্যক্রম:**

কিশোর-কিশোরীদের ক্ষমতায়ন এ প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এ লক্ষ্যে প্রকল্প হতে কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠন করা হয়েছে এবং তাদের মধ্য হতে চেঞ্জ এজেন্ট তৈরি করা হয়েছে। ক্ষমতায়নের জন্য তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণের ফলে শিশু সুরক্ষা বিষয়ে তাদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয় এবং তাদের ভূমিকা পালনের মাধ্যমে পরিবার, সমাজ ও অন্যান্য কিশোর-কিশোরীদের (পিয়ার টু পিয়ার এপ্রোচ) দৃষ্টিভঙ্গিতে বেশ ইতিবাচক পরিবর্তন আসছে। ফলশ্রুতিতে সামাজিক রীতি পরিবর্তনের জন্য লক্ষ্যণীয় সহায়ক পরিবেশ তৈরি হয়।

(৪) **কিশোর-কিশোরীদেরকে স্টাইপেন্ড ও শর্তযুক্ত আর্থিক সহায়তা:**

শিশু শ্রম বন্ধ ও শিশু বিবাহ রোধে কিশোর-কিশোরীদেরকে স্টাইপেন্ড সহায়তা ও শর্তযুক্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যাতে তারা আয়মূলক কাজে নিয়োজিত হতে পারে। নিবিড় পরিবীক্ষণ টিম কেআইআই এবং এফজিডি-এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত উপজেলাসমূহে সাহায্যপ্রাপ্ত কিশোর-কিশোরীদের নিকট হতে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করেছে। যে সকল এলাকায় কিশোর-কিশোরীদের কাছ থেকে এফজিডি ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ হয়েছে তা নিম্নের সারণীতে (সারণী-১০) দেওয়া হলো।

সারণী ১০: কিশোর-কিশোরী/চেঞ্জ এজেন্ট এর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ

জেলা	উপজেলা	দায়িত্বপ্রাপ্ত এনজিও	এফ জি ডি		সাক্ষাৎকার (কেআইআই)
			প্রকল্প উপকারভোগী	কন্ট্রোল (প্রকল্প উপকারভোগী নয়)	
সিলেট	সদর	এফআইভিডিবি	১	-	৩
কক্সবাজার	উখিয়া	কোডেক	১	-	৩
বান্দরবান	লামা	গ্রাউস	১	-	৩
বাগেরহাট	মংলা	জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন	১	-	৩
সাতক্ষীরা	আশাশুনি	রূপান্তর	১	-	৩
	তালা	এনজিও কার্যক্রম নাই		১	-
খুলনা	দাকোপ	রূপান্তর	১	-	৩
ভোলা	সদর	কোস্ট ট্রাস্ট	১	১	৩
ময়মনসিংহ	ভালুকা	ব্র্যাক	১	-	৩
মোট:	৯	৮	৮	২	২৪

নোট: প্রথম স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সুবিধাভোগী কিশোর-কিশোরীদের পাশাপাশি যারা প্রকল্পের সুবিধা পায়নি অর্থাৎ কন্ট্রোল গ্রুপের কিশোর-কিশোরীদের নিকট থেকেও এফজিডি'র মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নমুনায়িত উপজেলা ও তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা উপস্থাপন করা হয়েছে (সারণী-১১)।

সারণী-১১: নমুনায়িত উপজেলা ও তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রার সার-সংক্ষেপ

ক্রঃনং	জেলা	উপজেলা		সাক্ষাৎকার	চাইল্ড ফ্রেন্ডলি স্পেস (CFS) চেকলিস্ট		কিশোর-কিশোরীদের এফজিডি		কিশোর-কিশোরীদের কেআইআই	কর্মকর্তার কেআইআই
		সদর	সদর নয়	শর্তযুক্ত অর্থ হস্তান্তর(CCT)	স্থায়ী	অস্থায়ী	উপকারভোগী	উপকারভোগী নয়		
০১	ময়মনসিংহ	-	ভালুকা	৪৯	-	-	১	-	৩	৩
০২	জামালপুর	-	সরিষাবাড়ি	৪১	-	-	-	-	-	৩
০৩	নেত্রকোণা	-	আটপাড়া	২১	-	-	-	-	-	৩
০৪	গাইবান্ধা	-	ফুলছড়ি	২৩	-	-	-	-	-	৩
০৫	সাতক্ষীরা	-	তালা	৩৪	-	-	০	১	-	৩
		-	আশাশুনি	-	-	-	১	-	৩	-
০৬	খুলনা	-	দাকোপ	৩০	২	৪	১	-	৩	-
০৭	বাগেরহাট	-	মংলা	-	-	২	১	-	৩	-
০৮	পটুয়াখালি		গলাচিপা	৫০	-	-	-	-	-	৩
০৯	বান্দরবান	-	লামা	১৬	-	-	১	-	৩	৩
১০.	কক্সবাজার	-	উখিয়া	৩২	২	-	১	-	৩	-
		সদর		৬৬	-	-	-	-	-	৩
১১.	ভোলা	সদর		৬৪	-	-	১	১	৩	৩
১২	বরগুনা	সদর		৩২	-	-	-	-	-	৩
মোট উপজেলা:		**৩**	**১১**	**৩৯৬**	**৪**	**৬**	**৬**	**-**	**২১**	**৩০**
১৩	রংপুর সিটি কর্পোরেশন			২৭	-	-	-	-	-	৩
১৪	সিলেট সিটি কর্পোরেশন			৫৩	২	-	১	-	৩	৩
১৫	খুলনা সিটি কর্পোরেশন			২৪	-	-	-		-	৩
মোট সিটি কর্পোরেশন:		**৩**	**-**	**১০৪**	**২**	**-**	**১**		**৩**	**৯**
সর্বমোট নমুনার আকার (উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশন:		**৬**	**১১**	**৫৬২**	**৬**	**৬**	**৮**	**২**	**২৪**	**৩৯**

২.২.৭ পরিবীক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াঃ

পরামর্শক টিম নিবিড় পরিবীক্ষণের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির সার্বিক গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করেছেন। পাশাপাশি পরামর্শক ফার্ম অর্থাৎ 'পার্টিসিপেশন প্রমোটার্স বাংলাদেশ লিঃ' (পিপিএস-বিডি লিমিটেড)-এর পরিচালকবৃন্দ পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির সার্বিক গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের জন্য ভূমিকা রেখেছেন এবং মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধানের জন্য নিবিড় পরিবীক্ষণ এলাকা সফর করছেন। তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে যাতে কোন ব্যত্যয় না ঘটে বা কোন ভুল না হয়, সেজন্য নিবিড় পরিবীক্ষণ দল পুনঃযাচাইয়ের মাধ্যমে তথ্য সংশোধন করেছেন। প্রতিটি কার্যক্রম বিষয়ে প্রকল্প কার্যালয়, বাস্তবায়নকারী এনজিও এবং উপকারভোগীর নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্যের সঠিকতা যাচাইয়ের (Cross check) জন্য ত্রিকোণীকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় যা নিম্নের চিত্রে (চিত্র-৭) দেখানো হলো। যেখানে তথ্যের ভিন্নতা পাওয়া গেছে সেখানে আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংশোধন করা হয়েছে বা ভিন্নতার কারণ ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে।

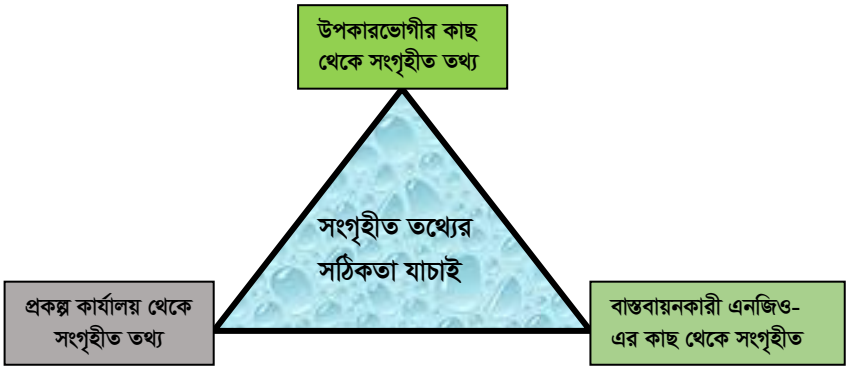

চিত্র- ৭ ত্রিকোণীকরণের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের সঠিকতা যাচাই

সংখ্যাগত তথ্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াঃ

নিবিড় পরিবীক্ষণ দল সকল তথ্য সংকলিত করে তা পরিসংখ্যানগত সফটওয়্যার ও স্প্রেডশিটের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছে। নিবিড় পরিবীক্ষণের ফলাফল পরিসংখ্যানগতভাবে বিশ্লেষণ করে সারণীর মাধ্যমে প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২.২.৮ কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে গুণগত তথ্য সংগ্রহ

কেন্দ্রীয় পর্যায়ে গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্প পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২ জন অতিরিক্ত সচিব, ১ জন যুগ্ম সচিব, ইআরডি কর্মকর্তা এবং ইউনিসেফ-এর ফোকাল পয়েন্ট-এর সাথে **কেআইআই**-এর মাধ্যমে সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সরকারি কর্মকর্তা, বিভিন্ন পার্টনার এনজিও কর্মকর্তা, সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত সমাজকর্মী এবং কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের সাক্ষাৎকার **(কেআইআই)** নেয়া হয়েছে। এছাড়াও উপকারভোগী এবং উপকারভোগী নয় এমন কিশোর-কিশোরীদের সাথে গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য **এফজিডি** করা হয়েছে (সংযুক্তি-৩)। ছেলে এবং মেয়ে উভয় উপকারভোগীদের কেইস স্টাডি করা হয়েছে।

স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা পরিচালনা করা হয়েছে এবং এ কর্মশালায় উপকারভোগী, উপকারভোগীর পিতামাতা ও কেয়ারগিভার, সিবিসিপিসি সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা, পুলিশ অফিসারদের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

নিম্নের বক্সে গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য অংশগ্রহণমূলক টুল্‌স/পদ্ধতি এবং কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে:

নিবিড় পরিবীক্ষণে গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য যেসকল অংশগ্রহণমূলক টুল্‌স/পদ্ধতি এবং কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে:

কে আই আই (**K**ey **I**nformant **I**nterview) একটি অংশগ্রহণমূলক কৌশল। যার মাধ্যমে চেক লিস্ট প্রণয়ন করে নমুনায়িত প্রধান তথ্যদাতার নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রকল্প পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২ জন অতিরিক্ত সচিব, ১ জন যুগ্ম সচিব, ইআরডি কর্মকর্তা এবং ইউনিসেফ-এর ফোকাল পয়েন্ট-এর সাথে **কেআইআই**-এর মাধ্যমে সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে এছাড়া কিশোর-কিশোরী, সরকারি ও এনজিও কর্মকর্তার সাথে কে আই আই টুল্‌স ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

এফজিডি (Focus Group Dioscussion) একটি অংশগ্রহণমূলক কৌশল। যার মাধ্যমে চেক লিস্ট প্রণয়ন করে নমুনায়িত একটি সমবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দলের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। উপকারভোগী ও উপকারভোগী নয় এমন কিশোর-কিশোরী দলের সাথে এফজিডি পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

স্তর বিন্যাস (Matrix) একটি অংশগ্রহণমূলক টুল্‌স বা পদ্ধতি। যার মাধ্যমে কোন এক বা একাধিক বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের মতামত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা যায়। কিশোর-কিশোরীদের কাছ থেকে কার্যক্রমের অগ্রগতি ও অবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

মাকড়শার জাল (Spider diagram) একটি অংশগ্রহণমূলক টুল্‌স বা পদ্ধতি। যার মাধ্যমে কোন এক বা একাধিক বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের মতামত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা যায়। কিশোর-কিশোরীদের কাছ থেকে প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ও অবস্থা

Key Informant Interview ও Focus Group Dioscussion এর তথ্য প্রদানকারীগণ:

উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি কার্যালয়ের মধ্য হতে ৩টি কার্যালয়ের প্রতিটি হতে একজন করে কর্মকর্তার কাছ থেকে কেআইআই-এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ৩ জন কর্মকর্তার মধ্যে মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা এবং বাকি দু'জন অন্যান্য দপ্তর/অধিদপ্তরের কর্মকর্তা। কর্মকর্তাদের মধ্যে মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা ছাড়া অন্যদের মধ্যে ভিন্নতা ছিল। নিম্নের সারণীতে (সারণী-১২) উপজেলা ভিত্তিক সংখ্যা দেখানো হলো:

সারণী ১২: সরকারি কর্মকর্তাগণের কাছ থেকে গুণগত তথ্য সংগ্রহ

ক্রমিক নং	নমুনায়িত কর্ম এলাকা (উপজেলা)	তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার (কে আই আই)
১.	ভালুকা (ময়মনসিংহ)	৩
২.	সরিষাবাড়ি (জামালপুর)	৩
৩.	আটপাড়া (নেত্রকোণা)	৩
৪.	ফুলছড়ি (গাইবান্ধা)	২
৫.	তালা (সাতক্ষীরা)	৩
৬.	গলাচিপা (পটুয়াখালী)	৩
৭.	লামা (বান্দরবান)	৩
৮.	উখিয়া (কক্সবাজার)	২
৯.	কক্সবাজার সদর	৩
১০.	ভোলা সদর	৪
১১.	বরগুনা সদর	৩
১২.	রংপুর সিটি কর্পোরেশন	৩
১৩.	সিলেট সিটি কর্পোরেশন	৩
১৪.	খুলনা সিটি কর্পোরেশনা	৩
	মোট	৪১

নোট: পদ ভিত্তিক সাক্ষাৎকার দানকারী কর্মকর্তাদের বিবরণ: মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা-১৫ জন; সমাজসেবা কর্মকর্তা-১০ জন; শিক্ষা কর্মকর্তা-৭ জন, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা-৫ জন; শিশু একাডেমী কর্মকর্তা-৩ জন, তথ্য কর্মকর্তা-১ জন।

নমুনায়িত উপজেলাসমূহে কার্যক্রম বাস্তবায়নে চুক্তিবদ্ধ ৭টি এনজিও-এর দায়িত্বশীল কর্মকর্তাগণের নিকট হতে কেআইআই-এর মাধ্যমে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

নমুনায়িত ১০টি উপজেলা ও ৩টি সিটি কর্পোরেশনে কর্তব্যরত ১২ জন সমাজকর্মীর নিকট হতে কেআইআই-এর মাধ্যমে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়িত ৮টি উপজেলায় কিশোর-কিশোরী/চেঞ্জ এজেন্টদের নিকট হতে ৮টিএফজিডি (উপকারভোগী কিশোর-কিশোরীদের সাথে) এবং ২৪টি কেআইআই-এর মাধ্যমে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এফজিডি-এর মাধ্যমে ২টি কন্ট্রোল গ্রুপের (কিশোর-কিশোরী) কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

কেইস স্টাডি (Case Study):

উপকারভোগী শিশু ও কিশোর/কিশোরীর/চেঞ্জ এজেন্টদের কাছ হতে কেইস স্টাডি-এর মাধ্যমে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে তার ও তার পরিবারে কি কি পরিবর্তন হয়েছে, কি কি বাধা বা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে এবং কীভাবে মোকাবেলা করেছে, কোন পরামর্শ আছে কি-না সেসব বিষয়ে ৮টি প্রকল্প এলাকায় ৮টি কেইস স্টাডি (৪টি মেয়ে, ৪টি ছেলে) করা হয়েছে।

২.৩ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা

নিবিড় পরিবীক্ষণের আওতায় পরামর্শক ফার্ম কর্তৃক স্থানীয় পর্যায়ে খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলায় ৭ এপ্রিল' ২০১৬ দিনব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এ কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে শিশু সুরক্ষা, শিশু শ্রম, শিশু বিবাহ, শিশু নির্যাতন, কিশোর-কিশোরীদের ক্ষমতায়ন, শর্তযুক্ত অর্থ হস্তান্তর, স্টাইপেন্ড সহায়তা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করা, প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ গ্রহণ।

ফটো- ১: স্থানীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালা, দাকোপ, খুলনা

আইএমইডি মহাপরিচালক (শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টর) ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনাপূর্বক কর্মশালার স্থান ও তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সরকারের সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা-৮ জন, ইউনিসেফ প্রতিনিধি, পার্টনার এনজিও, প্রকল্পের উপকারভোগীদের প্রতিনিধি (মা-৪ জন, বাবা-২ জন, কিশোর-৬ জন, কিশোরী-৬ জন), সিবিসিপিসি সদস্য-১১ জন ও নির্বাচিত স্থানীয় জনপ্রতিনিধি-২জন উল্লিখিত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন। কর্মশালায় প্রাপ্ত মূল্যবান মন্তব্যসমূহ প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করা হয়েছে। আইএমইডি'র শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টরের সংশ্লিষ্ট পরিচালক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালা উদ্বোধন করেছেন এবং কর্মশালা পরিচালনার জন্য দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

২.৪ পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন

নিবিড় পরিবীক্ষণের খসড়া প্রতিবেদন টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশের আলোকে সংশোধনপূর্বক স্টিয়ারিং কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে। স্টিয়ারিং কমিটির সুপারিশের আলোকে সংশোধন করে তা জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়েছে। কর্মশালায় প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য দাখিল করা হয়েছে।

২.৫ কার্যপরিধি অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা, তথ্য পর্যালোচনা ও সার্বিক পর্যালোচনার আলোকে তথ্যের উপস্থাপন:

সারণী- ১৩ কার্যপরিধি অনুযায়ী তথ্যের অবস্থান:

ক্রঃ নং	বিষয়	তথ্যের অবস্থান
১	প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গ ভিত্তিক অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ (আর্থিক ও বাস্তব), সন্নিবেশিতকরণ, এবং সারণীর মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা;	প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গ ভিত্তিক অগ্রগতির তথ্য (আর্থিক ও বাস্তব), **(পৃ-২৮-২৯, ৩৮)**
২	প্রকল্পের চলমান ও সমাপ্ত কর্মকান্ডের সমস্যা শনাক্তকরণ এবং যথাযথ সমাধানের সুপারিশ করা;	প্রকল্পের চলমান ও সমাপ্ত কর্মকান্ডের সমস্যা শনাক্তকরণ এবং সমাধানের সুপারিশ **(পৃ-৬৩-৬৪ ও ৬৫-৬৬)**
৩	ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করতঃ বিভিন্ন সরঞ্জামাদি ও সেবা সঠিকভাবে পিপিআর ২০০৮ এবং ইউনিসেফ-এর প্রকিউরমেন্ট নীতিমালা মোতাবেক সংগ্রহ করা হয়েছে কি-না তা পরিবীক্ষণ করা;	ক্রয় কার্যক্রম, বিভিন্ন সরঞ্জামাদি ও সেবা পিপিআর ২০০৮ এবং ইউনিসেফ-এর প্রকিউরমেন্ট নীতিমালা মোতাবেক সংগ্রহ করা হয়েছে কি-না তা পরিবীক্ষণ **(পৃ-৫৮)**
৪	ক্রয়কৃত (Procured) সরঞ্জামাদির সংখ্যাগত ও গুণগত দিক টিপিপি অনুযায়ী হয়েছে কিনা তা পরিবীক্ষণ এবং চাইল্ড ফ্রেন্ডলি স্পেস (CFS) এর পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার যথাযথভাবে হয়েছে কি না তা পরিবীক্ষণ করা;	ক্রয়কৃত (Procured) সরঞ্জামাদির সংখ্যাগত ও গুণগত দিক পরিবীক্ষণ এবং চাইল্ড ফ্রেন্ডলি স্পেস (CFS) এর পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার পরিবীক্ষণ; **(পৃ-৫৮ অনু: ৩.৫)**
৫	প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন সুনির্দিষ্ট সমস্যা যেমন অর্থ ছাড়/বিতরণে বিলম্ব, উপকরণ/সরঞ্জামাদি সরবরাহে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে বিচ্যুতি ইত্যাদি দেখা, বিশ্লেষণ করা, পর্যালোচনা করা;	প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন সুনির্দিষ্ট সমস্যা যেমন অর্থ ছাড়/বিতরণে বিলম্ব, উপকরণ/সরঞ্জামাদি সরবরাহে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা; **(পৃ-৬৩-৬৪)**
৬	প্রকল্পের অর্থ হস্তান্তর, শর্তযুক্ত অর্থ হস্তান্তর, বৃত্তি (Stipend)/সিএফএস কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং সিপি-আইএমএস এবং নিয়মিত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা;	প্রকল্পের অর্থ হস্তান্তর, শর্তযুক্ত অর্থ হস্তান্তর, বৃত্তি (Stipend)/সিএফএস কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং সিপি-আইএমএস এবং নিয়মিত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা পর্যালোচনা; **(পৃ- ৩১-৫৭)**
৭	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা (শিশু উইং, শিশু একাডেমি, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যালয়) এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা পর্যালোচনা এবং যাচাই করা;	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা পর্যালোচনা; **(পৃ-৩৭ পৃ-৩৮ অনু: ৩.২.১)**
৮	প্রকল্পের সবলতা, দুর্বলতা ও সুযোগ খতিয়ে দেখা এবং পার্টনার এনজিওদের সেবা প্রদানের পদ্ধতিসমূহ যাচাই করা;	প্রকল্পের সবলতা, দুর্বলতা ও সুযোগ খতিয়ে দেখা **(পৃ-৬০-৬১)**। পার্টনার এনজিওদের সেবা প্রদানের পদ্ধতিসমূহ যাচাই; **(পৃ-১০)**
৯	মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন টেকসই সামাজিক রীতি পরিবর্তনে (শিশু বিবাহ, শিশু শ্রম এবং শারীরিক শাস্তি (Corporal punishment) এবং তার চর্চা পর্যালোচনা করা;	মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন টেকসই সামাজিক রীতি পরিবর্তনে (শিশু বিবাহ, শিশু শ্রম এবং শারীরিক শাস্তি (Corporal punishment) এবং তার চর্চা পর্যালোচনা; **(পৃ-৪৮-৫০)**
১০	প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য নিবিড় ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তার সমাধানে সুপারিশ করা;	প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য নিবিড় ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তার সমাধানে সুপারিশ **(পৃ-৬৩-৬৪ ও ৬৫ -৬৬)**

অধ্যায়-২ পর্যালোচনা

নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য অনুসৃত পদ্ধতি সম্পর্কে এ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত টুল্‌স এবং টেকনিকসমূহের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা এবং গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য কেআইআই, এফজিডি, স্তর বিন্যাস, মাকড়সার জাল (স্পাইডার ডায়াগ্রাম), কেইস স্টাডি এবং কর্মশালা পদ্ধতি ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য এলাকা নির্বাচন, তথ্যদাতা নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিষয়ে বলা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকালে গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ কীভাবে করা হয়েছে, তথ্য এডিটিং, তথ্য সংকলণ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন তৈরির বিষয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অধ্যায়-৩
প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা

৩. পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত তথ্যাদি ও বিশ্লেষণ

৩.১ প্রকল্প কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

সারণী-১৪ অর্থ বছর অনুযায়ী টিপিপি সংস্থান, মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাহিদা ও আরএডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	বরাদ্দ									ব্যয় (মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত)		
	টিপিপি সংস্থান			মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাহিদা			আরএডিপি বরাদ্দ					
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
২০১২-১৩	৬৯৪২.৪১	৪১.৯৯	৬৯০০.৪২	৬৯৪২.৪১	২৯.৫০	৬৯১২.৯১	*	-	-	৪৬২৮.৪৭	১৭.৬২	৪৬১০.৮৫
২০১৩-১৪	৬৭৬৭.৫৯	৬৪.০৪	৬৭০৩.৫৫	৬০৫৫.০০	৫৫.০০	৬০০০.০০	৬০৫৫.০০	৫৫.০০	৬০০০.০০	৪৬৩৫.০৯	৫২.৬৫	৪৫৮২.৪৪
২০১৪-১৫	৬৮৪৯.৩১	৬৩.০১	৬৭৮৬.৩০	৩৭১৮.০০	৬৩.০০	৩৬৫৫.০০	৩৭১৮.০০	৬৩.০০	৩৬৫৫.০০	২৮৬৮.৮৫	৪৪.৭৫	২৮২৪.১০
২০১৫-১৬ (মার্চ ১৬)	৬৪৫৫.১০	৬২.২৬	৬৩৯২.৮৪	২৩৪৪.০০	৬৩.০০	২২৮১.০০	২৩৪৪.০০	৬০.০০	২২৮৪.০০	১৫৩৮.০০	৩৮.০০	১৫০০.০০
উপ-মোট	২৭০১৪.৪১	২৩১.৩০	২৬৭৮৩.১১	১৯০৫৯.৪১	২১০.৫০	১৮৮৪৮.৯১	১২১১৭.০০ (৪৫%)	১৭৮.০০ (৭৭%)	১১৯৩৯.০০ (৪৫%)	১৩৬৭০.৪১ (৫১%)	১৫৩.০২ (৬৬%)	১৩৫১৭.৩৯ (৫০%)
২০১৬-১৭	৪৮২৫.৮১	৬৮.৮৮	৪৭৫৬.৯৩				-	-	-	-	-	-
মোটঃ	৩১৮৪০.২২	৩০০.১৮	৩১৫৪০.০৪	১৯০৫৯.৪১	২১০.৫০	১৮৮৪৮.৯১	১২১১৭.০০ (৩৮%)	১৭৮.০০ (৫৯%)	১১৯৩৯.০০ (৩৮%)	১৩৬৭০.৪১ (৪৩%)	১৫৩.০২ (৫১%)	১৩৫১৭.৩৯(৪৩%)

অনুমোদিত টিপিপি'তে বছর ভিত্তিক সংস্থানকৃত আর্থিক বরাদ্দ ও আরএডিপি'তে প্রদত্ত বরাদ্দ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের মধ্যে প্রকল্প সমুদয় অর্থ আরএডিপি'র মাধ্যমে বরাদ্দ দেয়ার কথা। কিন্তু টিপিপি'তে সংস্থানকৃত আর্থিক বিন্যাস মোতাবেক আরএডিপি'তে অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। ২০১৫-১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত আরএডিপি'তে মোট ২৭০১৪.৪১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়ার লক্ষমাত্রা নির্ধারিত থাকলেও উক্ত সময় পর্যন্ত আরএডিপি'তে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১২১১৭.০০ লক্ষ টাকা যা উক্ত সময়ের জন্য টিপিপি'তে নির্ধারিত লক্ষমাত্রার ৪৫% এবং মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৩৮% ।মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৩৬৭০.৪১ লক্ষ টাকা যার মধ্যে টাকা (GoB) ১৫৩.০২ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৩৫১৭.৩৯ লক্ষ টাকা। মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত টাকার (GoB) ব্যয়ের হার ৫১% এবং প্রকল্প সাহায্যের ব্যয়ের হার ৪৩% ।

*২০১১-১২ অর্থ বছরে সমাপ্ত ইপিসি প্রকল্পের উদ্বৃত্ত অর্থ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ইউনিসেফ-এর মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে ইইসিআর প্রকল্পের বিশেষ কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। ইপিসি ও ইইসিআর এ দুটি প্রকল্পের মধ্যবর্তী সময়ে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য ইউনিসেফ ডিপিএ'র আওতায় এ অর্থ ব্যয় করে। সে কারণে ২০১২-১৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়নি।

*** আরএডিপি বরাদ্দের চেয়ে ব্যয় বেশি হওয়ার কারণ:**

ইউনিসেফ অর্থায়নে এমপাওয়ারমেন্ট এন্ড প্রটেকশন অব চিলড্রেন শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প মহিলা ওশিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০০৬-১২ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পটি জুন ২০১২ এ সমাপ্ত হয়। ইইসিআর প্রকল্প অর্থাৎ বর্তমান প্রকল্পটি অনুমোদিত হয় ১১ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ইউনিসেফ-এর মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে সমাপ্ত প্রকল্প অর্থাৎ ইপিসি প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ দ্বারা বর্তমান ইইসিআর প্রকল্পের কার্যক্রম চালু রাখার সিদ্ধান্ত হয়। এ কারণে বর্তমান প্রকল্পের প্রথম বছর অর্থাৎ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়নি। যদিও উক্ত বছরে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থ ব্যয় হয়েছে। এ কারণে প্রকল্পের অনুকুলে আরএডিপিতে মোট বরাদ্দের চেয়ে প্রকল্পের মোট ব্যয় বেশি হয়েছে, তবে প্রকল্পের প্রথম বছর ব্যতীত অন্যান্য বছরের মোট ব্যয় আরএডিপি বরাদ্দের মধ্যে সীমিত আছে।

৩.১.১ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ এবং বরাদ্দ ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা:

অনুমোদিত টিপিপি'তে বছর ভিত্তিক সংস্থানকৃত আর্থিক বরাদ্দ, মন্ত্রণালয়ের চাহিদা আরএডিপি'তে প্রদত্ত বরাদ্দ ও ব্যয় বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মন্ত্রণালয় হতে টিপিপি'তে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে এডিপিতে অর্থ বরাদ্দের চাহিদা কম ছিল। জুন ২০১৬ পর্যন্ত টিপিপি'তে সংস্থানকৃত ২৭০১৪.৪১ লক্ষ টাকার বিপরীতে উক্ত সময় পর্যন্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯০৫৯.৪১ লক্ষ টাকা চাহিদা করা হয়েছে অর্থাৎ টিপিপি সংস্থান থেকে ৭৯৫৫.০০ লক্ষ টাকা কম। এর কারণ হিসেবে জানা যায় যে, ইউনিসেফ হতে মন্ত্রণালয়ের নিকট এডিপিতে প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দের (ডিপিএ) চাহিদার পরিমান কম ছিল। যেহেতু টিপিপিতে মোট ব্যয়ের মধ্যে প্রকল্প সাহায্যই ৯৯% সেহেতু প্রকল্প সাহায্যের ব্যয় কম হলে তার প্রভাব প্রকল্পের মোট ব্যয়ের ওপর পড়ে। মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত মোট প্রকল্প সাহায্যের মধ্যে ইউনিসেফ কর্তৃক ১৩৫১৭.৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা মোট প্রকল্প সাহায্যের ৪৩% । প্রকল্প সমাপ্তির আর এক বছর অবশিষ্ট আছে, সুতরাং বলা যায় প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ে ইউনিসেফ সক্ষমতা দেখাতে পারেনি। অন্যদিকে প্রকল্পের মোট জিওবি খাতে বরাদ্দকৃত ৩০০.১৮ লক্ষ টাকার মধ্যে মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত

ব্যয় হয়েছে ১৫৩.০২ লক্ষ টাকা (৫১%)। উক্ত অর্থ প্রকল্প কার্যালয় কর্তৃক ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদ কালের অবশিষ্ট এক বছরের মধ্যে প্রকল্পের অবশিষ্ট জিওবি অর্থ (৪৯%) ব্যয় করার বাস্তব ভিত্তিক পরিকল্পনা পরিলক্ষিত হয়নি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদের মধ্যে টিপিপি'তে সংস্থানকৃত অর্থের (জিওবি) ব্যয় করা সম্ভব হবেনা যা প্রকল্পে সক্ষমতাহীনতা নির্দেশ করে।
টিপিপি সংস্থানের বিপরীতে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ইউনিসেফ বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনায় ডিপিএ-এর অধীনে অর্থ বরাদ্দের বিষয় উল্লেখ করে। কিন্তু বাস্তবে ইউনিসেফ ডিপিএ-এর অধীনে প্রকল্পে কোন অর্থ ছাড় করেনা। ইউনিসেফ কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম ভিত্তিক সরাসরি অর্থ ব্যয় করে এবং প্রকল্প কার্যালয়কে ব্যয়ের হিসাব প্রদান করে। ব্যয় কম হওয়ার কারণ প্রকল্প কার্যালয় ব্যাখ্যা করতে পারেনি এবং ইউনিসেফ-এর নিকট হতেও এ বিষয়ে পরিষ্কার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। তবে মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত ডিপিএ ব্যয় বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় ইউনিসেফ প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষমতার স্বাক্ষর রাখতে পারেনি।

৩.১.২ মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গ ভিত্তিক অগ্রগতি

সারণী- ১৫: টিপিপিতে বর্ণিত কার্যক্রমের অঙ্গ ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা এবং মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	টিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের নাম	টিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		জুন ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৫-১৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		২০১৫-১৬ অর্থ বছরের মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		আর্থিক (মোট প্রকল্প ব্যয়ের %)	বাস্তব	আর্থিক (টিপিপি বরাদ্দের %)	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (টিপিপি বরাদ্দের %)	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	কর্মকর্তাদের বেতন	৬৬.০৭ (০.২১%)	৫	১৮.৮২ (২৮.৫৫%)	২	১৩.০০	২	৯.৫১ (৭৩.১৫%)		২৮.৩৩ (৪২.৮৮%)	২
২	কর্মচারীদের বেতন	১৩.৫০ (০.০৪%)	২	২.২২ (১৬.৪৪%)	১	২.০০	১	০.৮৪ (৪২.০০%)		৩.০৬ (২২.৬৭%)	১
৩	ভাতাদি	৩৯.১১ (০.১২%)	৭	১৫.৫৮ (৩৯.৮৪%)	৩	৮.৮০	২	৬.৫৫ (৭৪.৪৩%)		২২.১৩ (৪৩.৫৫%)	৩
৪	সরবরাহ ও সেবা:										
	ক) প্রকাশনা	৫১৮.৫৮ (১.৬৩%)	৩	৫৩.২২ (১০.৬১%	২	৮২.০৬	২	৭৮.৩৪ (৯৫.৪৭%)		১৩১.৫৬ (২৫.৩৭%)	১
	খ) গবেষণা	৪৪২.৮৪ (১.৩৯%)	৫	৪২.৯৯ (৯.৭১%)	৩	২১৯.৯৬	১	১২৪.০৪ (৫৬.৩৯%)		১৬৭.০৩ (৩৭.৭২%)	চলমান
	গ) বিজ্ঞাপন	৩৯০.১৬ (১.২৩%)	থোক	**৯১০.৮৫ (২৩৩.৪৬%)**		**৯৯.৫৩**	২	৫১.৭৮ (৫২.০১%)		১০৫৫.৬৩ (২৭০.৫৬%)	২
	ঘ) সেমিনার	১৮১১.৫৬ (৫.৬৯%)	৮৮	১২৯২.৯৪ (৭১.৩৭%)	২০	৩৮১.৭৮	৩	৯১.৬৩ (২৪.০০%)		১৩৮৪.৫৭ (৭৬.৪৩%)	-
	ঙ) প্রশিক্ষণ	৭০৭৭.৪৮ (২২.২৩%)	থোক	৪৫৪৭.৯২ (৬৪.২৬%)		৫১৯.৮৮	৩	১৫.৫৫ (২.৯৯%)		৪৫৬৩.৪৭ (৬৪.৪৮%)	১
	চ) কনসালটেন্সি	১১১.০০ (০.৩৫%)	৬০ জনমাস	৩৪১.৭৯ (৩০৭.৪৫%)		৬৯.২১	২	২৫.২১ (৩৬.১৮%)		৩৬৭.০০ (৩৩০.৬৩%)	২
	ছ) বৃত্তি ও সিসিটি	২৫১০.০০ (৭.৮৮%)	৬২৫০০	৩৭৭৯.২৩ (১৫০.৫৭%)	১৯৯৬৪	৪১৫.৭৪	৩৪৬৫	-		৩৭৭৯.২৩ (১৫০.৫৭%)	১৯৯৬৪
	জ) কমিটি মিটিং	১১২.১০ (০.৩৫%)	৪	৩.৩৯ (৩.০২%)		১.৫০	৪	০.৫০ (৩৩.৩৩%)		৩.৮৯ (৩.৪৭%)	৩
	ঝ) স্টেশনারী	২৫.০০ (০.০৪%)	থোক	৭৬.১৮ (৩০৪.৭৮%)		৮.৫৮	থোক	২.০০ (২৩.৩১%)		৭৮.১৮ (৩১২.৭২%)	থোক
৫	অন্যান্য (আউটসোর্সিং জনবল, অবকাঠামো)	১২২১১.৭৭ (৩৮.৩৫%)	থোক	২১৯.৩১ (১.৮০%)		৩২০.৬৯	থোক	১০১৯.৯৮ (৩১৮%)		১২৩৯.২৯ (১০.১৫%)	থোক
৬	অফিস সংস্কার	**২৪.০০ (০.০৪%)**	থোক	-		-		-		-	
৭	মেরামত ও সংরক্ষণ	**২৬.০০ (০.০৮%)**	থোক	**১৩২.০৫ (৫০৪.৮৮%)**		**৫.০০**	**থোক**	৩.০ (৬০.০০%)		**১৩৫.০৫ (৫১৯.৪২)**	
৮	মূলধন (সিএফএস টুল কিডস, অন্যান্য)	**৫৮৮৪.২৬ (২০.২৯%)**	থোক	**৫৬৬.১৯ (৯.৫৫%)**		**১৯৫.৭৮**	**থোক**	**১০৯.০৭ (৫৫.৭১%)**		**৬৭৫.২৫ (১১.৪৮%)**	
৯	হায়ারিং ভেহিকেল	**৫০.০০ (০.১৬%)**	থোক	-		-		-		-	
১০	সাপ্লাই এন্ড সার্ভিসেস	**৬৬.০৯ (০.২১%)**	থোক	**২৭.১৬ (৪১.১০%)**		-		-		**২৭.১৬ (৪১.১০%)**	
১১	রিপেয়ার এন্ড মেইনটেন্যান্স	**৪৬০.০০ (১.৪০%)**	থোক	**১০২.৫৭ (২২.৩০%)**		-		-		**১০২.৫৭ (২২.৩০%)**	
	মোট:	**৩১৮৪০.২২**		**১২১৩২.৪১ (৩৮.১০%)**		**২৩৪৪.০০**		**১৫৩৮.০০ (৬৫.৬১%)**		**১৩৬৭০.৪১ (৪২.৯৩%)**	

পর্যালোচনা:

উপরোক্ত তথ্যে দেখা যায় যে, ৫টি খাত যথা: বিজ্ঞাপন, কনসাল্টেন্সি, বৃত্তি ও সিসিটি, স্টেশনারী, মেরামত ও সংরক্ষণ-এ টিপিপি'তে অনুমোদিত বরাদ্দের চেয়ে অনেক বেশি ব্যয় হয়েছে। এবিষয়ে প্রকল্প কার্যালয় হতে পাওয়া তথ্য মতে, উক্ত খাতসমূহে ইউনিসেফ কর্তৃক ডিপিএ'র আওতায় ব্যয় নির্বাহ করা হয় যার হিসাব প্রকল্প কার্যালয়ে নিয়মিত প্রেরণ করা হয়না এবং বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয়েরও কোন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়না যার ফলে প্রকল্প কার্যালয় খাতভিত্তিক অতিরিক্ত এ ব্যয়ের কোন ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারেনি।

৩.১.৩ প্রকল্পে নিয়োজিত জনবল

সারণী- ১৬ প্রকল্পে নিয়োজিত জনবল সম্পর্কিত তথ্য

ক্রমিক নং	টিপিপি অনুযায়ী পদের নাম	পদসংখ্যা	নিয়োজিত জনবল	অনুমোদিত পদ কখন হতে শূন্য
০১	প্রকল্প পরিচালক	০১	০১	
০২	উপ-প্রকল্প পরিচালক	০১	--	এপ্রিল ২০১৬
০৩	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১	--	আগস্ট ২০১৪
০৪	ডকুমেন্টশন অফিসার	০১	--	প্রকল্পের শুরু থেকে শূন্য
০৫	প্রোগ্রামার	০১	--	আগস্ট ২০১৪
০৬	উচ্চমান সহকারী	০১	--	মার্চ ২০১৪
০৭	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	০১	--	ফেব্রুয়ারি, ২০১৬
০৮	ড্রাইভার	০২	০২	
০৯	অফিস সহায়ক	০২	০২	
১০	ক্লিনার	০১	০১	
১১	গার্ড	০১	০১	
মোট		**১৩**	**০৭**	

অনুমোদিত জনবলের মধ্যে ডকুমেন্টেশন কর্মকর্তার পদটি শুরু হতেই শূন্য। প্রকল্প কার্যালয় হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে, জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হলেও এ পদে কোন প্রার্থী পাওয়া যায়নি। প্রকল্পের অর্থ আত্মসাতের ঘটনায় সন্দেহভাজন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ও প্রোগ্রামার তাদের চাকুরিচ্যুতির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট করার প্রেক্ষিতে ঐ পদের বিপরীতে নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা যাচ্ছেনা। উপ-প্রকল্প পরিচালক পদটি একটি ডেপুটেশন পদ। উক্ত পদে এপ্রিল'২০১৬ পরে কাউকে পদায়ন করা হয়নি। সম্প্রতি প্রকল্প কার্যালয় উচ্চমান সহকারী ও ডাটা এন্ট্রি পদের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে।

৩.১.৪ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্রঃ

সারণী- ১৭ সংগৃহীত যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র সম্পর্কিত তথ্য

টিপিপি অনুযায়ী নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	শতকরা (%)
	বাস্তব	বাস্তব	
ক) যন্ত্রপাতিঃ			
১. কম্পিউটার	৮	৮	১০০%
২. প্রিন্টার	২	২	১০০%
৩. ইউপিএস	৩	৩	১০০%
৪. এসি	২	২	১০০%
৫. ডিজিটাল ক্যামেরা	১	১	১০০%
৬. ল্যাপটপ	৩	৩	১০০%
৭. ফটোকপি	২	২	১০০%
৮. স্ক্যানার	১	১	১০০%
৯. স্পাইরাল	১	১	১০০%
খ) আসবাবপত্রঃ			
১. কম্পিউটার টেবিল, চেয়ার	৬	৬	১০০%
২. সেক্রেটারিয়েট টেবিল	৩	৩	১০০%
৩. সোফা	১ সেট	১ সেট	১০০%

সূত্র: প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য

৩.১.৫ প্রকল্পের কম্পোনেন্ট ভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

কম্পোনেন্ট-১: প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালীকরণ

সারণী-১৮: প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালীকরণ

বিষয়	বাস্তব		মন্তব্য
	লক্ষ্যমাত্রা জুলাই ২০১২-জুন-২০১৭	অর্জন জুলাই ২০১২-মার্চ ২০১৬	
১. শিশু সুরক্ষা **ক্লাস্টার গঠণ**	৬	৬ (১০০%)	
২. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের শিশু উইং শক্তিশালীকরণ	-	-	শিশু উইং শক্তিশালীকরণ প্রক্রিয়াধীন আছে
৩. সি আর সি সপ্তাহ পালন	৬	৪ (৬৭%)	
৪. সিআরসির-এর বিষয়বস্তু জাতীয় শিক্ষা কারিকুলাম, আন্তঃপ্রশিক্ষণ কারিকুলাম ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কারিকুলামে অন্তর্ভূক্তকরণ	-	২	সমাজসেবা অধিদপ্তরের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কারিকুলামে ২০১৩ সালে সিআরসি'র বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইনসস্টিটিউটে আপদকালীন শিশু সুরক্ষা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়েছে
৫. জাতীয় শিশু সুরক্ষা নীতি প্রকাশ	১	১ (১০০%)	"জাতীয় শিশু নীতিমালা ২০১১" প্রকাশ করা হয়েছে
৬. সিআরসির আলোকে প্রচলিত আইন সংশোধন করা	২	২ (১০০%)	
৭. শিশু অধিকার ও অবস্থান বিষয়ে জেলা পর্যায়ে সেমিনার/ কর্মশালা	৮৮	২০ (২৩%)	
৮. **প্রতিবন্ধী অধিকার ও সুরক্ষা আইন**	১	১ (১০০%)	**প্রতিবন্ধী অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩** এ শিশু সুরক্ষা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
৯. সিআরসি রিপোর্টিং ও মনিটরিং (প্রটেকশন-ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রতিষ্ঠা)	১	০	চাইল্ড প্রটেকশন-ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা হয়নি।
১০. সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাদের প্রো-অ্যাকটিভ সোস্যাল ওয়ার্ক বিষয়ে প্রশিক্ষণ	৫০০ জন	২৯৮ জন (৬০%)	

সূত্র: প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য

কম্পোনেন্ট-২ শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা

সারণী-১৯ প্রকল্পের হাই কস্ট* প্যাকেজের খাতওয়ারি বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণঃ

বিষয়	বাস্তব		আর্থিক	মন্তব্য
	লক্ষ্যমাত্রা জুলাই ২০১২ থেকে জুন২০১৭	অর্জন জুলাই ২০১২ থেকে মার্চ ২০১৬	অর্জন জুলাই ২০১২ থেকে মার্চ ২০১৬	
১১. শর্তযুক্ত অর্থ হস্তান্তর	৪০,০০০	১০,৪২৮ (২৬%)	২৬৪,৯১২,০০০	২২,০৭৬ কিস্তিতে প্রদান করা হয়েছে।
১২. সহায়তাপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধী শিশুর সংখ্যা	৪০০	৭৯১ (১৯৮%)	৮,৪১২,০০০	
১৩. পরিচালিত গবেষণার সংখ্যা	৫	৩ (৬০%)	-	ইউনিসেফ কর্তৃক করা হয়েছে। প্রকল্প কার্যালয়ে আর্থিক বিষয়ে কোন তথ্য নেই।

সূত্র: প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য

* প্রকল্পের ২ নং কম্পোনেন্ট হচ্ছে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা (Social Protection System)। এই সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার অধীনে দুটি প্যাকেজ আছে, একটি হচ্ছে হাই কস্ট প্যাকেজ এবং অন্যটি হচ্ছে লো কস্ট প্যাকেজ। হাই কস্ট প্যাকেজের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের জন্য শর্তযুক্ত অর্থ হস্তান্তর (Conditional Cash Transfer - CCT)। এ কার্যক্রমের অধীনে শিশুদের পরিবারকে ৬ মাস অন্তর অন্তর ১২,০০০.০০ টাকা করে ৩ কিস্তিতে ৩৬,০০০.০০ টাকা প্রদান করা হয়। এ অর্থ প্রদানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদেরকে স্কুলগামী করে শিশু শ্রম ও শিশু বিবাহের ঝুঁকি থেকে মুক্ত রাখা। এই অর্থ শিশুর অভিভাবকগণ আয়মূলক কাজে ব্যয় করে তার আয় দিয়ে শিশুর শিক্ষা ও অন্যান্য খরচ মিটাবে। সারণী ১৯-এ দেখা যায় যে, শর্তযুক্ত আর্থিক সহায়তার (CCT) জন্য প্রকল্প মেয়াদের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত খুবই কম অর্জন হয়েছে।

সারণী-২০ প্রকল্পের লো কস্ট* প্যাকেজের খাতওয়ারি বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

বিষয়	বাস্তব		আর্থিক**		মন্তব্য
	লক্ষ্যমাত্রা জুলাই ২০১২-জুন-২০১৭	অর্জন জুলাই ২০১২-মার্চ ২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা জুলাই ২০১২-জুন-২০১৭	অর্জন জুলাই ২০১২-মার্চ ২০১৬	
স্থায়ী ও অস্থায়ী শিশু বান্ধব কেন্দ্রের সংখ্যা	২,০০০	৭৬ (৪%)			
শিশু বান্ধব কেন্দ্রে অন্তর্ভুক্ত শিশুর সংখ্যা	৪০০,০০০	২৯,২৭০ (৭%)	-	-	
কেন্দ্রে অন্তর্ভুক্ত প্রতিবন্ধী শিশুর সংখ্যা	৪০০	৭৯১ (১৯৮%)	-	-	
স্কেলিং আপ করার জন্য মডেল হিসেবে নিয়োজিত সংস্থার নাম ও সংখ্যা	৪০	১১ (২৮%)	-	-	
বার্ষিক ও মধ্যবর্তী সময়কালীন পর্যালোচনার সংখ্যা	৫	২ (৪০%)	-	-	

সূত্র: প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য

* সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার দ্বিতীয় প্যাকেজ হচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের সেবা প্রদানের জন্য শিশু বান্ধব কেন্দ্র (Child Friendly Space - CFS)। প্রকল্প এলাকায় ২০০০টি শিশু বান্ধব কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনার বিপরীতে মাত্র ৭৬টি শিশু বান্ধব কেন্দ্র তৈরি হয়েছে এবং কেন্দ্রেরমাধ্যমে মোট ৪ লক্ষ শিশুর সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মাত্র ২৯,২৭০ জন শিশু সেবা পেয়েছে। শিশু বান্ধব কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হলে উপকারভোগী শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেত।

মোট উপকারভোগী শিশুর ১% প্রতিবন্ধী শিশুর বিপরীতে দ্বিগুণের বেশি শিশু সেবায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বেশি প্রতিবন্ধী শিশুর অন্তর্ভুক্তির বিশ্লেষণে বুঝা যায় যে, সেবায় প্রতিবন্ধী শিশুর সুযোগ তৈরি হয়েছে। তবে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য অন্যান্য শিশুদের ন্যায় শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা ছাড়া তাদের স্বাভাবিক জীবন যাপন, চলাফেরা ও শিক্ষা লাভের জন্য কোন প্রকারের সহায়তা এই প্রকল্পে দেয়া হয় না।

**** উক্ত কাজে বরাদ্দ ও ব্যয় ইউনিসেফ বাংলাদেশ কর্তৃক সরাসরি সম্পাদিত হয়েছে বিধায় প্রকল্প কার্যালয়ে ব্যয়ের কোন তথ্য নেই।**

সারণী-২১ শিশু সুরক্ষা নেটওয়ার্ক* (সিপিএন) প্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালীকরণ বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

বিষয়	বাস্তব		আর্থিক**		মন্তব্য
	লক্ষ্যমাত্রা জুলাই ২০১২-জুন-২০১৭	অর্জন জুলাই ২০১২-মার্চ ২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা জুলাই ২০১২-জুন-২০১৭	অর্জন জুলাই ২০১২-মার্চ ২০১৬	
সিপিএন প্রতিষ্ঠার সংখ্যা	৬০	২০ (৩৩%)			সিপিএন/সিডব্লিউবি
সিপিএন কর্তৃক ব্যক্তিগত কেইস ব্যবস্থাপনার সংখ্যা	৩০,০০০	২৩,১৭৪ (৭৭%)	-	-	

সূত্র: প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য

*** শিশু সুরক্ষা নেটওয়ার্ক (সিপিএন):** দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি কর্ম এলাকায় সিপিএন গঠন করা হয়েছে। এই নেটওয়ার্ক ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদেরকে শিশু শ্রম, শিশু বিবাহ ও শিশু নির্যাতন হতে সুরক্ষার জন্য জনসচেতনতা তৈরিতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। শিশুদের জন্য গৃহীত প্রকল্প কার্যক্রম যেমন- শর্তযুক্ত অর্থ হস্তান্তর **(**CCT**),** কিশোর-কিশোরীদের জন্য স্টাইপেন্ড কার্যক্রমের জন্য বাছাইকৃত শিশুদের তালিকা পরীক্ষা, পর্যালোচনা ও অনুমোদন প্রদান করে। শিশু আইন ২০১৩-এর সংশোধনের মাধ্যমে সিপিএন এখন "শিশু কল্যাণবোর্ড" (সিডব্লিউবি)-এ রূপান্তরিত হয়েছে।

** উক্ত কাজে বরাদ্দ ও ব্যয় ইউনিসেফ বাংলাদেশ কর্তৃক সরাসরি সম্পাদিত হয়েছে বিধায় প্রকল্প কার্যালয়ে ব্যয়ের কোন তথ্য নেই।

কম্পোনেন্ট-৩ কিশোর-কিশোরীদের কারিগরি সহায়তাদান ও প্রধান অ্যাক্টরদের সক্ষমতা বৃদ্ধি

সারণী-২২ কিশোর-কিশোরীদের কারিগরি সহায়তা দান ও প্রধান অ্যাক্টরদের সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ে বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

বিষয়	বাস্তব		আর্থিক		মন্তব্য
	লক্ষ্যমাত্রা জুলাই ২০১২-জুন-২০১৭	অর্জন জুলাই ২০১২-মার্চ ২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা জুলাই ২০১২-জুন-২০১৭	অর্জন জুলাই ২০১২-মার্চ ২০১৬	
কিশোর-কিশোরী সংক্রান্ত বিষয়ে সামাজিক রীতি পরিবর্তনের ওপর যৌথ গবেষণা	৫	৩ (৬০%)	*	*	
আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের জন্য কিশোর-কিশোরীদের স্টাইপেন্ড গ্রহীতার সংখ্যা	৯,০০০	৫,৭০২ (৬৩%)	১৫,৭৫,০০,০০০	৮,৫৫,৩০,০০০	
শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা প্রাপ্ত কিশোর-কিশোরীর সংখ্যা	১২,০০০	৩,৮৩৪	*	*	
ক্রীড়া বিষয়ে পিয়ার লিডারদের প্রশিক্ষণ	২,০০০	৮৭৭ (৪৪%)	*	*	
নিরাপদ সাঁতার বিষয়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণের সংখ্যা	-	৯৮	*	*	লক্ষ্যমাত্রা টিপিপিতে উল্লেখ নেই
নিরাপদ সাঁতারে অংশগ্রহণকারী কিশোর-কিশোরীর সংখ্যা	৪০০,০০০	২৬১,৫৪৯ (৬৫%)	*	*	
নিরাপদভাবে সাঁতার শেখানোর জন্য সংস্কার করা পুকুরের সংখ্যা	-	৯৪৩	*	*	লক্ষ্যমাত্রা টিপিপিতে উল্লেখ নেই
গঠিত ও কার্যকর সিবিসিপিসি-এর সংখ্যা	৩০০	৩০০ (১০০%)	-	-	
সুরক্ষা প্যাকেজ সেবার মাধ্যমে সুরক্ষিত শিশুর সংখ্যা	-	২৩,১৭৪	*	*	লক্ষ্যমাত্রা টিপিপিতে উল্লেখ নেই

সূত্র: প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য

*** উক্ত কাজে বরাদ্দ ও ব্যয় ইউনিসেফ বাংলাদেশ কর্তৃক সরাসরি সম্পাদিত হয়েছে বিধায় প্রকল্প কার্যালয়ে ব্যয়ের কোন তথ্য নেই।**

কিশোর-কিশোরীদেরকে সংগঠিত করে কিশোর-কিশোরী দল গঠন করা হয়। দলের সদস্যদের মধ্য হতে পিয়ার লিডার বাছাই করে তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে দলের অন্যান্য সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পিয়ার লিডারগণ চেঞ্জ এজেন্টের ভূমিকা পালন করে এবং ক্ষতিকর সামাজিক রীতি পরিবর্তনে অবদান রাখছে। কিশোর-কিশোরীদের ব্যক্তিগত উন্নয়ন, আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ ও সামাজিক কাজে অবদান রাখার জন্য স্টাইপেন্ড প্রদান করা হয়। উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ৫,৭০২ জনকে স্টাইপেন্ড প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া কিশোর-কিশোরীদের বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ কিশোরীদেরকে আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে নিয়োজিত রেখে শিশু বিবাহ থেকে বিরত রাখা এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রকল্প কার্যালয়ের তথ্যমতে ৩,৮৩৪ জন কিশোর-কিশোরীকে শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

সারণী-২৩ উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ (সি৪ডি) বিষয়ে বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

বিষয়	বাস্তব		আর্থিক		মন্তব্য
	লক্ষ্যমাত্রা জুলাই ২০১২-জুন-২০১৭	অর্জন জুলাই ২০১২-মার্চ ২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা জুলাই ২০১২-জুন-২০১৭	অর্জন জুলাই ২০১২-মার্চ ২০১৬	
জাতীয় পর্যায় থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত সামাজিক রীতি পরিবর্তন ফোরাম গঠন	জাতীয়- ১টি জেলা-৭টি উপজেলা-২১	জাতীয়- ১টি জেলা-৭টি উপজেলা-২১	*	*	
কমিউনিটি রেডিও শ্রোতা দলের সংখ্যা	৫৩০	৫৬৭ (১০৭%)	*	*	
কমিউনিটি তথ্য বোর্ড তৈরি করেছে এমন উপজেলার সংখ্যা	৭	৪ (৫৭%)	*	*	
আনন্দ শিখনের জন্য মিডিয়া প্রডাকশন	৩	১ (৩৩%)	*	*	মিনা সিরিজ
মিথস্ক্রিয় জনপ্রিয় নাটক আয়োজনের সংখ্যা	-	৯,৩১৭			টিপিপিতে কোন লক্ষ্যমাত্রা নেই, তহবিল প্রাপ্তির ভিত্তিতে এনজিও সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সূত্র: প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য

*** উক্ত কাজে বরাদ্দ ও ব্যয় ইউনিসেফ বাংলাদেশ কর্তৃক সরাসরি সম্পাদিত হয়েছে বিধায় প্রকল্প কার্যালয়ে ব্যয়ের কোন তথ্য নেই।**

৩.১.৬ প্রকল্পের কার্যক্রম ভিত্তিক বাস্তব অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ:

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে নমুনায়িত এলাকায় টিপিপিতে বর্ণিত তিনটি কম্পোনেন্টের আওতায় ইইসিআর প্রকল্প কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল কার্যক্রম ও তার অনুসৃত বাস্তবায়ন পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, বিচ্যুতি, সমস্যা ইত্যাদি নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করা হয়। এ অধ্যায়ে নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত ফলাফলকে কম্পোনেন্টের ক্রমানুসারে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সারণী-২৪ প্রকল্পের কার্যক্রম ভিত্তিক বাস্তব অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ

কার্যক্রম	টিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	শতকরা হার (%)
কম্পোনেন্ট-১			
১. দুর্যোগপূর্ণ এলাকার শিশু সুরক্ষায় ক্লাস্টার গঠন	৬	৬	১০০%
২. আইন সংশোধন	২	২	১০০%
৩. এক্সপোজার ভিজিট	৪	০	০%
৪. সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত প্রো-অ্যাকটিভ স্যোশাল ওয়ার্ক প্রশিক্ষণ	৫০০	২৯৮	৬০%
কম্পোনেন্ট-২			
৫. শর্তযুক্ত অর্থ পাওয়া শিশুর সংখ্যা (সিসিটি)	৪০,০০০	১০,৪২৮	২৬%
৬. নির্মিত শিশু বান্ধব কেন্দ্র (স্থায়ী ও অস্থায়ী)	২,০০০	৭৬	৪%
৭. শিশু বান্ধব কেন্দ্রে অন্তর্ভুক্ত শিশুর সংখ্যা	৪০০,০০০	২৯২৭০	৭%
৮. সিপিএন প্রতিষ্ঠার সংখ্যা	৬০	২০	৩৩%
৯. গঠিত সিবিসিপিসি-এর সংখ্যা	৩০০	৩০০	১০০%
কম্পোনেন্ট-৩			
১০. স্টাইপেন্ড প্রাপ্ত কিশোর-কিশোরীদের সংখ্যা	৯,০০০	৫,৭০২	৬৩%
১১. শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা প্রাপ্ত কিশোর-কিশোরীর সংখ্যা	১২,০০০	৩,৮৩৪	৩২%
১২. ক্রীড়া বিষয়ে পিয়ার লিডারদের প্রশিক্ষণ	২,০০০	৮৭৭	৪৪%
১৩. নিরাপদ সাঁতারে অংশগ্রহণকারী কিশোর-কিশোরীর সংখ্যা	৪০০,০০০	২৬১,৫৪৯	৬৫%
১৪. সামাজিক রীতি পরিবর্তন ফোরাম গঠন	২৯	২৯	১০০%

সূত্র: প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য

সারণী-২৪ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে প্রকল্পের অগ্রগতি কোন কোন ক্ষেত্রে সন্তোষজনক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সন্তোষজনক নয়। স্টাইপেন্ড প্রাপ্ত কিশোর কিশোরীর হার লক্ষ্যমাত্রার ৬৩%। অপরপক্ষে, শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত শিশুর হার

লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ২৬% এবং কিশোর-কিশোরীর হার মাত্র ৩২% অর্জিত হয়েছে। নির্মিত শিশু বান্ধব কেন্দ্র লক্ষ্যমাত্রার ৪% এবং কেন্দ্রে অর্ন্তভুক্ত শিশু লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় মাত্র ৭%।

প্রকল্প কার্যক্রমের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সিসিটি'র লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন খুবই সামান্য। কারণ হিসেবে জানা গেছে ইউনিসেফ হতে অর্থ ছাড় নিয়মিত না হওয়ায় এ খাতে অর্জন কম। প্রকল্পের জন্য সিএফএস কার্যক্রমের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদেরকে বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়। কিন্তু লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে স্বল্প সংখ্যক সিএফএস নির্মাণের কারণে শিশুরা তাদের জন্য পরিকল্পিত সেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রকল্প কার্যালয়ের তথ্যমতে ইউনিসেফ এবিষয়ে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ না করার কারণে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সিএফএস তৈরি হয়নি।

লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এত কম অর্জনের কারণ হিসেবে ইউনিসেফ প্রতিনিধির সাথে আলোচনাকালে জানা যায় যে, তারা সংখ্যাগত অর্জনের চেয়ে গুণগত উন্নতি ও পরিবর্তনে বেশি আগ্রহী। অপর দিকে প্রকল্প কার্যালয় হতে প্রাপ্ত তথ্যমতে ইউনিসেফ হতে প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড় না হওয়ার কারণে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। ফলে ঝুকিপূর্ণ শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা প্রকল্প সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির যে তথ্য পাওয়া যায় তা নিম্নের চিত্রে দেখানো হলো:

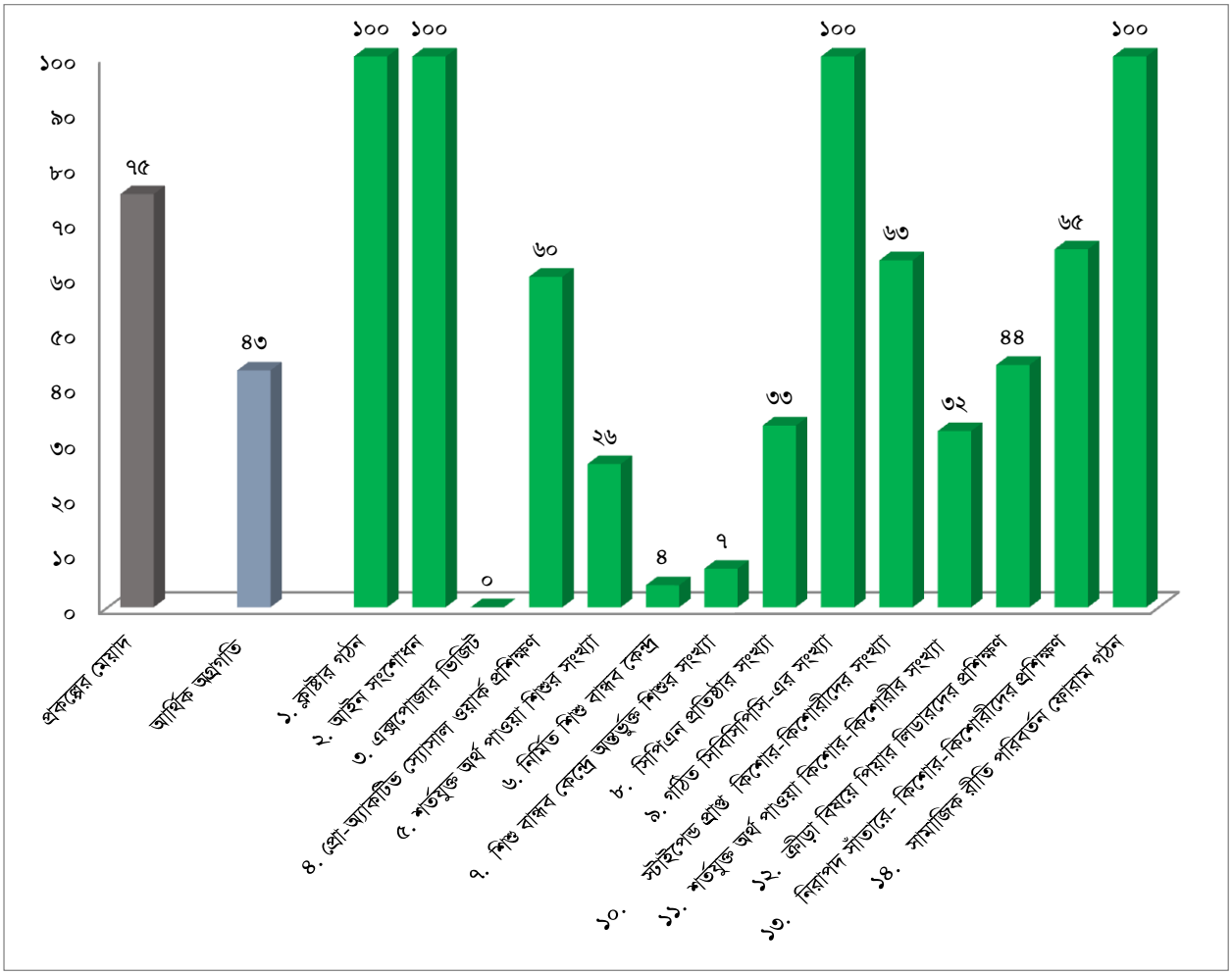

চিত্র-৮ প্রকল্পের মোট আর্থিক অগ্রগতি ও কার্যক্রম ভিত্তিক বাস্তব অগ্রগতির চিত্র (মার্চ ২০১৬) (শতকরা হার)

চিত্র-৮ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ৭৫% সময় অতিবাহিত হয়েছে অথচ সে তুলনায় অগ্রগতি অত্যন্ত কম। **প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি মাত্র ৪৩% এবং কার্যক্রমভিত্তিক বাস্তব অগ্রগতি ৪৬%**। প্রকল্পের ১৪টি প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের সর্বনিম্ন অর্জন ০% (এক্সপোজার ভিজিট) এবং সর্বোচ্চ অর্জন ১০০% (মাত্র ৪টি বিষয়ে যেমন- ক্লাস্টার গঠন, আইন সংশোধন, সিবিসিপিসি গঠন ও সামাজিক রীতি পরিবর্তন ফোরাম গঠন)। এছাড়া শিশু বান্ধব কেন্দ্র স্থাপন-৪%, শিশুদের শর্তযুক্ত অর্থ প্রদান-২৬%, কিশোর-কিশোরীদের শর্তযুক্ত অর্থ প্রদান-৩২% লক্ষিত অর্জনের সর্বনিম্ন পর্যায়ে আছে। অর্থ ছাড়ে বিলম্ব, সমাজকর্মীগণ নিয়মিত বেতন না পাওয়ায় সৃষ্ট হতাশা,

ইউনিসেফ বাংলাদেশের সাথে পার্টনার এনজিও'দের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া, প্রকল্প কার্যালয়ের সাথে ইউনিসেফ-এর সমন্বয়হীনতা ইত্যাদি কারণে প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জন করা প্রায় অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

৩.১.৭ প্রকল্পের আর্থিক অনিয়ম সম্পর্কিত তথ্য

নিবিড় পরিবীক্ষণে দেখা যায় যে, লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকল্পের অর্জন আশানুরূপ নয়। প্রকল্প কার্যালয় হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে, ইউনিসেফ কর্তৃক অর্থ ছাড়ে বিলম্ব হওয়া অর্জন কম হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। পরিবীক্ষণে দেখা যায় যে, প্রকল্প কার্যালয়ে অর্থ আত্মসাতের মতো ঘটনা সংঘটিত হওয়া এবং সমাধান (অর্থ আদায় ও দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি) না হওয়ায় ইউনিসেফ পরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়মিত অর্থ ছাড় করছে না। নিবিড় পরিবীক্ষণের খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য অনুষ্ঠিত জাতীয় কর্মশালায় অর্থ আত্মসাতের বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নিম্নে অর্থ আত্মসাৎ ও সে বিষয়ে মামলা সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

১) **ঘটনা প্রকাশের তারিখ: ১৯** আগষ্ট ২০১৪

২) **কীভাবে প্রকাশ হলো:** জনতা ব্যাংক লিঃ, হোটেল শেরাটন শাখা হতে প্রকল্প পরিচালককে জানানো হয় যে, প্রকল্পের হিসাব হতে অস্বাভাবিক পরিমাণে টাকা উত্তোলন করা হচ্ছে।

৩) **তাৎক্ষনিক পদক্ষেপ:** প্রকল্প পরিচালক মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী মহোদয়কে বিষয়টি জানান এবং ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহভাজনদের (শাহনাজ পারভিন- হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, অনুপ কুমার বিশ্বাস- প্রোগ্রামার এবং একজন বহিরাগত শিবাজী চ্যাটার্জী- প্রোগ্রামারের শ্যালক) নাম প্রকাশ করেন। সে প্রেক্ষিতে মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশে প্রথমে সন্দেহভাজন ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয় এবং পরে প্রকল্প পরিচালক তাদের বিরুদ্ধে ২১ আগষ্ট ২০১৪ তারিখে শাহাবাগ থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলার পরিপ্রেক্ষিতে অনুপ কুমার বিশ্বাস ও শিবাজী চ্যাটার্জীকে জেল হাজতে পাঠানো এবং গর্ভবতী হওয়ার কারণে শাহনাজ পারভিনকে জামিন দেয়া হয়। মামলা নং ২৬, তারিখ: ২১/০৮/২০১৪।
শাহাবাগ থানার অফিসার ইনচার্জ ২২ আগষ্ট ২০১৪ মামলার তদন্ত ভার দুর্নীতি দমন কমিশনে হস্তান্তর করেন।

৪) **মামলার বাদী ও বিবাদী:**
বাদী: জনাব আশরাফুন্নেছা, যুগ্ম-সচিব ও প্রকল্প পরিচালক, ইইসিআর প্রকল্প
বিবাদী: ১. অনুপ কুমার বিশ্বাস, প্রোগ্রামার, ইইসিআর প্রকল্প
২. শিবাজী চ্যাটার্জী, বহিরাগত ও প্রোগ্রামারের শ্যালক
৩. শাহনাজ পারভিন, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ইইসিআর প্রকল্প

৫) **মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ:** ২৯জুন ২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব আ,ই,ম গোলাম কিবরিয়াকে সভাপতি করে ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। জনাব কিবরিয়ার বদলীজনিত কারণে ২৮ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে উক্ত তদন্ত কমিটি জনাব এ, কে, এম নেছার উদ্দিন ভূইয়া, অতিরিক্ত সচিবকে প্রধান করে পুনর্গঠন করা হয় যার সদস্য সংখ্যা ৭ জন।

৬) **তদন্ত কমিটি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:** তদন্ত কমিটি সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা নিরূপণ ও অনুসন্ধানের উপায় উদ্ভাবনের লক্ষ্যে যথাক্রমে ১১/০১/১৫, ০২/১১/১৫, ০৩/০১/১৬ এবং ১০/০১/১৬ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ও কমিটির সভাপতি মহোদয়ের দপ্তরে এবং ১৪/১২/১৫ তারিখে প্রকল্প অফিসে বৈঠক করে। বৈঠকে তদন্ত কমিটি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ছাড়াও ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে প্রকল্পের প্রাক্তন পরিচালক বেগম আশরাফুন্নেছা ও উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব আমিনুল ইসলামকে তলব করা হয়। বৈঠকে বেগম আশরাফুন্নেছা মৌখিকভাবে তদন্ত কমিটিকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন। অতঃপর তাকে ঘটনা সম্পর্কে ৩ সপ্তাহের মধ্যে Statement দাখিল করার জন্য বলা হলে তিনি ১৪/১১/১৫ তারিখে তার লিখিত Statement সমর্থীত কাগজপত্রসহ দাখিল করেন। তদন্ত কমিটির নিকট মামলার ৩ জন বিবাদীও লিখিত Statement দাখিল করেন।
এছাড়াও জনাব আমিনুল ইসলাম, সাবেক উপ-প্রকল্প পরিচালক, জনাব আব্দুস সাত্তার বর্তমান উপ-প্রকল্প পরিচালক (তিনিও এপ্রিল'১৬ তারিখে বদলী হয়েছেন) এবং জনাব হুমায়ূন কবীর, বর্তমান প্রকল্প পরিচালক লিখিত Statement দাখিল করে।

তদন্ত কমিটির তথ্য মতে, নভেম্বর ২০১৩ হতে আগস্ট ২০১৪ সময়ের মধ্যে মোট ৮৫৫টি চেক জালিয়তির মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ১১৫.০০ লক্ষ (১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা) আত্মসাৎ করা হয়।

৭) **মামলার বর্তমান অবস্থা:** শাহাবাগ থানায় দায়েরকৃত মামলাটি বর্তমানে দুদক কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। দুদক তদন্ত প্রক্রিয়ায় ঢাকা শহরের বিভিন্ন সরকরি ও বেসরকারি ব্যাংকের ২৬টি একাউন্ট থেকে ৮৫৫টি সন্দেহজনক চেক জব্দ করেছে। দুদক উক্ত চেকগুলো পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চে সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পাঠিয়েছে এবং সকল একাউন্টগুলো জব্দ করেছে। ১৯ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে দুদকের তদন্ত কর্মকর্তা জানান যে, তদন্ত চলমান এবং যেহেতু অনেকগুলো ব্যাংক একাউন্ট জড়িত তাই তদন্ত শেষ করতে আরো সময় লাগবে। ইতোমধ্যে ১২/০১/২০১৫ তারিখে ১৫৬,০০০.০০ (এক লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার) টাকা এবং ১৬/১১/২০১৫ তারিখে ২৪,০০০.০০ (চব্বিশ হাজার) টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

৩.২ মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যের কম্পোনেন্টভিত্তিক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

৩.২.১ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি/শক্তিশালীকরণ

(১) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা:

টিপিপি অনুযায়ী ছয়টি দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় জরুরিকালীন/আপদকালীন শিশু সুরক্ষা (সিপিআইই) শক্তিশালীকরণ কার্যক্রমের অধীনে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১টি জাতীয় ক্লাস্টার ও ৫টি সাব-ক্লাস্টার গঠন করা হয়েছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের শিশু উইং শক্তিশালীকরার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। তবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবকে প্রধান করে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়েছে যেখানে ইউনিসেফ বাংলাদেশ কারিগরি সহায়তা ও সহায়কের ভূমিকা পালন করছে। এ কমিটি শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করার জন্য কার্যপরিধি ও অর্গানোগ্রামসহ একটি কাঠামো মন্ত্রণালয়ের কাছে প্রস্তাব করেছে।

প্রকল্প প্রস্তাবনায় চাইল্ড প্রটেকশন-ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সিপি-আইএমএস) প্রকল্প কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনায় থাকলেও বাস্তবে তা প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। প্রকল্প অফিস ও ইউনিসেফ-এর তথ্য মোতাবেক সমাজসেবা অধিদপ্তরে সিপি-আইএমএস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে প্রবেশন অফিসার, সোশ্যাল সার্ভিস অফিসার এবং প্রকল্পের ১৯ জন সমাজকর্মীসহ মোট ৬৪ জন সিপি-আইএমএস-এর ওপর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাকে প্রো-অ্যাকটিভ সোশ্যাল ওয়ার্ক প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের আওতায় ৫০০ জন সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৯৮ জনকে বেসিক সোশ্যাল সার্ভিসেস ট্রেনিং (বিএসএসটি) ও প্রফেসনাল সোশ্যাল সার্ভিসেস ট্রেনিং (পিএসএসটি) প্রদান করা হয়েছে। স্পেসালাইজেশন মডিউল বিষয়ে ৫২০৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(২) ওয়ার্কশপ/সেমিনার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত তথ্য:

সমধর্মী প্রকল্প পরিদর্শনের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের জন্য টিপিপি'তে ৪টি এক্সপোজার ভিজিটের কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত কোন এক্সপোজার ভিজিট হয়নি। কিন্তু ২০১৩ এবং ২০১৫ সালে জাতিসংঘের সিআরসি কমিটির সভায় সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রকল্প অফিস ও ইউনিসেফ-এর প্রতিনিধিসহ দু'টি দল অংশগ্রহণ করেছেন। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অবশিষ্ট ২২টি জেলার মধ্যে ২০টি জেলায় সিআরসি ফোরামের ১৮০ জনকে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।৮৮টি কর্মশালা/সেমিনার এর মধ্যে ২০১৫ পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ে ১টি, জেলা পর্যায়ে ২০টি, ফোকাল পয়েন্ট পর্যায়ে ২টি ও সাব-ন্যাশনাল পর্যায়ে ৬টিসহ সর্বমোট ২৯টি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

(৩) আইন সংশোধন ও শিক্ষা কারিকুলামে শিশু অধিকার ও সুরক্ষা বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ:

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান শিশু উইং পঞ্চম সাময়িক প্রতিবেদন (Fifth periodical report) প্রস্তুত করেছে। উল্লিখিত কম্পোনেন্টের অধীনে সিআরসি'র আলোকে শিশু সুরক্ষা কার্যকর করার লক্ষ্যে ২টি প্রচলিত আইন সংশোধন করা হয়েছে। **শিশু আইন ২০১৩**-এ শিশু কল্যাণ বোর্ড অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং **প্রতিবন্ধী অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩**-এ শিশু সুরক্ষা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কারিকুলামে সিআরসি'র বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও ২০১৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ইনস্টিটিউটে জরুরিকালীন শিশু সুরক্ষা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স চালু হয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় "জাতীয় শিশু নীতিমালা ২০১১" প্রকাশ করেছে। ট্রাফিক অ্যাক্ট-এ শিশু সুরক্ষা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১২ সালে সরকারি বিভিন্ন অধিদপ্তর (মহিলা ও শিশু বিষয়ক, সমাজসেবা, মাধ্যমিক শিক্ষা), ইউনিসেফ, এনজিও প্রতিনিধি-(সেভ দ্য চিল্ড্রেন, প্লান বাংলাদেশ) সহ অন্যান্য অনেক সংস্থা মিলে কর্মশালার মাধ্যমে শিশু অধিকার, শিশু শ্রম, শিশু পাচার এবং এ সংক্রান্ত সরকারি আইন সংযোজন করে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির জন্য কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে যা ২০১৩ সালের পাঠ্যসূচিতে (বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়; গার্হস্থ বিজ্ঞান) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ে পঞ্চম শ্রেণির সমাজ বিজ্ঞান-এর পাঠ্য বই "বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়" এর পাঠ্যসূচিতে শিশু অধিকার, শিশুর মানবাধিকার লংঘন ও অটিস্টিক শিশুর অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে এসকল বিষয় পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণে কোন প্রকল্প সরাসরি জড়িত ছিল না বা এটা কোন প্রকল্পের অবদান বলা যাবে না।

(৪) মন্তব্যঃ

শিশু উইং এখনো শক্তিশালী না করায় শিশু অধিকার ও সুরক্ষা কার্যক্রমে কার্যকর অবদান রাখতে পারছে না, যার ফলে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের শিশু সুরক্ষা সেল এবং ফোকাল পার্সনদের সাথে সমন্বয় কার্যকর হচ্ছে না। মাঠ পর্যায় থেকে শিশু অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ে প্রেরিত তথ্য সংরক্ষণ, সংকলণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন যথাযথভাবে হচ্ছে না।প্রকল্প কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিবীক্ষণের জন্য প্রকল্প কার্যালয়ে সিপি-আইএমএস প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর করা জরুরি।

৩.২.২ শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা

শিশু সুরক্ষা কম্পোনেন্টের মাধ্যমে তিনটি মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। উক্ত উদ্দেশ্যসমূহ মূলতঃ সিসিটি ও সিএফএস কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জনের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা কম্পোনেন্টের অধীনে বিশেষভাবে হাই-কস্ট ও লো-কস্ট প্যাকেজের মাধ্যমে শিশুদের সুরক্ষা সেবা প্রদান করা হয়। হাই-কস্ট এর আওতায় শর্তযুক্ত অর্থ প্রদান (CCT) এবং লো-কস্ট এর আওতায় শিশু বান্ধব কেন্দ্র (CFS)।

ক) শর্তযুক্ত অর্থ প্রদান (CCT)

ক.১) শর্তযুক্ত অর্থ প্রদানের জন্য শিশু নির্বাচন প্রক্রিয়াঃ

সমাজকর্মী প্রকল্প এলাকায় ঘুরে ঘুরে বিশিষ্টজনদের সাথে আলাপ করে ঝুঁকিপূর্ণ শিশু চিহ্নিত করে তা সিবিসিপিসি-এর সহায়তায় যাচাই করে ঝুঁকিপূর্ণ/সুবিধাবঞ্চিত শিশুর খসড়া তালিকা তৈরি করে।উক্ত খসড়া তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি শিশুর জন্য কেইস ম্যানেজমেন্ট ইন-টেক ফরম পূরণ করে প্রাথমিক বাছাই সম্পন্ন করে। তার ভিত্তিতে প্রাথমিক ঝুঁকি নিরূপণ ফরম এবং পূর্ণাঙ্গ যাচাই ফরম পূরণ করে।

এর পর খসড়া চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করা হয় এবং তালিকার একটি কপি স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি/সিপিএন-এর (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা- চেয়ারপার্সন, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা-সদস্য সচিব, সমাজসেবা কর্মকর্তা-সদস্য, শিক্ষা কর্মকর্তা-সদস্য) নিকট প্রেরণ করে। ব্যবস্থাপনা কমিটি দৈবচয়নের মাধ্যমে তালিকা যাচাই করার মাধ্যমে তালিকা চূড়ান্ত করে। কমিটি এই তালিকা জেলা/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করে। জেলা/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সুপারিশসহ তালিকাটি প্রকল্প কার্যালয়ে প্রেরণ করেন।

প্রকল্প কার্যালয় সরকারি সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে অনুমোদন দেওয়ার পর চুড়ান্ত তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করে। অনুমোদিত তালিকা পাওয়ার পর সমাজকর্মী/এনজিও কর্মী সংশ্লিষ্ট উপকারভোগী শিশুর পরিবারের সাথে একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে, যেখানে টাকার ব্যবহার এবং শর্ত ভঙ্গের কারণে টাকা ফেরত দেয়ার শর্ত থাকে। চুক্তির পর প্রত্যেক শিশুর অভিভাবকের নামে ব্যাংকে সঞ্চয়ী একাউন্ট খুলতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে। নিম্নের প্রবাহ চিত্রের (চিত্র-৯) মাধ্যমে শর্তযুক্ত আর্থিক সহায়তাদানের স্তর ভিত্তিক কাজের প্রক্রিয়া উপস্থাপন করা হলো।

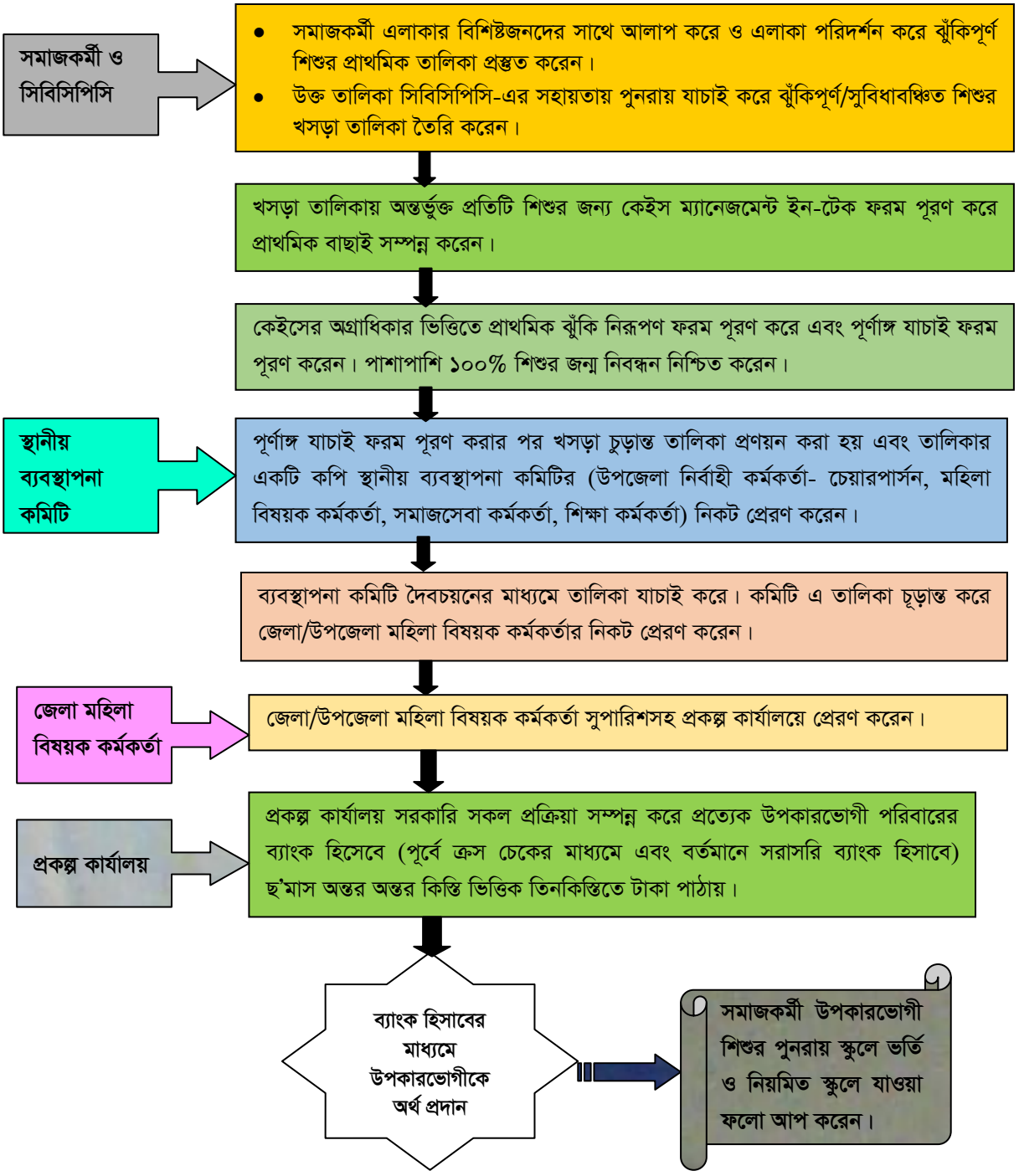

চিত্র- ৯: শর্তযুক্ত আর্থিক কার্যক্রমের প্রবাহচিত্র

ক.২) শর্তযুক্ত অর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত উপকারভোগীর সংখ্যাগত তথ্য বিশ্লেষণ:

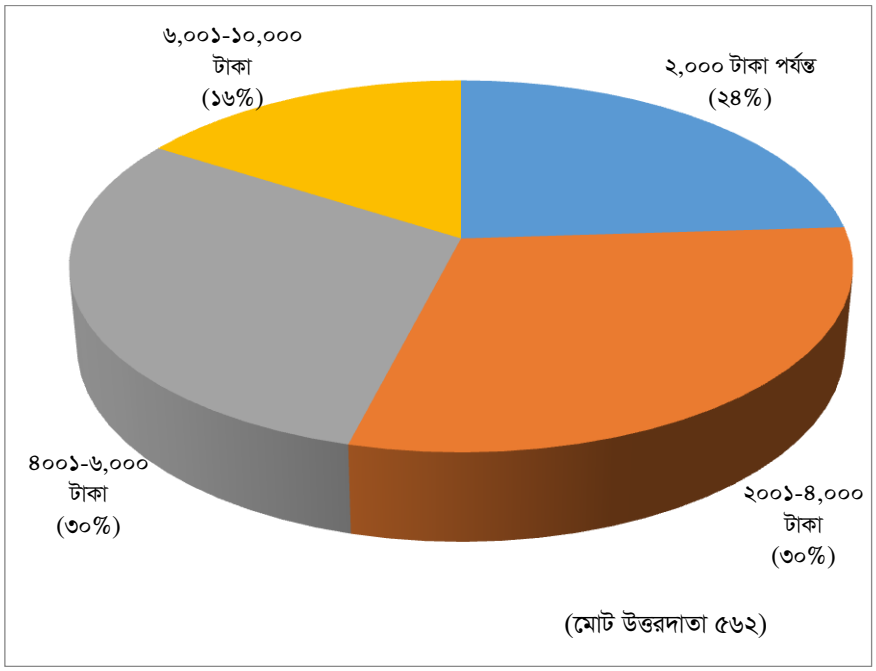

চিত্র-১০ উত্তর দাতা শিশুর পরিবারের মাসিক গড় (শতকরা)আয়-পাই চার্ট

পরিবারের বর্তমান আয়ের বিষয়ে আলোচনাকালে বেশির ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন যে, প্রকল্প শুরুর পূর্বে তাদের আয়ের উৎস স্থিতিশীল এবং নিয়মিত ছিল না। প্রায় ৭০% উত্তরদাতা ছিল দিনমজুর এবং দৈনিক আয় ছিল ৭০-১০০ টাকা বা তার নিচে। প্রায় সময়ই তারা পরিবারের সদস্যদের নিয়মিতভাবে খাবার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারতো না, স্কুলের পোশাক-পরিচ্ছদ, খাতা-কলম ও অন্যান্য খরচ বহন করতে পারতো না সে কারণে শিশুদেরকে স্কুলে পাঠানো সম্ভব হতো না। বর্তমানে শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা পাওয়ার পর শিশুর পরিবার আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের মাধ্যমে টাকা উপার্জন করে শিশুর লেখাপড়া, পুষ্টিকর খাবার, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে পারছে।

সারণী-২৫ শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা প্রাপ্ত উত্তরদাতা শিশুর ধরন

উত্তরদাতাশিশু	সংখ্যা (জন)	শতকরা হার (%)	মন্তব্য
১. শিশুর ধরন			
স্বাভাবিক ছেলে	২১৩	৩৮%	শর্তযুক্ত নগদ অর্থ পেয়েছে
স্বাভাবিক মেয়ে	২৯৪	৫৩%	শর্তযুক্ত নগদ অর্থ পেয়েছে
প্রতিবন্ধী ছেলে	২৫	৪%	শর্তযুক্ত নগদ অর্থ পেয়েছে, কিন্তু অন্য কোন প্রকারের সহায়তা পায়নি
প্রতিবন্ধী মেয়ে	৩০	৫%	শর্তযুক্ত নগদ অর্থ পেয়েছে, কিন্তু অন্য কোন প্রকারের সহায়তা পায়নি
২. শিশুর বয়স			
৬ থেকে ১৪ বৎসর	৪১৮	৭৪%	
১৪+ থেকে ১৮ বৎসর	১৪৪	২৬%	
৩. শিশুর শিক্ষা			
স্কুলে যায় না (ভোলা সদর)	৫	১%	ভোলা সদরের এ ৫ জন শিশু শারীরিক ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে	২৭১	৪৮%	৭৩ জন শিশুর পরিবারের আর্থিক অস্বচ্চলতার কারণে স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল, কিন্তু প্রকল্পের অর্থ সহায়তা পাওয়ায় পুনরায় স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে।
উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ে	২৮৬	৫১%	
মোট উত্তরদাতা:	**৫৬২**	**১০০%**	

ক.৩) নির্বাচিত শিশুদেরকে CCT প্রদানঃ

মোট ৫৬২ জন (১০০%) উত্তরদাতার মধ্যে ৫১০ জন (৯১%) বলেছেন যে, তাদেরকে কিস্তিতে কত টাকা দেয়া হবে তা তারা জানতেন (৩ কিস্তিতে ৩৬,০০০টাকা)। ৯ জন (২%) বলেছেন যে তারা কিছুটা জানতে পেরেছিল। কিন্তু বাকি ৪৩ জন (৭%) (সরিষাবাড়িতে ৩৮ জন এবং আটপাড়াতে ৪ জন) বলেছেন টাকার পরিমাণ বিষয়ে তারা কিছুই জানতেন না। সরিষাবাড়ির এক মায়ের ভাষ্য অনুযায়ী, *"সরকার থেইকা যা দেয় হেইডা পাই এর বাইরে আমরা কিচ্ছুই জানি না"*।

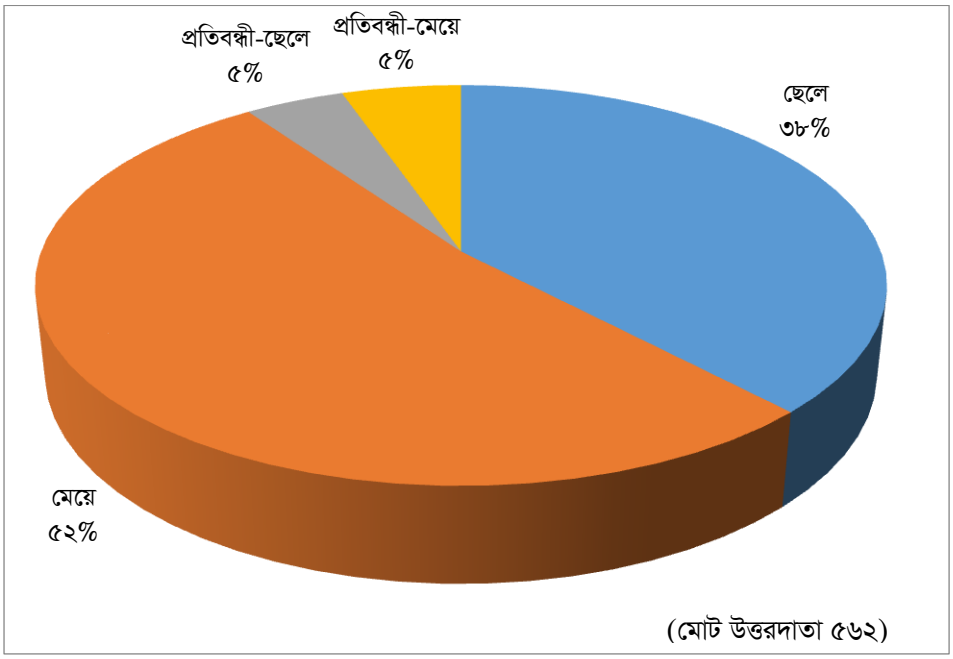

চিত্র-১১ শর্তযুক্ত আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত শিশুর বিবরণ (শতকরা)-পাই চার্ট

মোট অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত শিশুর মধ্যে মেয়ে ৫২% (২৯৪ জন), ছেলে ৩৮% (২১৩ জন), প্রতিবন্ধী ছেলে ৫% (২৫ জন) এবং প্রতিবন্ধী মেয়ে ৫% (৩০ জন)। টিপিপি অনুযায়ী শর্তযুক্ত অর্থ প্রদানের আওতায় প্রতিবন্ধী শিশুর হার মোট শিশুর (১%) থাকলেও মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অর্জনের মাত্র ১০% (চিত্র-১১)।

প্রকল্পের সহায়তাপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধী শিশুর তথ্য

এ প্রকল্পে প্রতিবন্ধী শিশুকে উপকারভোগী হিসেবে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। অন্যান্য শিশুর ন্যায় প্রতিবন্ধী শিশুরা শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা পেয়েছে এবং কেউ কেউ স্কুলে ভর্তি হয়েছে ও তারা শিশু বান্ধব কেন্দ্র ব্যবহার করছে। তবে প্রতিবন্ধী শিশু হিসেবে কোন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পায়নি। যেমন- চলাচলের জন্য উপকরণ (ছড়ি, হুইল চেয়ার, ক্রাচ), কানে শোনার জন্য হিয়ারিং এইড এবং লেখাপড়া করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকালে কোন অটিষ্টিক শিশু পাওয়া যায়নি।

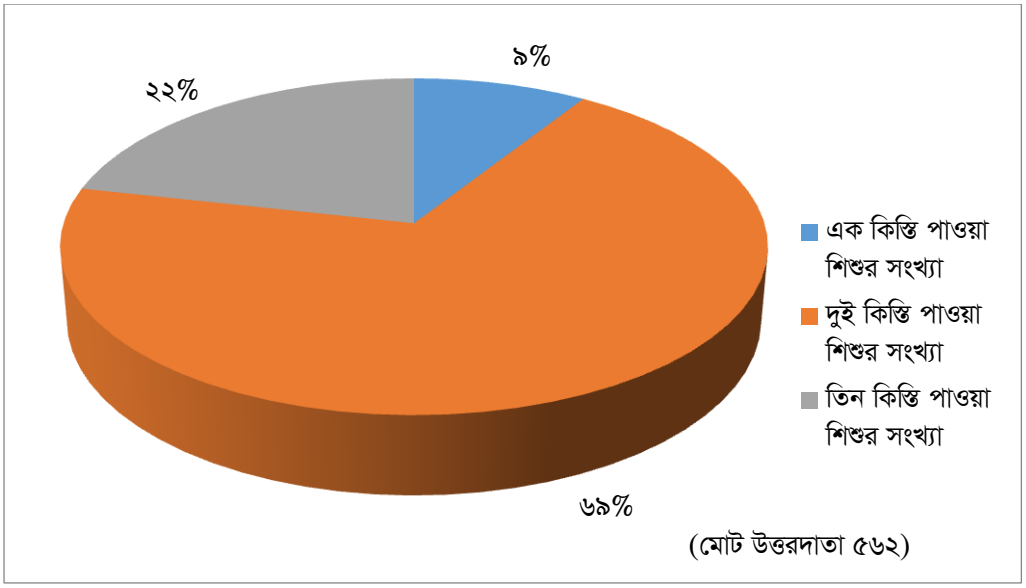

চিত্র- ১২: শর্তযুক্ত আর্থিক সহায়তা পাওয়া শিশুর কিস্তির বিবরণ (শতকরা)-পাই চার্ট

চিত্র-১২ এ লক্ষ্য করা যায় যে, তিন কিস্তি পাওয়া শিশুর সংখ্যা মাত্র ১২১ জন (২২%); বেশি সংখ্যক ৩৯০ জন (৬৯%) শিশু দুই কিস্তি পেয়েছে এবং ৫১ জন (৯%) শিশু মাত্র এক কিস্তি পেয়েছে। ৪১২ জন (৭৩%) বলেছে যে, কিস্তির মেয়াদ শেষ না হওয়ার কারণে তারা পরবর্তী কিস্তির টাকা পায়নি। বাকি ২৯ জন (৫%) কিস্তির টাকা না পাওয়ার কারণ বলতে পারেনি।

প্রথম কিস্তি পাওয়ার পর পরবর্তী কিস্তিতে শিশুর বাদ পড়ার কিছু প্রধান কারণ উত্তর দাতাগণ জানিয়েছেন তা হলো:

- মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়া;
- স্কুলে নিয়মিত উপস্থিত না থাকা;
- শিশু শ্রমে নিয়োজিত হওয়া বা করানো;
- শিশুর পরিবার এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে;
- শিশুকে বিদেশে আয় রোজগার করার জন্য পাঠিয়ে দেয়া।

ক.৪) শর্তযুক্ত প্রাপ্ত অর্থ ব্যয়ের তথ্য:

সারণী-২৬ কিস্তিতে পাওয়া অর্থ খরচের বিবরণ

খরচের খাত	উত্তর দাতার সংখ্যা (একাধিক উত্তর)%	মন্তব্য
লেখাপড়ার জন্য ব্যয়	৫৫৩ (৯৮%)	৯ জন প্রতিবন্ধী যারা সরাসরি লেখাপড়ার জন্য খরচ করেনি;
চিকিৎসা বাবদ ব্যয়	৮৮ (১৬%)	শিশুর ও পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসার জন্য;
পুষ্টিকর খাবার ক্রয়	৮৪ (১৫%)	শিশু ও পরিবারের সকলের পুষ্টিকর খাবারের জন্য;
অন্যান্য কাজে	৪৯৬ (৮৮%)	প্রধানত: আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে লাগিয়েছে, যেমন- গরু-ছাগল পালন, হাঁস-মুরগী পালন; রিক্সা-ভ্যান/নৌকা ক্রয়; কৃষি কাজে খাটানো; ব্যবসায় খাটানো। এ কাজগুলো থেকে যে আয় হয়, তা দিয়ে শিশুর লেখাপড়া, খাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

নোট: *প্রাপ্ত টাকা একই পরিবার একাধিক কাজে ব্যয় করেছে* **(একাধিক উত্তর প্রযোজ্য)**

সারণী-২৬ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৫৫৩ জন (৯৮%) উপকারভোগী শিশুর পরিবার লেখাপড়ার জন্য প্রাপ্ত টাকা ব্যয় করেছে। এদের মধ্যে লেখাপড়ার পাশাপাশি ১৬% চিকিৎসা ও ১৫% পুষ্টিকর খাবারের জন্য টাকা ব্যয় করেছে। অন্যান্য কাজের ব্যয় বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, অধিকাংশ পরিবার সকল টাকা সরাসরি লেখাপড়ার জন্য ব্যয় না করে বরং কিছু টাকা আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে লাগিয়েছে। এ আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের প্রাপ্ত লাভ থেকে শিশুর লেখাপড়া এবং পরিবারের অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয় মিটানো হচ্ছে।

ক.৫) শর্তযুক্ত আর্থিক সহায়তার সুফলঃ

শর্তযুক্ত আর্থিক সহায়তা পাওয়ার ফলে উপকারভোগী শিশু ও তার পরিবার অনেক সুফল পেয়েছে। উক্ত সুফলসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১) ঝরে পড়া শিশুর পুনরায় স্কুলে ভর্তি

নির্বাচিত প্রায় সকল শিশু অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের যাদের দৈনিক আয় দিয়ে নিয়মিত খাবার যোগাড় করা দুঃসাধ্য। এ সকল পরিবারের পক্ষে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া করানো প্রায় অসম্ভব। যদিও সরকার প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে বিনামূল্যে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছে, তবুও স্কুলের পোশাক, কোচিং ফি ইত্যাদি দিয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায়, পরিবারসমূহ শিশুদেরকে স্কুলে যাওয়ার পরিবর্তে বাড়িতে বা বাইরে আয় রোজগার করার জন্য পাঠিয়ে দেয়। শর্তযুক্ত অর্থ বিভিন্ন প্রকারের আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবারের আয় বৃদ্ধি হচ্ছে, যা দিয়ে উক্ত পরিবারের শিশুরা পুনরায় স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। তবে কিছু কিছু উপকৃত শিশুর পরিবার ব্যাংকে উক্ত অর্থ গচ্ছিত রেখে সেখান থেকে শিশুর লেখাপড়ার জন্য খরচ করছে। মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ৭৩ জন (১৩%) ঝরে পড়া শিশু শর্তযুক্ত আর্থিক সহায়তা পাওয়ার পর পুনরায় স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। এ সকল ঝরে পড়া শিশুর প্রায় সবাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র, শুধুমাত্র একজন উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্রী। নিম্নের সারণীতে (সারণী-২৭) এলাকা ভিত্তিক ঝরে পড়া শিশু পুনরায় স্কুলে ফিরে আসার বিবরণ দেওয়া হলো:

সারণী-২৭ ঝরে পড়া শিশু পুনরায় স্কুলে ভর্তি (সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য)

জেলা	উপজেলা	শিশুর বিবরণ (জন)			শ্রেণি	মন্তব্য
		ছেলে	মেয়ে	মোট		
প্রত্যন্ত এলাকা						
১. ময়মনসিংহ	১. ভালুকা	১	২	৩	প্রাইমারি	
২. জামালপুর	২. সরিষাবাড়ি	২	৪	৬	প্রাইমারি	
৩. নেত্রকোণা	৩. আটপাড়া	৩	৪	৭	প্রাইমারি	
৪. গাইবান্ধা	৪. ফুলছড়ি	২		২	প্রাইমারি	
৫. সাতক্ষীরা	৫. তালা	-	৩	৩	প্রাইমারি	
৬. খুলনা	৬. দাকোপ	-	-	-	-	
৭. পটুয়াখালী	৭. গলাচিপা	৬	১	৭	প্রাইমারি	
৮. বান্দরবান	৮. লামা	১	১	২	প্রাইমারি	
৯. কক্সবাজার	৯. উখিয়া	৯	১	১০	প্রাইমারি	হাইস্কুল -১
	মোট (প্রত্যন্ত এলাকা)	**২৪**	**১৬**	**৪০**		
	শতকরা (প্রত্যন্ত এলাকা)	**৬০**	**৪০**	**১০০**		
সদর উপজেলা:	১০. ভোলা সদর	৩	৮	১১	প্রাইমারি	
	১১. বরগুনা সদর	-	১	১	প্রাইমারি	
	১২. কক্সবাজার সদর	৭	৬	১৩	প্রাইমারি	
	মোট (সদর উপজেলা)	**১০**	**১৫**	**২৫**		
	শতকরা (সদর উপজেলা)	**৪০**	**৬০**	**১০০**		
সিটি কর্পোরেশন:	১৫. সিলেট	৩	২	৫	প্রাইমারি	
	১৬. রংপুর	-	-	-		
	১৭. খুলনা	২	১	৩	প্রাইমারি	
	মোট (সিটি কর্পোরেশন)	**৫**	**৩**	৮	প্রাইমারি	
	শতকরা (সিটি কর্পোরেশন)	৬৩	৩৭	১০০		
	সর্বমোট এলাকা	**৩৯**	**৩৪**	**৭৩**		
	মোট শতকরা	**৫৩**	**৪৭**	**১০০**		

২) উপকৃত পরিবারের আয় বৃদ্ধি

উপকারভোগী বেশিরভাগ শিশুর পরিবার অত্যন্ত দরিদ্র এবং তাদের নিয়মিত আয়ের সুযোগ সীমিত ছিল। এ টাকা পাওয়ার পর তারা বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে যেমন- হাঁস-মুরগী পালন, সব্জিচাষ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, জমি বন্ধক, গরু-ছাগল পালন, ইত্যাদি কাজে অর্থ ব্যবহার করে পরিবারের জন্য অতিরিক্ত আয়ের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে সেলাই মেশিন কিনে দর্জির কাজ করছেন।

ক. ৬) শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যাঃ

পরিবীক্ষণকালে শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রকার সমস্যা বা অনিয়ম হয়েছে কিনা তা জানতে চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু এলাকায় নিমোক্ত সমস্যাগুলো পাওয়া গিয়েছেঃ

- ২-৩ টি এলাকায় (রংপুর ও তালা) ব্যাংক উপকারভোগীদের কাছ থেকে কিছু টাকা (৫০০-১০০০ টাকা) কেটে রেখেছে;
- উখিয়াতে অনলাইনে ব্যাংকে টাকা পাঠানোর সময় নামের বানান ভুলের কারণে ৮টি শিশুর পরিবারের ব্যাংক হিসাবে তৃতীয় কিস্তির টাকা জমা হয়নি, যা বাস্তবায়নকারী এনজিও ইউনিসেফ বাংলাদেশকে জানিয়েছে;
- সরকারি অর্থ ছাড়ে বিলম্বের কারণে কিস্তি পেতে বিলম্ব হয়েছে।

ক.৭ শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা (সিসিটি) কার্যক্রমটি প্রকল্প সমাপ্তির পরেও কীভাবে চলমান রাখা যায় সে সম্পর্কে প্রস্তাবিত কৌশলঃ

ঝুঁকিপূর্ণ শিশুরা সিসিটি কার্যক্রমের মাধ্যমে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে যা প্রকল্পের দৃশ্যমান অর্জন। উপকৃত শিশুরা শিশু শ্রমের ঝুঁকি ও শিশু বিবাহের মত ক্ষতিকর সামাজিক রীতির কবল থেকে মুক্ত হয়েছে। শিশুদের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা চলমান রাখার জন্য তাই ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মসূচি দুর্যোগপূর্ণ সকল উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে অতি সামান্য সার্ভিস চার্জ ধার্য করে দরিদ্র পরিবারের আর্থিক উন্নয়নের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর দীর্ঘদিন ধরে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ইইসিআর প্রকল্প এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের পরিবারকে ন্যূনতম সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ করে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করার জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে সিসিটি কার্যক্রম চলমান রাখা যেতে পারে। শিশুদেরকে বাছাইয়ের জন্য কেইস ম্যানেজমেন্ট ফরম পূরণ করার প্রক্রিয়া পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করা ও নিয়মিত মনিটর করা নিশ্চিত করতে হবে।

খ) শিশু বান্ধব কেন্দ্র (CFS) কার্যক্রম

শিশু বান্ধব কেন্দ্র (CFS) শহর, গ্রাম বা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের এলাকাসমূহে গড়ে ওঠা এমন একটি কাঠামোগত স্থান যেখানে শ্রমে নিয়োজিত শিশু, প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত/ঝুঁকিগ্রস্ত শিশু কিংবা স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিশুদের শিশু বান্ধব পরিবেশে শারীরিক, মানসিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়ক সেবাসমূহ প্রদান করা হয়। এলাকার মধ্যে স্থাপিত এসব কেন্দ্রে শিশুদেরকে গঠনমূলক শিক্ষা, সামর্থ্য ভিত্তিক শিক্ষা, ছবি আঁকা, খেলা-ধুলা, নাটক-গান বাজনা ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুর মানসিক বিকাশে সহায়তা করা হয়।

খ.১) শিশু বান্ধব কেন্দ্রের উদ্দেশ্যঃ

- শিশুদের দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদী সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করা;
- শিক্ষা বঞ্চিত ও স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া;
- ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম থেকে ফিরিয়ে এনে শিক্ষামুখী করা;
- শিশুদের আত্ম-নির্ভরশীল করে গড়ে তোলা;
- দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের বিকাশ, শিখন এবং তাদেরকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার সুযোগ সৃষ্টি করা;
- শিশু বিকাশ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে যথাযথ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে শিশুকে সম্পৃক্ত করা;
- জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্ম-বিশ্বাস সৃষ্টি করা;
- দুর্যোগ মোকাবেলায় শিশুদেরকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা।

খ.২) শিশু বান্ধব কেন্দ্র ব্যবহারকারী:

শিশু বান্ধব কেন্দ্র এলাকার সকল দু:স্থ ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশুর জন্য উন্মুক্ত। কাজ এবং কেন্দ্র ব্যবহারের সুবিধার জন্য শিশুদেরকে বয়সভেদে চারটি ভাগে ভাগ করে:

- ৫ বৎসর পর্যন্ত
- ৬-৯ বৎসর পর্যন্ত
- ১০-১৪ বৎসর পর্যন্ত
- ১৫-১৮ বৎসর পর্যন্ত

ফটো- ২ উখিয়া CFS এ খেলনা কর্নার

খ.৩) শিশু নির্বাচনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য:

- আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া শিশু
- ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু
- বিপদাপন্ন শিশু
- মাতা-পিতার যত্ন বঞ্চিত শিশু
- প্রতিবন্ধী শিশু

পরিদর্শিত শিশু বান্ধব কেন্দ্রে শিশুদের বিনোদন ও শিক্ষার জন্য ৪ - ৭টি স্থান/কর্নার নির্দিষ্ট করা আছে (চিত্র-১৩)। যেমন- ছবি আঁকা/আর্ট কর্নার, খেলনা কর্নার (ছোট খেলনা), খেলা কর্নার (বড় খেলনা), লাইব্রেরী/বই কর্নার, সামর্থ্য ভিত্তিক শিক্ষা (Ability Based Learning), মিউজিক কর্নার/গান শেখা, কম্পিউটার কর্নার। প্রতিটি কর্নারে শিশুদেরকে সহায়তা করার জন্য একজন অভিজ্ঞ কর্মী নিয়োজিত আছে। তাছাড়া এ কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুরা বিভিন্ন দিবস পালন করে যেমন- বিশ্ব শিশু দিবস, স্বাধীনতা দিবস, মাতৃভাষা দিবস ইত্যাদি। শিশুরা একাধিক ব্যাচে বিভক্ত হয়ে এ কেন্দ্র ব্যবহার করে। বয়সভেদে কেন্দ্র ব্যবহারকারী শিশুদেরকে চারটি ভাগে বিভক্ত করে সেবা প্রদান করা হয়।

এই কেন্দ্রের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী এলাকায় সমাজ ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি ও কিশোর-কিশোরীদের সহায়তায় সচেতনতামূলক সামাজিক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়, যেমন- শিশু বিবাহ বন্ধ, শিশু শ্রম নিরুৎসাহিত করা, শিশুর ওপর শারীরিক নির্যাতন বন্ধ; বিপদাপন্ন শিশুর কেইস ম্যানেজমেন্ট; মোবাইল ফোনের মাধ্যমে হেল্প লাইন ব্যবহার করে বিপদাপন্ন/ঝুঁকিপূর্ণ শিশুকে রক্ষা করা এবং আইনি সহায়তা দান করা।

খ.৪) শিশু বান্ধব কেন্দ্রের কার্যক্রমঃ

চিত্র-১৩ শিশু বান্ধব কেন্দ্রের কার্যক্রম

খ.৫) শিশু বান্ধব কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা

এনজিও কর্মীর মাধ্যমে সিএফএস পরিচালিত হয়। সিবিসিপিসি কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রম ফলোআপ করে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়। সেন্টার পরিচালনার সার্বক্ষণিক দায়িত্বে থাকেন সেন্টার ব্যবস্থাপক, তাকে সহযোগিতা করেন এ্যানিমেটর, অর্গানাইজার ও সমাজ কর্মী। তথ্য সংগ্রহকালে দেখা যায় যে, শিশুরা বিভিন্ন কর্নার ব্যবহার করছে এবং স্কুলে আসা শিশুরা বিরতির সময় কেন্দ্রের বিভিন্ন সেবা নেয়। সিএফএস-এর কারণে এলাকায় শিশু-কিশোরদের মধ্যে একটি জাগরণের সৃষ্টি হয়েছে এবং কেন্দ্রকে ঘিরে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে।

খ.৬) শিশু বান্ধব কেন্দ্র-এর পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার কার্যক্রম

শিশু বান্ধব কেন্দ্র সরাসরি ইউনিসেফের প্রকিউরমেন্ট ডিভিশন থেকে নিয়োজিত কন্ট্রাক্টর দ্বারা বা পার্টনার এনজিও কর্তৃক নিয়োগকৃত কন্ট্রাক্টর দ্বারা নির্মিত হয়েছে। পার্টনার এনজিও ইউনিসেফের অনুমোদনক্রমে তাদের নিজস্ব প্রকিউরমেন্ট পলিসি অনুসরণ করে নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ করেছে ও উপকরণ/সরঞ্জাম ক্রয় করেছে।

পরিবীক্ষণ দল মাঠ পর্যায়ে যেসকল সিএফএস পরিদর্শন করেছে তা একই নক্সা/ডিজাইনের নয়।

ফটো-৩ তেরোরতন CFS, সিলেট

পরিদর্শিত সিএফএস-এর মধ্যে কিছু স্বল্প পরিসরের, আবার কিছু বড় পরিসরের দেখা গিয়েছে। সবগুলো সিএফএস-এর মেঝে পাকা এবং দেয়াল অর্ধেক পাকা, বাকি অংশ বাঁশের অথবা টিনের বেড়া দিয়ে তৈরি করা। তবে সকল সিএফএস-এর কক্ষে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস আছে। সিএফএস সংলগ্ন টয়লেট ও টিউবওয়েলের/পানির ব্যবস্থা আছে। সকল সিএফএস-এ বিদ্যুৎ সংযোগ আছে। প্রকল্পের পার্টনার এনজিও ইউনিসেফের গাইডলাইন অনুযায়ী সিএফএস পরিচালনা করছে। তবে এনজিওসমূহের মধ্যে সম্পদ ব্যবহার ও বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে ভিন্নতা লক্ষ্য করা গেছে। এর কয়েকটি কারণ হলো:

- সিএফএস স্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত জায়গার অভাব;
- জনবল ও পরিচালনায় ভিন্নতা।

সারণী-২৮ পরিদর্শিত শিশু বান্ধব কেন্দ্রের তালিকা

জেলা	উপজেলা	পরিদর্শিত শিশু বান্ধব কেন্দ্রের সংখ্যা			পরিদর্শনের তারিখ
		স্থায়ী	অস্থায়ী	মোট	
সিলেট	সদর, সিটি কর্পোরেশন	২	০	২	১৪-১৫/৩/২০১৬
খুলনা	দাকোপ	২	৪	৬	১৯-২০/৩/২০১৬
বাগেরহাট	মংলা	০	৩	৩	২১/৩/২০১৬
কক্সবাজার	উখিয়া	২	০	২	১৪-১৫/৩/২০১৬
	মোট:	৬	৭	১৩	

পরিদর্শিত স্থায়ী ও অস্থায়ী শিশু বান্ধব কেন্দ্রের মধ্যে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। কেন্দ্রসমূহের মধ্যে যে পার্থক্য পাওয়া গেছে তা নিম্নরূপ:

স্থায়ী ও অস্থায়ী শিশু বান্ধব কেন্দ্রের তুলনামূলক চিত্র:

স্থায়ী শিশু বান্ধব কেন্দ্র	অস্থায়ী শিশু বান্ধব কেন্দ্র
● পরিসর বড় এবং খোলা মেলা পরিবেশ ● নিজস্ব জমিতে বা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চত্তরে কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে ● অর্ধেক পাকা দেওয়াল বাকি অর্ধেক টিন/বাঁশের বেড়া ● মেঝে পাকা ● ঘরের চাল টিনের ● স্বাস্থ্যসম্মত পাকা পায়খানা ● পাকা প্লাটফর্মসহ টিউবওয়েল ● ৫০-১০০ জন একসাথে ব্যবহার করতে পারে ● বিষয় ভিত্তিক ৭টি কর্নার আছে ● সর্বনিম্ন ৩ থেকে সর্ব্বোচ্চ ১৪জন স্টাফ আছে	● পরিসর ছোট ● নিজস্ব জমিতে এবং কিছু ভাড়া বাড়ীতে কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে ● সম্পূর্ণ টিনের বেড়া ● মেঝে পাকা ● ঘরের চাল টিনের ● স্বাস্থ্যসম্মত পাকা পায়খানা ● পাকা প্লাটফর্মসহ টিউবওয়েল ● ৪০-৫০ জন এক সাথে ব্যবহার করতে পারে ● বিষয় ভিত্তিক ৪টি কর্নার ● মোট ৩জন স্টাফ আছে

স্থায়ী কেন্দ্রসমূহ আকারে বড় ফলে শিশুদের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ। অধিকাংশ স্থায়ী কেন্দ্রে ৭টি দৃশ্যমান কর্নার আছে যা চিত্র-১৩ তে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু অস্থায়ী কেন্দ্রে ছোট পরিসরের এবং বিষয় ভিত্তিক কর্নারের সংখ্যা ৪। স্থায়ী কেন্দ্রে এনজিও স্টাফ সংখ্যা বেশি (সর্বনিম্ন ৩ থেকে সর্বোচ্চ ১৪ জন)।

৩.২.৩ সামাজিক রীতি পরিবর্তন

ক) কিশোর-কিশোরীদের কারিগরি সহায়তাদান ও প্রধান এ্যাক্টরদের সক্ষমতাবৃদ্ধি করা:

জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ স্বীকৃতি দিয়েছে যে, কিশোর-কিশোরীগণ একটি ভিন্ন জনগোষ্ঠী, যাদের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম হাতে নেয়া প্রয়োজন, যাতে এই জনগোষ্ঠীটি ব্যক্তি ও জাতীয় উন্নতিতে অবদান রাখতে পারে। প্রকল্প সামাজিক রীতি পরিবর্তনে কিশোর-কিশোরীগণকে একটি বড় সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রমের আওতায় কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠন, কিশোর-কিশোরীদেরকে শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা ও স্টাইপেন্ড প্রদানের মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিগত উন্নয়ন ও আয় বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ (জীবন দক্ষতা, শিশু

বিকাশ, নেতৃত্ব তৈরি ইত্যাদি বিষয়) প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করছে। প্রকল্পের অধীনে ৩৮৩৪ জন কিশোর-কিশোরীকে শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা এবং ৫৭০২ জনকে স্টাইপেন্ড প্রদান করা হয়েছে। কিশোর-কিশোরী পিয়ার গ্রুপের দল গঠন করা হয়েছে ১৬৭৪টি এবং পিয়ার গ্রুপের সদস্যগণ অন্যান্য সদস্যগণকে শিশু অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ে এবং ক্ষতিকর সামাজিক রীতি পরিবর্তনে কাজ করার জন্য সক্ষমতা তৈরি করছে। সামাজিক রীতি পরিবর্তন বিশেষ করে শিশু বিবাহ, শিশু শ্রম ও শারীরিক নির্যাতন বন্ধে পথ নাটক, মিথস্ক্রিয় জনপ্রিয় নাটক, পট গান, র‍্যালিতে অংশগ্রহণ, দিবস পালন ও কমিউনিটি সংলাপের আয়োজন করেছে ফলে সমাজে একটি ইতিবাচক পরিবেশ তৈরিতে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

খ) উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ (C4D)

সামাজিক রীতি পরিবর্তনের পার্টনার এনজিও উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ (C4D) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। কমিউনিটিকে ক্ষমতায়িত করার মাধ্যমে সমাজের নেতিবাচক চর্চা বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণে পরিবর্তন আনা এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য। প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে একটি, জেলা পর্যায়ে ৭টি এবং উপজেলা পর্যায়ে ২১ টি ফোরাম গঠন করা হয়েছে। ৩সি (শিশু শ্রম, শিশু বিবাহ ও শারীরিক শাস্তি) এবং ৮টি আচরণ (এআরআই, ইবিএফ, এইচআইভি/এইডস, আঘাত প্রতিরোধ, জরুরিকালীন প্রস্তুতি ও সাড়া প্রদান এবং জন্ম নিবন্ধন)-এ সকল বিষয়ে সামাজিক পরিবর্তন আনয়নে এ ফোরাম কাজ করে। যেসকল কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সাথে সম্পৃক্ত তারা এলাকার জনগণকে শিশু বিবাহ, শিশু পুষ্টি এবং শিশু শ্রম বিষয়ে সচেতন করার জন্য কাজ করে। এ কাজের মধ্যে আরো আছে- কমিউনিটি সংলাপ, কমিউনিটি তথ্য বোর্ড তৈরি ও কমিউনিটি রেডিও কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

৩.৩ প্রকল্প সম্পর্কে উপকারভোগী পরিবার ও শিশুদের ধারণা,অর্জিত জ্ঞান এবং সামাজিক রীতি পরিবর্তন বিষয়ে মতামত:

ক) প্রকল্প সম্পর্কে উপকারভোগী পরিবার ও শিশুদের ধারণা:

সাক্ষাৎকারদানকারী সকলেই বলেছেন যে, তারা এ প্রকল্প সম্পর্কে জানেন। তাদের মতে "*এ প্রকল্পের মাধ্যমে স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিশুকে পুনরায় স্কুলে পাঠানোর জন্য মাতা-পিতা বা অভিভাবকের মাধ্যমে শিশুকে নগদ অর্থ সহায়তা দেয়। শিশু বান্ধব কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে শিশুদের খেলা-ধুলা ও বুদ্ধি বিকাশে সহায়তা দেয় এবং বিশেষ কোচিং এর মাধ্যমে ঝরে পড়া শিশুদের স্কুলগামী করা হয়। তাছাড়া স্কুল ত্যাগ (শিক্ষা সমাপ্ত বা অসমাপ্ত রেখে) করা কিশোর-কিশোরীদের আয় রোজগারের জন্য এককালীন আর্থিক সহায়তা দেয়।*"

সাক্ষাৎকার দাতা/তথ্যদাতা প্রকল্প থেকে যেসকল সহায়তা পাওয়ার কথা বলেছেন, তা নিম্নের সারণীতে বর্ণনা করা হলো (সারণী-২৯):

সারণী-২৯ সাক্ষাৎকার দানকারী শিশু ও শিশুর পরিবারের প্রকল্পের সেবা সম্পর্কে তথ্য

প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সেবার বিবরণ	সেবাপ্রাপ্ত শিশু/পরিবার সংখ্যা ও শতকরা হার	
	সংখ্যা	শতকরা (%)
আর্থিক সহায়তা	৫৬২	১০০%
জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ	৫৬২	১০০%
শিশু শ্রম থেকে রক্ষা	১১৫	২০%
শিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করা	২০০	৩৬%
শিশু বিবাহ রোধ করা	১৬৩	২৯%
শিশুকে যে কোন ঝুঁকি থেকে রক্ষা করা	৪৫	৮%
আইনি সহায়তা	৯	২%
স্বাস্থ্য সুবিধা (রেফারেল)	২৬	৫%
অন্যান্য (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, যৌতুক, পুষ্টিকর খাবার, আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ)	১৩	২%

সকল অংশগ্রহণকারী/তথ্যদাতা এবং শিশু ও কিশোর-কিশোরীগণ বলেছেন যে, এ প্রকল্প সকল উপকারভোগী শিশুর ১০০% জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করেছে, যা শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা পাওয়ার প্রথম শর্ত। সকল উত্তরদাতা শিশুর পরিবার শর্তযুক্ত অর্থ পেয়েছে। উত্তর দাতাদের মধ্য থেকে শতকরা ২০ জন বলেছেন, প্রকল্পের কারণে তাদের এলাকায় শিশু শ্রমে যায় না; শতকরা ২৯ জন শিশুর পরিবার বিবাহ রোধে সহায়তা করেছে। যেমন- শিশুর মাতা-পিতাকে পরামর্শ দান করেছে, বাধা দিয়েছে,

ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বারকে জানিয়েছে, থানায় জানিয়েছে। শতকরা ৩৬ জন বলেছে যে, শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা প্রদানের কারণে শিশুদের লেখাপড়া নিশ্চিত হয়েছে। খুব অল্প সংখ্যক (৫%) বলেছে যে প্রকল্পের কর্মীরা তাদেরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন চিকিৎসা কেন্দ্রে রেফার করেছে। মাত্র ২% উত্তরদাতা বলেছে যে, তাদের শিশুরা প্রকল্পের মাধ্যমে আইনি সহায়তা পেয়েছে।

খ) সামাজিক বিষয় সম্পর্কে শিশুদের জ্ঞান ও মতামত:

খ.১) শিশুর বয়স সম্পর্কে ধারণা:

কা'দেরকে শিশু বলে সে বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে ৪২৭ জন (৭৬%) বলেছেন, ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত বয়সী ব্যক্তিকে শিশু বলে। শতকরা ৭ ভাগ (৩৯ জন) বলেছেন, ১২ বছরের নিচে যাদের বয়স, শতকরা ২ ভাগ (১১ জন) বলেছেন, ১৬ বছর এবং শতকরা ২ ভাগ বলেছে ১২ বছর। বাকি শতকরা ১৩ জন বলেছেন শিশুর বয়স সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা নেই।

খ.২) শিশু অধিকার সম্পর্কে ধারণা:

শতকরা ৭২ ভাগ বলেছেন শিশু অধিকারের কথা শুনেছেন, শতকরা ২৮ ভাগ বলেছেন তারা শিশু অধিকারের কথা শুনেননি বা জানেন না। শিশু অধিকারের বিষয়গুলো কি সে বিষয়ে উত্তর দাতাগণের মধ্যে বেশির ভাগই এক থেকে দু'টি বিষয় সম্পর্কে জানেন। শতকরা ৫৮ ভাগ বলেছেন বেঁচে থাকার অধিকার, ৪৩ ভাগ বলেছেন মানসিক বিকাশের অধিকার, ২৭ ভাগ বলেছেন সুরক্ষার অধিকার এবং ২৮ ভাগ বলেছে সমাবেশ/সভায় অংশ গ্রহণের অধিকার।
উপরের তথ্য বিশ্লেষণ থেকে বলা যায় যে, প্রকল্প এলাকার মাতা-পিতা, শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে শিশুদের বয়স, বিবাহের জন্য উপযুক্ত বয়স ও এবিষয়ে সরকারের নির্দেশ, শিশু শ্রম, শিশু নির্যাতন ও যৌতুক বিষয়ে বেশিরভাগেরই পরিষ্কার ধারণা আছে।

ফটো-৪ দলীয় আলোচনা (এফজিডি) দাকোপ

খ.৩) বিয়ের বয়স সম্পর্কে তথ্যদাতাদের ধারণা:

শতকরা ৮১ ভাগ বিয়ের বয়স ১৮ বছর হওয়া উচিত বলে মনে করেন। শতকরা ৯ ভাগ মনে করেন বিয়ের বয়স ১৬-১৭ বছর, শতকরা ৮ ভাগ মনে করেন ১৪-১৬ বছর এবং শতকরা ১ ভাগ মনে করেন বিয়ের বয়স ১৪ বছরের নিচে হওয়া উচিত। উল্লিখিত তথ্য থেকে বুঝা যায় যে, বেশিরভাগ উত্তর দাতাই বিয়ের সঠিক বয়স সম্পর্কে জানেন।

শিশু বিবাহের বর্তমান অবস্থা:

এলাকায় শিশু বিবাহের অতীত ও বর্তমান অবস্থা বিষয়ে আলোচনাকালে অংশ গ্রহণকারীগণ প্রত্যেকেই খোলা মনে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। আলোচনায় প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নের চিত্রে বর্ণনা করা হলো:

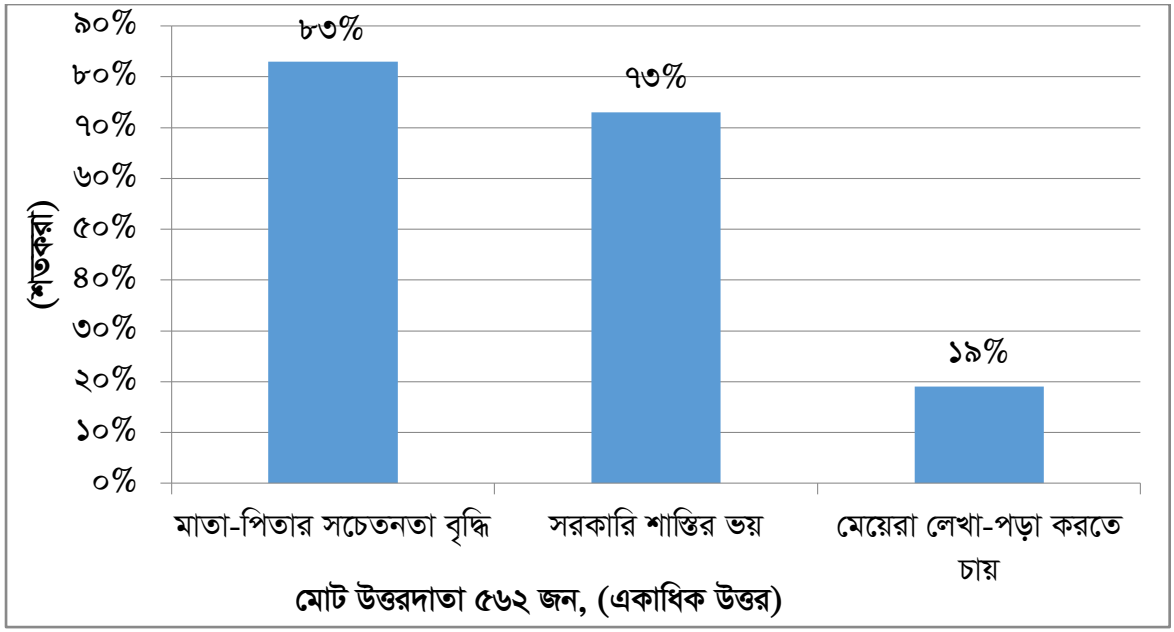

চিত্র-১৪ শিশু বিবাহ কমার কারণ (শতকরা)- লেখ চিত্র (একাধিক উত্তর)

শতকরা ৯৮ ভাগই অভিমত দিয়েছেন যে, শিশু বিবাহ কমেছে (চিত্র-১৪)। শতকরা ২ ভাগ বলেছেন শিশু বিবাহ কমেনি। শিশু বিবাহ কমার কারণ হিসেবে শতকরা ৮৩ ভাগ বলেছেন, মাতা-পিতা সচেতন হয়েছে, ৭৩ ভাগ বলেছে সরকারি শাস্তির ভয়ে এবং শতকরা ১৯ ভাগ বলেছে মেয়েরা লেখাপড়া করতে চায় বলে শিশু বিবাহ কমেছে। শিশু বিবাহ না কমার কারণ হিসেবে শতকরা ১ ভাগ বলেছে মাতা-পিতা সচেতন হয়নি বলে এবং এক ভাগ বলেছে সামাজিক নিরাপত্তার অভাব আছে বলে।

শিশু বিবাহ বন্ধে পদক্ষেপ:
শতকরা ৮৮ ভাগ বলেছে শিশু বিবাহ বন্ধের জন্য অভিভাবকদের পরামর্শ দেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তারা বাধাও দেন। শতকরা ৩৪ ভাগ বলেছেন শিশু বিবাহের কথা জানতে পারলে তারা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য অথবা থানাকে জানান।

খ.৪) যৌতুক:
শতকরা ৭১ ভাগ বলেছে বিয়ের সময় যৌতুক দিতে হয়। শতকরা ২৫ ভাগ বলেছে যৌতুক দিতে হয় না। বাকি ৪ ভাগ বলেছে যে, তারা জানে না। শতকরা ৬৭ ভাগ বলেছে আগের তুলনায় যৌতুক দেয়া কমেছে। আর শতকরা ১৬ ভাগ বলেছে কমেনি।শতকরা ৪৮ ভাগ বলেছে সরকারের যৌতুক বিরোধী আইনের ভয়ে, শতকরা ৪৭ ভাগ বলেছে জনগণ সচেতন হয়েছে এবং শতকরা ২৯ ভাগ বলেছে মেয়েদের শিক্ষার হার বাড়ার কারণে যৌতুক দেয়ার হার কমেছে।

খ.৫) এলাকায় শিশু শ্রম সম্পর্কে ধারণা:
শতকরা ৬২ ভাগ বলেছে এলাকায় শিশু শ্রম নেই এবং ৩৬ ভাগ বলেছে শিশু শ্রম আছে। বাকি ২ ভাগ কোন মতামত দেয়নি। যেসব এলাকায় শিশু শ্রম আছে, সেসব এলাকার উত্তরদাতাগণের মধ্যে শতকরা ৩৩ ভাগ বলেছে তাদের পরিবারের শিশু শ্রম দেয় না। শতকরা ৩ ভাগ উত্তর দাতা বলেছে তাদের পরিবারের শিশুরা শিশু শ্রম দেয়। পূর্বের তুলনায় শিশু শ্রম কমেছে কিনা এ বিষয়ে শতকরা ৯৩ ভাগ বলেছেন শিশু শ্রম কমেছে। মাত্র ৫ ভাগ বলেছে শিশু শ্রম কমেনি।শিশু শ্রম কমার কারণ হিসেবে শতকরা ৭০ ভাগ বলেছেন মাতা-পিতার সচেতনতা বেড়েছে বলে শিশু শ্রম কমেছে। শতকরা ৬৪ ভাগ বলেছে সরকারের শিক্ষা সহায়তার কারণে শিশু শ্রম কমেছে। শিশু শ্রম না কমার কারণ হিসেবে উত্তর দাতাদের মধ্যে শতকরা ১৭ ভাগ বলেছে মাতা-পিতা সচেতন নন, শতকরা ৪ ভাগ বলেছে দরিদ্রতা আর শতকরা ৪ ভাগ বলেছেন শিক্ষা সহায়তার অভাব আছে বলে।

খ.৬) স্কুলে শারীরিক শাস্তি বিষয়ে অভিমত:
শিশুদেরকে স্কুলে শারীরিক শাস্তির বিষয়ে শতকরা ৯১ ভাগ বলেছে শিক্ষকগণ এখন আর শারীরিক শাস্তি দেন না। মাত্র ৮ ভাগ বলেছে এখনো স্কুলে শারীরিক শাস্তি দেয়া হয়। শাস্তি দেয়া কমার কারণ হিসেবে শতকরা ১২ ভাগ বলেছেন যে, সরকারি নির্দেশ থাকা, ছেলে-মেয়েকে শাস্তি প্রদান মাতা-পিতা পছন্দ করেন না এবং ছেলে-মেয়েদের স্কুলে আসার স্বাভাবিক আগ্রহ ধরে রাখা।

৩.৩.১ উপকারভোগী কিশোর কিশোরীদের সাথে পরিচালিত এফজিডি এর ভিত্তিতে প্রাপ্ত সমন্বিত ফলাফল

এফজিডি সেশন থেকে কিশোর-কিশোরীদের সাথেশিশু শ্রম,বাল্য বিবাহ, শিশু নির্যাতন, যৌতুক, শিশু সুরক্ষা, শিশুর বিনোদন, শিশু শিক্ষা, শিশুর মত প্রকাশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিশুর অংশগ্রহণ এবং ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বৈষম্য এ দশটি বিষয়ে আলোচনা করে তাদের মতামত তিনটি ক্যাটাগরিতে স্কোরের মাধ্যমে প্রদান করতে বলা হয়েছে। স্কোরের জন্য প্রতিটি বিষয়ের জন্য ১০০ নম্বর ধরা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ে অংশগ্রহণকারীগণ ১০০ নম্বরকে অবস্থার উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে তিনটি ভাগে ভাগ করেছে- উত্তম, সন্তোষজনক এবং উন্নত হয়নি।

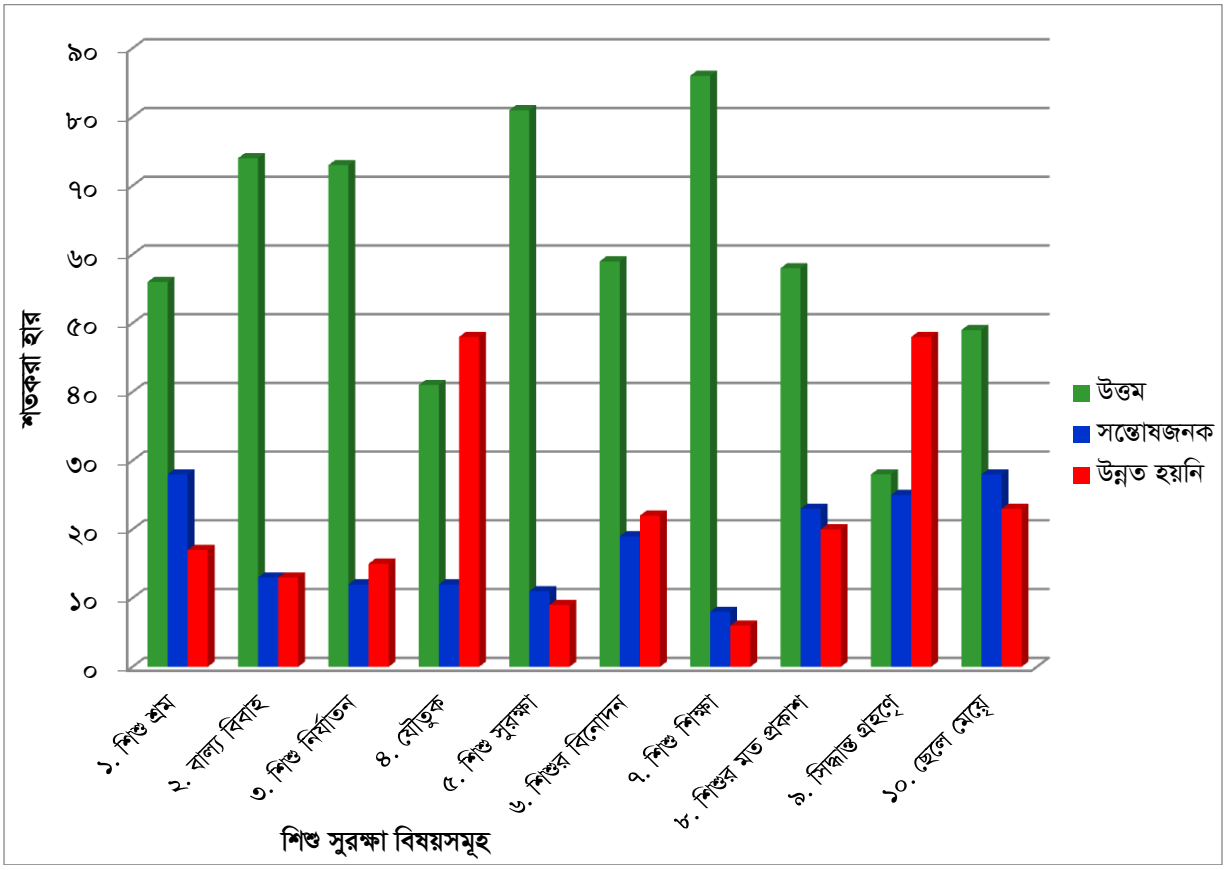

চিত্র- ১৫ শিশু সুরক্ষার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কিশোর কিশোরীদের মতামত (স্তর বিন্যাস পদ্ধতি)-লেখ চিত্র

অংশগ্রহণকারীদের মতে এ প্রকল্প থেকে সবচেয়ে ভাল ফলাফল এসেছে শিশু শিক্ষায়, যেখানে অনেক ঝরে পড়া শিশু বর্তমানে স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে (চিত্র-১৫)। শিশুর পরিবারে কিছুটা আর্থিক স্বচ্ছলতা শিশু সুরক্ষায় সহায়ক হয়েছে। যেসকল শিশু কেন্দ্র ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে তারা মনে করে যে, শিশুর বিনোদনের সুযোগ বেড়েছে। মা-বাবার সচেতনতা ও স্কুলে ছাত্রদেরকে শারীরিক শাস্তি না দেয়ার জন্য এবং সরকারি আইনের কারণে শিশু নির্যাতন কমেছে। অংশ গ্রহণকারীদের মতে যদিও শিশু বিবাহ পূর্বের মত প্রকাশ্যে হচ্ছে না, তবে এখনও গোপনে শিশু বিবাহ হচ্ছে। কেউ কেউ মেয়েকে তার মামা বাড়ি নিয়ে বিয়ে দিয়ে দেন। যৌতুক প্রথা প্রকাশ্যে কম দেখা গেলে ও বাস্তবে এখনো আছে।

৩.৩.২ এফজিডি সেশনে শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত ১০টি বিষয়ে উপকারভোগী এবং উপকারভোগী নয় (কন্ট্রোল গ্রুপ) কিশোর-কিশোরীদের সাথে আলোচনার তুলনামূলক চিত্রঃ

উপকারভোগী এবং উপকারভোগী নয় (কন্ট্রোল গ্রুপ) কিশোর-কিশোরীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য

আলোচ্য বিষয়	কিশোর-কিশোরীদের সাথে আলোচনার তুলনামূলক চিত্র (জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও চর্চা)	
	উপকারভোগী	উপকারভোগী নয়
১. শিশু শ্রম	শিশু শ্রমে শিশু শারীরিক ঝুঁকিতে পড়ে যেমন- শরীরের গড়ন দুর্বল হয়। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে। লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। গৃহ শ্রমে গেলে নির্যাতনসহ যৌন হয়রানির শিকার হতে হয়।	শিশু শ্রম আছে কিন্তু আগের চেয়ে কমেছে সরকারের আইনের ভয়ে।
২. শিশু বিবাহ	মেয়ে/ছেলের বিয়ের বয়স সম্পর্কে সবাই জানে। মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স-১৮ বছর এবং ছেলেদের বয়স ২১। এর আগে বিয়ে হলে তাকে শিশু বিবাহ বলে। বাল্য বিবাহে মা ও শিশু বিভিন্ন ঝুঁকির মধ্যে থাকে। যেমন- শারীরিক ঝুঁকি, অপুষ্ট শিশুর জন্ম, নিজের ও শিশুর অপুষ্টি, ঝুঁকিপূর্ণ প্রসব, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাওয়া বিষয়ে সচেতন করা হয়। অংশ গ্রহণকারী কিশোর-কিশোরীগণ যথাক্রমে ২৮ ও ২২ বছর বয়সে বিয়ে করতে চায়।	কিশোর-কিশোরীদের মতে ছেলে-মেয়েদের মতে সরকারি আইন হলো: ছেলের বিয়ের বয়স ২১ বছর ও মেয়ের ১৮ বছর। অল্প বয়সে বিয়ে করলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়, মায়ের মৃত্যু হতে পারে। অংশগ্রহণকারী কিশোরগণ ২৮ বছর বয়সে এবং কিশোরীগণ ২১ বছর বয়সে বিবাহ করতে চায়।
৩. শিশু নির্যাতন	পরিবার ও বিদ্যালয়ে শিশু নির্যাতন কমেছে। শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে সরকারি আইন তৈরি হয়েছে এবং প্রায় সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণই এই নিয়ম মেনে চলেন। শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে সমাজে সচেতনতা তৈরি হয়েছে। মাতা-পিতাও এখন বিদ্যালয়ে শিশু নির্যাতনের শিকার হোক তা পছন্দ করেন না। কিশোর-কিশোরীগণ শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করছে। শিশু শ্রমিকদের কর্মস্থলে নির্যাতনের বিরুদ্ধে কিশোর-কিশোরীগণ মালিকের সাথে কথা বলে।	শিশু নির্যাতন আগের চেয়ে কমেছে। স্কুলে শিক্ষকগণ এখন কঠিন শাস্তি দেয় না।
৪. যৌতুক	বিয়েতে যৌতুক দেয়া আগের চেয়ে অনেক কমেছে। সরকারের আইনের ভয়ে ছেলে পক্ষ যৌতুক চাইতে সাহস পায় না। যদি হয়, তা খুবই গোপনে হয়। মেয়েদের শিক্ষার হার বেড়েছে, তারা কর্মজীবী হওয়ার কারণেও যৌতুক দেয়া কমেছে। কিশোর-কিশোরীগণ জনসচেতনতা তৈরিতে সংলাপ ও উঠান বৈঠক করে। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, যৌতুক গ্রহণ করবে না।	যৌতুক দেওয়া আগের চেয়ে কমেছে। মেয়ের অভিভাবকগণ ভাল পাত্র পাওয়ার জন্য গোপনে যৌতুক দিয়ে থাকে।
৫. শিশু সুরক্ষা	কিশোর-কিশোরীরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পায় যেমন- জীবনদক্ষতা, শিশু বিকাশ, নেতৃত্ব তৈরি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে। এ জ্ঞান তারা নিজ পরিবারে, পাড়ার অন্যান্য পিতা-মাতা এবং বড়দেরকে জানায়। পিয়ার টু পিয়ার এপ্রোচের মাধ্যমে অন্যান্য কিশোর-কিশোরীদের প্রাপ্ত সকল প্রশিক্ষণলব্ধ তথ্য জানানো হয়।এছাড়াও উঠান বৈঠক, র‍্যালি, দিবস উদযাপনের মাধ্যমে ৩সি, শিশুর সুরক্ষা, মাদকাসক্তি থেকে বিরত রাখার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং জন্ম নিবন্ধনে সহায়তা করা হয়।	শিশু সুরক্ষা বিষয়ে কোন ধারণা নেই।
৬. শিশুর বিনোদন	প্রকল্পের সহায়তায় শিশু বান্ধব কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুদের জন্য বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তবে সকল শিশু বিনোদনে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় না।	এলাকায় শিশুদের জন্য বিনোদনের কোন সুযোগ নেই।
৭. শিশু শিক্ষা	শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তার কারণে অনেক গরীব পরিবারের শিশু স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। সহায়তা না পেলে অনেকের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যেত। ঝরে পড়া শিশুরা পুনরায় স্কুলে ভর্তি হয়েছে।	অর্থের অভাবে গরীব মাতা-পিতা শিশুকে স্কুলে পাঠানোর পরিবর্তে আয় করার জন্য কাজে পাঠায়।

আলোচ্য বিষয়	কিশোর-কিশোরীদের সাথে আলোচনার তুলনামূলক চিত্র (জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও চর্চা)	
	উপকারভোগী	উপকারভোগী নয়
৮. শিশুর মত প্রকাশ	এ প্রকল্পের মাধ্যমে শিশুদের মত প্রকাশের সাহস সৃষ্টি হয়েছে। তারা এখন প্রয়োজনীয় বিষয়ে সভা-সমিতি বা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/স্থানীয় প্রশাসনের নিকট তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে।	শিশুদের মত প্রকাশের সুযোগ খুবই কম।
৯. সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ	এখনো বড়রা শিশুদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয় না। তবে কিছু কিছু পরিবারে পিতা-মাতা শিশুদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়।	সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিশুদেরকে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয় না।
১০. ছেলে মেয়ে বৈষম্য	ছেলে-মেয়ে বৈষম্য আগের চেয়ে অনেক কমেছে (৫০% কমেছে)।	ছেলে-মেয়ে বৈষম্য কমার ক্ষেত্রে আগের চেয়ে সামান্য উন্নত হয়েছে (২০% কমেছে)।

উপরের তথ্য (সারণী-২৯) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকল্পের উপকারভোগী কিশোর-কিশোরীগণ শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষা বিষয়ে অনেক তথ্য জানে। বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের ফলে তাদের চিন্তা-চেতনায় ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের ক্ষমতায়ন হয়েছে, তারা সামাজিক রীতি পরিবর্তনে ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছে, তারা পিয়ার লিডার (চেঞ্জ এজেন্ট) হিসেবে কাজ করছে। পক্ষান্তরে, উপকারভোগী নয় (কন্ট্রোল গ্রুপ) কিশোর-কিশোরীগণের উল্লিখিত বিষয়সমূহের অধিকাংশ বিষয়েই বাস্তব ধারণা নেই, কেবলমাত্র অনুমান ভিত্তিক তথ্যই শুধু প্রদান করতে সক্ষম হয়েছে। শিশু নীতি ২০১১ -এ কিশোর-কিশোরীদেরকে একটি বিশেষ জনগোষ্ঠি হিসেবে চিহ্নিত করে বলা হয়েছে তারা খুব সম্ভাবনাময় একটি শক্তি। এ কিশোর-কিশোরীদেরকে ক্ষতিকর সামাজিক রীতি পরিবর্তনে আরো ভূমিকা পালন করতে সক্ষম করে তুলতে হবে। সুতরাং কিশোর-কিশোরীদের জন্য দল গঠন, শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি।

৩.৩.৩ স্থানীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত অংশগ্রহণকারীদের মতামত:

নিবিড় পরিবীক্ষণের আওতায় পরামর্শক ফার্ম কর্তৃক স্থানীয় পর্যায়ে খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলায় ৭ এপ্রিল, ২০১৬ দিনব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এ কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে শিশু সুরক্ষা, শিশু শ্রম, শিশু বিবাহ, শিশু নির্যাতন, কিশোর-কিশোরীদের ক্ষমতায়ন, শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা, স্টাইপেন্ড সহায়তা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করা, প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ গ্রহণ।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী:

ক্রঃ নং	উপস্থিত অতিথিবৃন্দ/অংশগ্রহণকারী	সংখ্যা
১	সরকারি কর্মকর্তা (পরিচালক- আইএমইডি, শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টর, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, পুলিশ কর্মকর্তা)	৭ জন
২	ইউনিসেফ প্রতিনিধি	২ জন
৩	পার্টনার এনজিও প্রতিনিধি	৩ জন
৪	প্রকল্পের উপকারভোগীদের প্রতিনিধি (মা-৪, বাবা-২, কিশোর-৬, কিশোরী-৬)	১৮জন
৫	সিবিসিপিসি সদস্য	১২ জন
৬	নির্বাচিত স্থানীয় জনপ্রতিনিধি	২ জন

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত ও সুপারিশ:

ক) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মতামত:

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাঁর ভাষণে বলেন, অন্যান্য ব্যক্তিদের তুলনায় শিশুরা সর্বদা ঝুঁকিতে থাকে। বাংলাদেশ সরকার শিশুর অধিকার রক্ষায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আইন প্রণয়ন করেছে, যা শিশুদের সুরক্ষা ও নিরাপদে বেড়ে ওঠার সহায়ক। 'এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট ফর চাইল্ড রাইট্স' প্রকল্প শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এলাকাবাসী ও এনজিও'র মাধ্যমে যেভাবে কার্যক্রম

বাস্তবায়ন করছে, তা একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ যা কার্যক্রমের ফলাফলকে টেকসই করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় শিশু বিবাহ কমেছে, শিশু বান্ধব কেন্দ্র শিশুদের প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করছে, কিশোর-কিশোরী ক্লাব শিশু সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা দিচ্ছে, ঝরে পড়ে শিশুরা শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তার মাধ্যমে পুনরায় স্কুলে যাচ্ছে এবং শিশু কল্যাণ বোর্ড নিয়মিত সভা করছে। তিনি আরো বলেন, এ প্রকল্পের মাধ্যমে তিনি তাঁর নিজের নেওয়া সামাজিক রীতি পরিবর্তনের একটি উদ্যোগ 'শিশু বিবাহ' বন্ধে সফলভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন। প্রকল্পের সাথে জড়িত কিশোর-কিশোরীগণ এ বিষয়ে তথ্য দিয়ে সহায়তা করছে। কিশোর-কিশোরীরা এ প্রকল্পে ইতিবাচক ও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। তারা লেখাপড়ার পাশাপাশি দুর্যোগ প্রস্তুতি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছে এবং পট গান ও নাটকের মাধ্যমে এলাকাবাসীকে দুর্যোগ বিষয়ে সচেতন করছে।

খ) জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার মতামত:

কর্মশালায় উপস্থিত জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বলেন, শিশু সুরক্ষা বিষয়ে "ইইসিআর" প্রকল্প শিশুদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিশেষ করে, দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত শিশুরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকে। তখন তাদেরকে শিশু বান্ধব কেন্দ্রের মাধ্যমে মনো-সামাজিক সেবাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা যেমন- বিনোদন, লেখাপড়া ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে শিশুদেরকে জরুরি ও পরবর্তীকালীন সহযোগিতা প্রদান করা হয়। শিশুদের জন্য শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য স্টাইপেন্ড ও শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা কার্যক্রম শিশু শ্রম ও শিশু বিবাহের মতো ক্ষতিকর সামাজিক রীতি পরিবর্তনে প্রশংসনীয় অবদান রাখছে। তবে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কাঠামো না থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়ন আশানুরূপ হচ্ছেনা।

গ) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার মতামত:

দাকোপ উপজেলার সমাজসেবা কর্মকর্তা তার বক্তব্যে বলেন, সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত "চাইল্ড সেনসিটিভ স্যোশাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি)" শীর্ষক প্রকল্প শিশু সুরক্ষা বিষয়ে কাজ করছে। "ইইসিআর" প্রকল্পটি সমজাতীয় প্রকল্প। এক্ষেত্রে সমাজসেবা অধিদপ্তর সহযোগী সংস্থা হিসেবে এ প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা করছে। সুবিধাভোগী শিশু বাছাইয়ের ক্ষেত্রে প্রকল্পের নির্ধারিত ফরমেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের সমাজকর্মীগণ সহযোগিতা করে থাকে। স্থানীয় সরকার ও জনগণ এ প্রকল্পে সম্পৃক্ত থাকায় প্রকল্পের স্থায়ীত্বতার নিশ্চয়তা আছে।

অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাগণের মতামত:

আলোচনাকালে কর্মকর্তাগণ উল্লেখ করেছেন যে, প্রকল্পের আওতায় শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা এবং স্টাইপেন্ড কার্যক্রম অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। কারণ, এর মাধ্যমেই শিশু শ্রম, শিশু বিবাহ এবং শারীরিক শাস্তি (৩সি) রোধ করা সম্ভব। শিশু কল্যাণ বোর্ড নিয়মিতভাবে উল্লিখিত বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে। একইভাবে সিএফএস খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। কিশোর-কিশোরী ক্লাব সদস্যগণ ৩ সি'র বিষয়ে তাদের নিজ পরিবার ও সাধারণ জনগণকে সচেতন করছে।

সরকারি কর্মকর্তাগণ প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক তুলে ধরেছেন এবং উন্নয়নের জন্য সুপারিশ প্রদান করেছেন, যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ক) প্রকল্পের সবল দিক:

- সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয়;
- সিবিসিপিসি গঠন;
- স্থানীয় সরকার ও কমিনিউনিটি'র সম্পৃক্ততা।

খ) প্রকল্পের দুর্বল দিক:

- প্রকল্পের মেয়াদ কম;
- প্রকল্প কাজ বাস্তবায়নে দীর্ঘসুত্রিতা। প্রকল্পের সিসিটি অনুমোদন হওয়ার পরও টাকা বিতরণে বিলম্ব হয়;
- ৯টি ইউনিয়নের মধ্যে দাকোপে মাত্র ২টি ইউনিয়নে কাজ;
- প্রকল্পের জনবল কম;
- প্রকল্প কাজ সুপারভিশন ও মনিটরিং ব্যবস্থা দুর্বল।

গ) উন্নয়নের জন্য পরামর্শ:

- প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় জনবল ও লজিস্টিক সহায়তা বাড়াতে হবে;
- মনিটরিং ব্যবস্থা বাড়াতে হবে এবং বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে;
- প্রকল্পের সকল কর্মকর্তাগণকে পেশা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ (বিএসএসটি, পিএসএসটি) দিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

কিশোর-কিশোরীদের মতামত ও সুপারিশঃ

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কিশোর-কিশোরীগণ দলীয় আলোচনায় প্রকল্পের সবলতা, দুর্বলতা তুলে ধরেছে এবং সে সঙ্গে উন্নয়নের জন্য কিছু পরামর্শ প্রদান করেছে:

ক) প্রকল্পের সবল দিকঃ

- শিশুদের শর্তযুক্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান;
- কিশোর-কিশোরীদের আর্থিক সহায়তা ও স্টাইপেন্ড প্রদান;
- শিশু বান্ধব কেন্দ্র স্থাপন;
- কিশোর-কিশোরীদের প্রশিক্ষণ।

খ) প্রকল্পের দুর্বল দিকঃ

- কিশোর-কিশোরী নির্বাচন জরিপে ভুল;
- সব কিশোর-কিশোরী আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে না;
- সকলে প্রাপ্ত অর্থ আয়মূলক কাজে ব্যবহার করছে না;
- প্রকল্প ফেজ আউট হবার কারণে কোন সহায়ক ও এনিমেটর নেই, তাই পীয়ার লিডারদের আগের চেয়ে বেশি সময় দিতে হয়;
- কিশোর-কিশোরীদের আয়মূলক কাজে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি।

গ) উন্নয়নে পরামর্শঃ

- সিবিসিপিসিকে দক্ষ ও কার্যকর করা;
- নিয়মিত মনিটরিং ও পরামর্শ দান নিশ্চিত করা;
- আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে কিশোর-কিশোরীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

দলীয় আলোচনার শেষ পর্যায়ে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কিশোর-কিশোরীগণ অংশগ্রণমূলক পদ্ধতি (মাকড়শার জাল) ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম ও শিশু সুরক্ষায় এর প্রভাব বিষয়ে মতামত দেয়, যা নিম্নের চিত্রে দেখানো হলো:

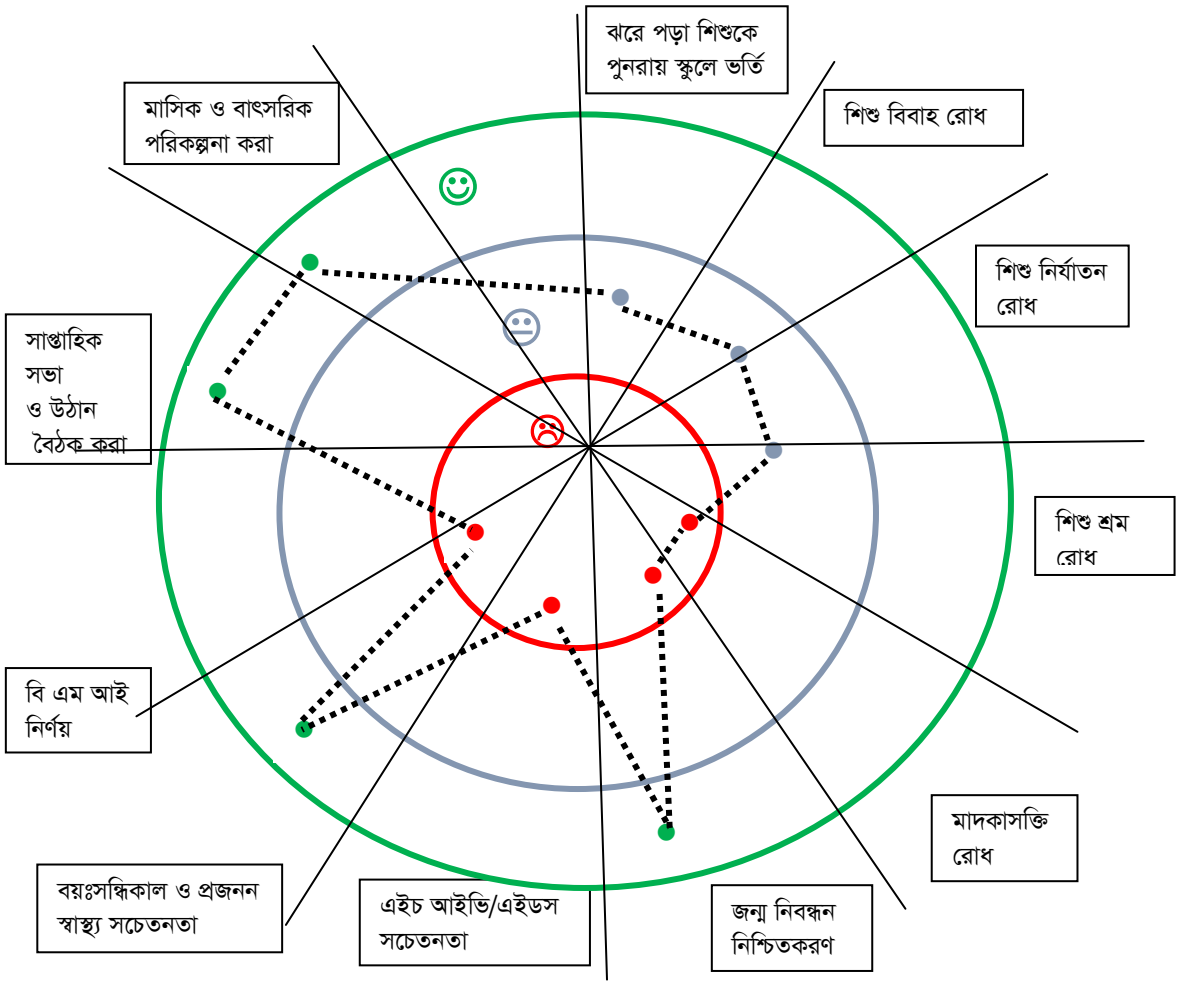

চিত্র- ১৬ প্রকল্পের মাধ্যমে বিষয় ভিত্তিক অগ্রগতি/উন্নয়ন(কিশোর-কিশোরীদল কর্তৃক অনুশীলনকৃত মাকড়সার জাল)

অনুশীলনে প্রাপ্ত ফলাফল ব্যাখ্যা:

উপরের মাকড়শার জাল (একটি অংশ গ্রহণমূলক পদ্ধতি) চিত্রে এফজিডি'তে অংশগ্রহণকারী কিশোর-কিশোরীদের শিশু ও সামাজিক বিষয়ে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি বিষয়ে তিনটি স্তরের যে কোন একটিতে ফোঁটা দিতে বলা হলে তারা সকলে আলোচনা করে ফোঁটা দেয়। বাইরের বৃত্ত হলো- অগ্রগতি ভাল; মধ্যের বৃত্ত হলো- মোটামুটি এবং ভিতরের বৃত্ত হলো ভাল না। অংশগ্রহণকারীগণ সম্মিলিতভাবে যে মতামত দিয়েছে তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১. অংশগ্রহণকারীগণ চারটি বিষয়ে তাদের সন্তুষ্টির কথা বলেছে:

- **জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ:** তাদের মতে যেহেতু প্রকল্প থেকে অর্থ সহায়তা পাওয়ার একটি প্রধান শর্ত ছিল জন্ম নিবন্ধন করা। তাই প্রকল্পের সকল উপকারভোগী শিশু ও কিশোর-কিশোরীর জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করা গেছে।
- **বয়ঃসন্ধিকাল ও প্রজনন স্বাস্থ্য সচেতনতা:** কিশোর-কিশোরীগণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বয়ঃসন্ধিকাল ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন হয়েছে এবং তারা অন্যান্য কিশোর-কিশোরীদেরকে সচেতন করছে।
- **সাপ্তাহিক সভা ও উঠান বৈঠক করা:** কিশোর-কিশোরী ক্লাব সাপ্তাহিক সভা ও উঠান বৈঠক নিয়মিতভাবে করে যার মাধ্যমে এলাকার জনগণ বিশেষত: মহিলা ও কিশোর-কিশোরীগণ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারছে এবং সচেতন হচ্ছে।
- **মাসিক ও বাৎসরিক পরিকল্পনা করা:** এছাড়া কিশোর-কিশোরী ক্লাব নিয়মিতভাবে মাসিক ও বাৎসরিক পরিকল্পনা করে।

২. অংশগ্রহণকারিগণ তিনটি বিষয়ে তাদের মোটামুটি সন্তুষ্টির কথা বলেছেঃ

- **ঝরে পড়া শিশুকে পুনরায় স্কুলে পাঠানোঃ** যে সকল শিশু দীর্ঘদিন স্কুলে না যাওয়ার কারণে এবং যে সকল শিশুর বয়স বেশি তারা স্কুলে গিয়ে কমবয়সী সহপাঠির সাথে মিশতে ও খেলতে পারে না, লজ্জা পায়। বরং দীর্ঘদিন আয় রোজগারে থেকে,খারাপদেরসাথে মিশে বিভিন্ন প্রকারের খারাপ কাজে জড়িয়ে গেছে, তাদেরকে পুনরায় স্কুলে ফিরিয়ে নেয়া কঠিন কাজ।
- **শিশু বিবাহ রোধঃ** অনেক পরিবার বিভিন্ন সামাজিক কারণে বা নিরাপত্তার অভাবে মেয়েকে সকলের অগোচরে দূরে কোন আত্মীয় বাড়িতে নিয়ে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেয়। যেসকল অল্প শিক্ষিত কিশোর-কিশোরী আয়-রোজগারের জন্য এলাকার বাইরে থাকে (গার্মেন্টস কর্মী, কারখানার শ্রমিক, ছোট চাকুরি) তারা মোবাইল ফোন ও ফেইস বুকের সুবাদে সহজে প্রেমে জড়িয়ে পড়ে এবং মা-বাবাকে না জানিয়ে নিজেরা বিয়ে করে ফেলে। এ সকল ক্ষেত্রে শিশু বিবাহ রোধ কষ্টসাধ্য।
- **শিশু নির্যাতন রোধঃ** যদিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি দেয়া হয় না, কিন্তু এখনও অনেক পরিবারে বাবা-মা শিশুকে শারীরিক শাস্তি দেয়। যেসকল শিশু অন্যের বাড়ীতে বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ করে তাদেরকে কখনো কখনো শারীরিক শাস্তি দেওয়া হয়, যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

৩. অংশগ্রহণকারীগণ চারটি বিষয়ে তাদের অসন্তুষ্টির কথা বলেছেঃ

- **শিশু শ্রম রোধঃ** অভাবের কারণে বা বাড়তি আয়ের লোভে অনেক পরিবারের বাবা-মায়েরা শিশুদেরকে গোপনে আয় করতে পাঠায়। স্বচ্ছল ও শিক্ষিত পরিবারসমূহ এলাকার শিশুদেরকে নিজেদের বাসাবাড়ীতে কাজের লোক হিসেবে নিয়োগ দেয়। তাই শিশু শ্রম বন্ধ করা বেশ কঠিন কাজ।
- **মাদকাসক্তি রোধঃ** মাদক ব্যবসায় যারা জড়িত তারা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ও বিত্তশালী। মূলত তাদের সহযোগিতায় কিশোর ও যুবকগণ মাদক সেবনে জড়িয়ে পড়ে। এ ধরনের লোকদেরকে মোকাবেলা করা কিশোরদের পক্ষে বেশ কঠিন কাজ।
- **এইচআইভি/এইডস সচেতনতাঃ** এইচআইভি/এইডস রোগটি তাদের কাছে নতুন এবং তারা কেউ আজ পর্যন্ত কোন এইচআইভি/এইডস রোগী দেখেনি। যদিও তারা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ বিষয়ে জানতে পেরেছে, কিন্ত অন্যকে সচেতন করার মত দক্ষতা তাদের এখনো হয়নি।
- **বি এম আই নির্ণয়ঃ** বডি ম্যাচ ইনডেক্স (বি এম আই) যার মাধ্যমে শিশুদের শারীরিক গঠন ও সবলতা নির্ণয় করা হয়, তা একটি কারিগরি বিষয়। এ বিষয়ে কাজ করতে হলে তাদের আরো অনেক বেশি প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

প্রকল্প সম্পর্কে সমাজ ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি (সিবিসিপিসি) সদস্যদের মতামতঃ

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সিবিসিপিসি সদস্যগণ এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় কি কি পরিবর্তন এসেছে, সে সম্পর্কে তাদের মতামত দিয়েছেন। তারা বলেছেন যে, প্রায় সকল শিশুর জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত হয়েছে, স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিশুর হার পূর্বের তুলনায় অনেক কমেছে; গোপনে বয়স বাড়িয়ে মেয়েকে বিয়ে দেয়ার প্রবণতা কমেছে; অর্থ সহায়তার ফলে শিশু শ্রম কমেছে এবং শিশুর প্রতি শারীরিক নির্যাতনের হার কমেছে।

কমিটির সদস্যদের মতে প্রকল্পের সবলতা, দুর্বলতা এবং উন্নয়নের জন্য পরামর্শঃ

ক) প্রকল্পের সবল দিকঃ

- ঝরে পড়া শিশুরা স্কুলগামী হয়েছে।
- শিশু বান্ধব কেন্দ্র শিশুদের মেধা বিকাশে সহায়তা করছে।
- শিশু বিবাহ ও শিশু শ্রম বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- শিশু, কিশোর-কিশোরীরা যে কোন বড় অনুষ্ঠানে সাহসের সাথে তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারে।

খ) প্রকল্পের দুর্বল দিকঃ

- সকল ঝরে পড়া শিশু সহায়তা পায়নি।

- কিছু বিপথগামী কিশোরকে ভাল হওয়ার জন্য অর্থ সহায়তা দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা সকলে ভাল হয়নি।
- প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার ফলে কর্মী ছাটাই, অর্থের অভাব ও মনিটরিং না থাকার ফলে কেন্দ্র পরিচালনায় অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।
- কার্যক্রম পরিচালনায় কমিটির সদস্যদের দক্ষতার অভাব।
- কার্যক্রম টেকসই করার কোন পরিকল্পনা নেই।

গ) উন্নয়নে পরামর্শঃ

- প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা ও ধাপে ধাপে কমিটির নিকট কেন্দ্র হস্তান্তর করা।
- ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় শিশু বান্ধব কেন্দ্র সচল রাখা।
- সরকারের অন্যান্য বিভাগ তাদের নিয়মিত কার্যক্রমের সাথে এ প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পৃক্ত করতে পারে।
- শিশুদের জন্য আলাদা দপ্তর করা।
- নিয়মিত অর্থ সরবরাহ নিশ্চিত করা।

সুপারিশঃ

১. দুর্যোগকালে শিশুরাই বেশি ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। তাই শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সিএফএস-এর মাধ্যমে সেবাপ্রদানের লক্ষ্যে এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

২. সিএফএস নির্মাণের স্থান স্কুল চত্বর/সংলগ্ন হওয়ার বিষয় প্রধান্য দেয়া দরকার যাতে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা সিএফএস ব্যবহারের সুযোগ পায়।

৩.৪ ক্রয় কার্যক্রম বিষয়ক তথ্যাদি

ক) টেন্ডার ডকুমেন্ট পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণঃ

প্রকল্প কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পূর্বের (ইপিসি) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র "ইইসিআর" প্রকল্পে একীভূত হওয়ায় এ প্রকল্পে কোন প্রকিউরমেন্ট হয়নি। কিন্তু বর্তমান প্রকল্প পরিচালকের সময়কালে ভাড়ায় গাড়ী সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে সরকারের নীতি অনুসরণ করা হয়েছে কিনা সে বিষয় পরীক্ষা করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও অনুসরণকৃত প্রক্রিয়া পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া, প্রকিউরমেন্ট কমিটি গঠনসহ অন্যান্য প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে।

খ) বিভিন্ন সরঞ্জামাদি এবং সেবা সঠিকভাবে (ইউনিসেফ) নীতিমালা অনুযায়ী ক্রয়ঃ

প্রকল্পের সরঞ্জামাদি ইউনিসেফ হতে সরবরাহ করা হয়েছে। ইউনিসেফ নিজস্ব প্রকিউরমেন্ট গাইডলাইন অনুযায়ী সরঞ্জামাদি ও সেবা ক্রয় করে থাকে। ইউনিসেফ-এর অনুমোদনক্রমে পার্টনার এনজিও তাদের নিজস্ব প্রকিউরমেন্ট গাইডলাইন অনুযায়ী সরঞ্জামাদি ও সেবা ক্রয় করে। পার্টনার এনজিও'র প্রকিউরমেন্ট পলিসি পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। দেখা গেছে যে, এনজিও'র পলিসিতে প্রচলিত ও জরুরি শর্তসমূহ অন্তর্ভুক্ত আছে বিশেষকরে প্রতিযোগিতামূলক বিডিং এবং মান নিয়ন্ত্রণের জন্য অভিজ্ঞ তদারকি দলকর্তৃক পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

গ) সংগৃহীত সরঞ্জামাদির সংখ্যাগত ও গুণগত দিক যাচাইঃ

পরিবীক্ষণের সময় পরিবীক্ষণ দল কর্তৃক এনজিও অফিস এবং সিএফএস-এর সরঞ্জামাদি পর্যবেক্ষণ ও যাচাই করা হয়েছে। এনজিও'র জন্য আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি ইউনিসেফ সরবরাহ করেছে। প্রকল্পের সমাজকর্মীগণ জেলা মহিলা দপ্তর/উপজেলা মহিলা দপ্তরের কার্যালয়ে বসেন। সমাজকর্মীদের ব্যবহারের জন্য ইউনিসেফ হতে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। অনুমোদিত সংখ্যা অনুযায়ীই সকল আসবাবপত্র পাওয়া গেছে এবং ঐসকল আসবাবপত্র মানের দিক থেকেও উন্নত। জায়গা স্বল্পতার জন্য দু-একটি অফিসে আসবাবপত্র ব্যবহার হচ্ছে না (ভালুকা উপজেলা অফিস, ময়মনসিংহ, সিলেট)। এনজিও অফিস ও সিএফএস-এর জন্যও ইউনিসেফ হতে আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়েছে। সরবরাহকৃত আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদির সংখ্যাগত ও গুণগত দিক ঠিক আছে। কয়েক বছর ব্যবহার ও একাধিকবার স্থানান্তরের ফলে কিছু আসবাবপত্র নষ্ট হয়েছে (কোস্ট ট্রাস্ট, ভোলা সদর)। কিছু সিএফএস-এ ফিটিং সমস্যার জন্য আসবাবপত্র ব্যবহার করা যাচ্ছে না (কোডেক, উখিয়া, কক্সবাজার)।

ঘ) সিএফএস পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার কাজ যাচাই এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ

পরিবীক্ষণ দল নমুনায়িত কর্ম এলাকায় সিএফএস পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার কাজ যাচাই করেছে। ৪টি কর্ম এলাকায় তিন ধরনের (স্থায়ী, অস্থায়ী ও কমিউনিটিবেইজড) মোট ১৩টি সিএফএস পরিদর্শন করেছে। স্থায়ী সিএফএসগুলোর বেশিরভাগই সরাসরি ইউনিসেফ-এর তত্ত্বাবধানে তাদের নির্দিষ্ট ভেন্ডর দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মাণ শেষে পার্টনার এনজিওর নিকট হস্তান্তর করেছে। এসকল সিএফএস-এর ডিজাইনও ইউনিসেফ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও অনুমোদিত। প্রকল্প মেয়াদে একমাত্র সিলেট সিটি কর্পোরেশন ছাড়া কোথাও নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ হয়নি এবং তা ইউনিসেফ নিজস্ব ভেন্ডর দ্বারা করেছে। প্রকল্প মেয়াদে কিছু সিএফএস-এর সংস্কার করা হয়েছে, যা পার্টনার এনজিও ইউনিসেফ-এর অনুমোদন সাপেক্ষে তাদের প্রকিউরমেন্ট পলিসি অনুসরণ করেছে। পার্টনার এনজিও'র প্রকিউরমেন্ট পলিসি পরীক্ষা করা হয়েছে। কাজ তদারকির জন্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ দেয়া হয়েছিল এবং কাজের মান সন্তোষজনক হয়েছে (এনজিও রূপান্তর, দাকোপ, খুলনা)।

৩.৫ নিবিড় পরিবীক্ষণ সম্পাদনের সীমাবদ্ধতা:

প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত সংস্থা হতে সার্বিক সহযোগিতা এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রাপ্তির বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ। ইইসিআর প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর এবং ইউনিসেফ হলো প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহকারী প্রধান সংস্থা। পরিবীক্ষণ কার্যক্রম চলাকালে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা ছিল। প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে সময়মত পরিপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়নি। ইউনিসেফ-এর সাথে বার বার দেখা করে এবং ইমেইল ও ফোনে যোগাযোগ করেও প্রয়োজন মোতাবেক তথ্য পাওয়া যায়নি। এসকল বাস্তব অসুবিধার মধ্যে প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

অধ্যায়-৩ পর্যালোচনা

এই অধ্যায়ে প্রথম ধাপে প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়, কম্পোনেন্ট ভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা কার্যক্রমের জন্য শিশু নির্বাচন প্রক্রিয়া, নমুনায়িত উপকারভোগী শিশু ও তার পরিবার হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাছাড়া এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রম যেমন- সিএফএস, কিশোর-কিশোরীদের দল গঠন, প্রশিক্ষণ ও ক্ষমতায়ন, স্টাইপেন্ড ও শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা, সামাজিক রীতি পরিবর্তনে প্রকল্পের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর সংগৃহীত তথ্যের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রকল্পের উপকারভোগী ও উপকারভোগী নয় (কন্ট্রোল গ্রুপ) কিশোর-কিশোরীদের সাথে পরিচালিত এফজিডি'র স্বতন্ত্র ও তুলনামূলক তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ধাপে প্রকল্পের মালামাল ক্রয় এবং সেবিষয়ে গৃহীত প্রক্রিয়া সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পরিবীক্ষণে দেখা গেছে যে, প্রকল্প কার্যালয়ে এই প্রকল্প মেয়াদে কেবলমাত্র শূন্য পদে সমাজকর্মী নিয়োগ ও ভাড়ায় গাড়ী সংগ্রহ ব্যতীত কোন প্রকিউরমেন্ট হয়নি। উল্লিখিত কাজে সরকারি নীতি পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়েছে। পার্টনার এনজিও'র মাধ্যমে সিএফএস কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইউনিসেফ তাদের নিজস্ব প্রকিউরমেন্ট গাইডলাইন অনুসরণ করেছে। ইউনিসেফ-এর অনুমোদনক্রমে পার্টনার এনজিও কিছু কিছু খেলাধুলা সামগ্রী তাদের প্রকিউরমেন্ট গাইডলাইন অনুসরণ করে সংগ্রহ করেছে।

অধ্যায়-৪
SWOT Analysis

৪. SWOT Analysis

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য KII এবং FGD এর পাশাপাশি প্রকল্পের সবলতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও ঝুঁকি জানার জন্য SWOT Analysis পরিচালনা করা হয়েছে। প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে এর ভিত্তিতে একটি সুপারিশমালা তৈরি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয়, জেলা/উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা, এনজিও কর্মকর্তা, সমাজ কর্মী, উপকারভোগী কিশোর-কিশোরীদের সাথে SWOT Analysis-এর মাধ্যমে প্রকল্পের সবলতা, দুর্বলতা, ঝুঁকি এবং সম্ভাবনা বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

৪.১ প্রকল্পের সবলতা

১. শিশু নীতি ২০১১ এবং জাতিসংঘের শিশু সনদের মূল বিষয় বিবেচনা করে শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
২. মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ কর্মী বাহিনী তৈরি হয়েছে, যেমন- সমাজকর্মী ও এনজিও কর্মী।
৩. প্রকল্পের উপকারভোগী হিসেবে শিশু বাছাই করার ক্ষেত্রে কমিউনিটি/সংগঠন, স্থানীয় সরকার, সিপিএন কার্যকর হয়েছে।
৪. উপকারভোগী প্রতিটি শিশুর সামগ্রীক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ফলোআপের জন্য কেইস ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা কার্যকর হচ্ছে।
৫. সুবিধা বঞ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের জন্য শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের স্কুলগামী করা, শিশু শ্রম কমানো ও শিশু বিবাহ হ্রাসে প্রকল্প ভূমিকা রাখছে।
৬. শ্রমে নিয়োজিত শিশু, প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত শিশু, স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিশু, মাতা-পিতার যত্ন বঞ্চিত শিশুদের জন্য শিশু বান্ধব পরিবেশে শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়ক সেবাসমূহ প্রদান করার লক্ষ্যে শিশু বান্ধব কেন্দ্র (CFS) স্থাপিত হয়েছে।
৭. অর্থসহায়তা প্রাপ্তির জন্য জন্ম নিবন্ধন একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হওয়ার কারণে ১০০% উপকারভোগী শিশুর জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত হয়েছে, যা শিশুর নাগরিক সুবিধা প্রাপ্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
৮. সামাজিক রীতি পরিবর্তনে কিশোর-কিশোরীগণকে একটি বড় সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন- কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠন ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পিয়ার লিডার তৈরি।
৯. প্রকল্প বাস্তবায়নে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যেমন- সমাজ ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠন।
১০. সামাজিক রীতি পরিবর্তন ফোরাম গঠনের মাধ্যমে 3C (শিশু শ্রম, শিশু বিবাহ, শারীরিক শাস্তি) এবং ৮টি আচরণে পরিবর্তন আনার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৪.২ প্রকল্পের দুর্বলতা

১. প্রকল্প কার্যালয়ের সাথে ইউনিসেফ বাংলাদেশের সঠিক সমন্বয় না থাকার ফলে প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, সংকলণ এবং সংরক্ষণ যথাযথভাবে হচ্ছে না ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হচ্ছে।
২. প্রকল্পটি দুটি ধারায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। একটি ধারায় ইউনিসেফ বাংলাদেশ পার্টনার এনজিও-এর মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে, অপর ধারায় প্রকল্প কার্যালয় সমাজকর্মীর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।
৩. মন্ত্রণালয়ের শিশু উইং শক্তিশালীকরণ এখনো প্রক্রিয়াধীন থাকায় তা প্রকল্প বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখার জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত নয়।
৪. প্রকল্প ব্যয় নির্বাহে দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাবের কারণে অর্থ আত্মসাতের মত ঘটনা ঘটেছে। সে কারণে দাতা সংস্থা কর্তৃক সময়মত অর্থ ছাড়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে।
৫. সরকার ও ইউনিসেফ-এর অর্থ বছরের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই, যার ফলে প্রকল্প কার্যালয় আর্থিক হিসেবের প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেনা এবং পরবর্তী অর্থ ছাড়ের চাহিদাপত্র পেশ করতে সমস্যার সন্মুখীন হতে হয়।
৬. প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কিন্তু কার্যতঃ ঐসকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রকল্প সম্পর্কে সার্বিক ধারণা না থাকায় এবং প্রকল্পের সাথে যোগাযোগ না থাকায় প্রকল্প কাজে তাদের কোন অংশগ্রহণ নেই।
৭. কেন্দ্র হতে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম তদারকি/সেবা প্রদানের জন্য আলাদা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও জনবল নেই। ফলে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন দুর্বল হচ্ছে।
৮. প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ে ইউনিফরম মনিটরিং সিস্টেম বাস্তবায়িত হয়নি।

৯. এনজিও পিসিএ অনুযায়ী সরাসরি ইউনিসেফ অফিসে রিপোর্ট পাঠায়, কিন্তু প্রকল্প অফিসে কার্যক্রম বিষয়ে কোন প্রতিবেদন বা তথ্য পাঠায়না।

১০. প্রকল্প থেকে উপকারভোগী শিশু ও কিশোর-কিশোরীগণ বিভিন্ন সেবা ও অর্থ সাহায্য পাওয়ার জন্য শর্ত পূরণ করতে হয়। কিন্তু শেষ কিস্তির অর্থ পাওয়ার পর শর্ত পালন করছে কি-না তা অনুসরণ (ফলো-আপ) করার ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

১১. প্রকল্প কাজের লক্ষ্যমাত্রার সাথে বাজেট বরাদ্দের সামঞ্জস্যতা নেই। যেমন- ৪০,০০০ শিশুকে সিসিটি দেয়ার পরিকল্পনার বিপরীতে বাজেট ধরা হয়েছে ১৯,৫০০ শিশুর।

১২. প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে অর্জিত ফলাফল টেকসই করার জন্য কোন দিকনির্দেশনা নেই।

৪.৩ প্রকল্পের সম্ভাবনা

১. প্রকল্পটি শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষা বিষয়ক যে কোন কার্যক্রমে রেপ্লিকেট করা যেতে পারে।

২. স্থানীয় সরকারের সাথে কার্যকর সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে প্রকল্পের কাজ চলমান রাখা ও টেকসই করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৩. কিশোর-কিশোরী দল সমাজ তথা রাষ্ট্রের জন্য একটি বড় শক্তি। তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে সামাজিক রীতিতে পরিবর্তন আনয়নে চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে।

৪.৪ প্রকল্পের ঝুঁকি

১. প্রকল্পটি মূলতঃ দাতা সংস্থার অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। দাতা সংস্থা অর্থায়ন বন্ধ করলে প্রকল্প বাস্তবায়ন ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।

২. স্বার্থান্বেষী মহলের প্রভাবে 3C 'র অন্যতম কাজ "শিশু শ্রম বন্ধ" প্রকল্পের এই মহৎ উদ্যোগটি অকার্যকর হতে পারে।

অধ্যায়-৪ পর্যালোচনা

নিবিড় পরিবীক্ষণে SWOT Analysis- এ প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক, সম্ভাবনা এবং ঝুঁকি চিহ্নিত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে যেমন- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রকল্প কার্যালয়, ইআরডি, ইউনিসেফ এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি এবং এনজিও কর্মকর্তাগণ ও সমাজকর্মীগণ SWOT Analysis এর মাধ্যমে প্রকল্পের সকল পর্যায়ের সবলতা, দুর্বলতা সম্ভাবনা ও ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করেছেন। এছাড়াও স্থানীয় কর্মশালায় সিবিসিপিসি ও কিশোর-কিশোরীরা দলীয় আলোচনায় SWOT Analysis-এর মাধ্যমে প্রকল্পের সবলতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা এবং ঝুঁকি সম্পর্কে তাদের মতামত প্রকাশ করেছে।

অধ্যায়-৫

পরিবীক্ষণে চিহ্নিত সমস্যা ও প্রদত্ত সুপারিশ

৫. পরিবীক্ষণে চিহ্নিত সমস্যা ও প্রদত্ত সুপারিশঃ

প্রকল্প বাস্তবায়নে ও উদ্দেশ্য অর্জনে কোন সমস্যা আছে কি-না তা চিহ্নিত করা নিবিড় পরিবীক্ষণের অন্যতম একটি কাজ। এ লক্ষ্যে টিপিপি পর্যালোচনা করে টিপিপি'র দুর্বল দিকগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষ করে প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন, অর্থ ছাড় ও বিতরণ, উদ্দেশ্য অর্জনসহ সকল বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে। পরিবীক্ষণকালে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে যেমন- মন্ত্রণালয়, প্রকল্প কার্যালয় ও ইউনিসেফ-এর সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে জটিলতা পরিলক্ষিত হয়েছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এনজিওসহ কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ঘাটতি দেখা গেছে। উল্লিখিত বিষয়ে চিহ্নিত সমস্যাসমূহ যা প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে বাধা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, তা সারণী ৩০-এ উল্লেখ করা হলো:

৫.১ প্রকল্প বাস্তবায়নে সুনির্দ্দিষ্ট সমস্যাঃ

সারণী-৩০ প্রকল্প বাস্তবায়নে সুনির্দ্দিষ্ট সমস্যা

বিষয়	সমস্যা
টিপিপি সংক্রান্ত সমস্যা	১. টিপিপি পর্যালোচনায় দেখা গিয়েছে যে. জাতীয় পর্যায়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা থাকলেও মাঠপর্যায়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নের কোন দিকনির্দেশনা নেই। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ইউনিসেফ কর্তৃক নির্বাচিত এনজিওর সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রে তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় কীভাবে করবে সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট নির্দেশনা নেই। যার ফলে নির্বাচিত এনজিও মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প কার্যালয়ে তাদের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করেনা এবং প্রকল্প কার্যালয়ে এনজিও কর্মকান্ড সম্পর্কিত কোন তথ্য থাকে না। ২. এছাড়াও শিশুদের নিরাপত্তা কৌশল ও মনস্তাত্বিক কৌশল বিষয়ে টিপিপিতে কোন উল্লেখ নেই। ৩. টিপিপি'তে কিছু কিছু কার্যক্রমের বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ নেই। ফলে ঐ সকল কার্যক্রমের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও অগ্রগতি সুনির্দিষ্ট করা যায়না।
ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন	৪. চেক জালিয়াতের মাধ্যমে প্রকল্প কার্যালয়ে অর্থ আত্মসাতের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ফলে ইউনিসেফ অর্থ ছাড়ে বিলম্ব করায় প্রকল্প কার্যক্রম পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন হচ্ছে না। ৫. অনুমোদিত টিপিপিতে প্রকল্প সাহায্য খাতে (ডিপিএ) সংস্থানকৃত বরাদ্দের চেয়ে কোন কোন খাতে বেশী ব্যয় হয়েছে। প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে জানানো হয় যে, ডাইরেক্ট প্রজেক্ট এইড (ডিপিএ) হিসেবে ইউনিসেফ এ অর্থ ব্যয় করে থাকে। নিয়ম মোতাবেক এ ব্যয়ের বিস্তারিত বিভজন প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ে নিয়মিতভাবে প্রেরণ করার কথা কিন্তু ইউনিসেফ এ অর্থ ব্যয়ের কোন হিসাব প্রকল্প কার্যালয়ে নিয়মিতভাবে প্রেরণ করে না। এ কারণে প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ে প্রকল্পের সাহায্য ব্যয়ের হিসাব সংক্রান্ত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। ইউনিসেফ কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত (আর্থিক এবং বাস্তব) তথ্যাদি সরবরাহ না করার কারণে প্রকল্পের সামগ্রীক বাস্তবায়ন অবস্থা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় না। ৬. প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন কম- আর্থিক অর্জন ৪৩% এবং কার্যক্রমের বাস্তব অর্জন-৪৬% (যেমন: শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা-২৬%, স্টাইপেন্ড-৬৩%, কিশোর-কিশোরীদের সিসিটি-৩২%, সিএফএস-৪%, সিএফএস-এ অন্তর্ভুক্ত শিশুর সংখ্যা ৭% মাত্র)। প্রকল্প কার্যালয়ে সংঘটিত অর্থ আত্মসাতের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইউনিসেফ কর্তৃক অর্থ ছাড়ে বিলম্ব অর্জন কম হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। ৭. ইউনিসেফ-এর সাথে সম্পাদিত চুক্তির (পিসিএ) ভিত্তিতে এনজিও মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পিসিএ'তে ইইসিআর প্রকল্পটি যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প এবং প্রকল্প কার্যালয় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করে সেবিষয়ে কোন কিছু উল্লেখ নেই। প্রকল্পটি কার্যতঃ দু'টি ধারায় বাস্তবায়িত হচ্ছে- যার মধ্যে কোন সমন্বয় নেই। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কর্তৃক নিয়োজিত সমাজকর্মী এবং ইউনিসেফ কর্তৃক নিয়োজিত পার্টনার এনজিও'র মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এনজিও সরাসরি ইউনিসেফের সাথে যোগাযোগ রাখে এবং প্রতিবেদন দাখিল করে। যার কোন কপি প্রকল্প কার্যালয়ে প্রেরণ করে না। ফলে পার্টনার এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রম এবং আর্থিক বিষয়াদি (ব্যয়) সম্পর্কে প্রকল্প কার্যালয় অবগত থাকে না। ৮. জনবল ঘাটতির কারণে প্রকল্প কার্যালয়ে তথ্য সংগ্রহ, সংকলণ, সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা দুর্বল। প্রকল্পের অনুমোদিত ১৩টি পদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ৬টি পদ (উপ-প্রকল্প পরিচালক, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ডকুমেন্টেশন কর্মকর্তা, প্রোগ্রামার, উচ্চমান সহকারী ও ডাটা এন্ট্রি অপারেটর) দীর্ঘদিন যাবত শূন্য রয়েছে,

বিষয়	সমস্যা
	ফলে প্রকল্পের সামগ্রীক কার্যক্রম বাস্তবায়ন মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে। ৯. টিপিপি অনুযায়ী প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি ও প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটির সভা নিয়মিত না হওয়ার ফলে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত ও কৌশলগত দিকনির্দেশনার অভাবে প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যহত হয়েছে। ১০. বেশ কয়েকটি কর্ম এলাকায় ইউনিসেফ কর্তৃক প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করা যায়নি বিধায় ইউনিসেফ হতে প্রেরিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়নি। ঐ সকল প্রশিক্ষণ সামগ্রী মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ে ডাম্প করে রাখায় অফিস কার্যক্রম পরিচালনায় অসুবিধা হচ্ছে।
অর্থ ছাড় ও বিতরণ	১১. অর্থ ছাড়ের প্রক্রিয়া দীর্ঘতর হওয়ার কারণে উপকারভোগীর নিকট সময়মত অর্থ পৌছায় না। শিশুর তালিকা (সিসিটি) চূড়ান্ত করার পর থেকে অর্থ বিতরণের সময়সীমা অনেক বেশি (গড়ে ৮৯ দিন এবং সর্ব্বোচ্চ ১৮০ দিন)। ফলে শিশুরা সময়মত স্কুলে ভর্তি হতে পারেনা এবং এতে লেখাপড়া বাধাগ্রস্ত হয়।
উদ্দেশ্য অর্জন	১২. প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে- সামাজিক সুরক্ষা সেবাদান, সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে সরকার ও নাগরিক সমাজের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শিশুদের প্রতি নিপীড়ন, নির্যাতন ও সহিংসতার বিরুদ্ধে সুরক্ষা কৌশল প্রণয়ন করার মাধ্যমে সুরক্ষা অধিকার বিষয়ের প্রতি সম্মানজনক দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক রীতি পরিবর্তনের সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা। কিন্তু এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করার কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ১৩. শর্তযুক্ত অর্থ প্রদানের একটি উদ্দেশ্য হলো- প্রাপ্ত অর্থ ব্যবহারের মাধ্যমে আয় করে শিশুদের লেখাপড়া ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয় মিটানো। কিন্তু শিশুর মাতা-পিতা/অভিভাবকদের জন্য আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় তারা টাকা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারছে না। ১৪. সময়মত ইউনিসেফ হতে অর্থ না পাওয়ার কারণে শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদেরকে প্রথম কিস্তি প্রদানের পর ইউনিসেফ হতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তির অর্থ সময়মত না দেয়ার ফলে শিশুদের লেখাপড়া ও অন্যান্য সুবিধা ব্যাহত হচ্ছে এবং প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জন বিঘ্নিত হচ্ছে। ১৫. প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তার সুফল ধরে রাখার জন্য এলাকার বিশিষ্ট জনদেরকে নিয়ে সমাজ ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠন করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে যে, এলাকার জনগণ নিজেদের উদ্যোগে শিশু বান্ধব কেন্দ্র পরিচালনা করবে। কিন্তু তারা কীভাবে কেন্দ্র পরিচালনা করবে, তার কোন রূপরেখা দেয়া হয়নি। যে সকল কেন্দ্র স্কুলের নিজস্ব আঙ্গিনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলো কীভাবে স্কুল কর্তৃপক্ষ পরিচালনা করবে এবং অর্থের যোগান কে দিবে তা কোথাও উল্লেখ নেই। এলাকাবাসীর ধারণা প্রকল্পের মেয়াদ শেষে যদি পার্টনার এনজিও কেন্দ্র পরিচালনা না করে তা হলে দ্রুত কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাবে। ১৬. প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে শিশু সুরক্ষা কার্যক্রমে জড়িত অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সরকারি বিভাগের (সমাজসেবা, শিক্ষা, তথ্য, যুব, শিশু একাডেমি, ক্রীড়া) বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান করার কথা। কিন্তু প্রকল্প কার্যালয় হতে ঐ সকল অধিদপ্তরের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও সমন্বয়ের অভাবের কারণে তাদের অংশগ্রহণ খুবই সীমিত। ফলে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে তারা আশানুরূপ অবদান রাখতে পারছে না। ১৭. প্রকল্পের অধীনে সুবিধাভোগী শিশু, কিশোর-কিশোরীদের সকল তথ্য সম্বলিত কোন ডাটাবেইজ নেই যার ফলে, ভবিষ্যতে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করা সম্ভব হবেনা। ১৮. প্রকল্প মেয়াদ শেষে প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম যেমন সিসিটি, সিএফএস, কিশোর-কিশোরীদের স্টাইপেন্ড ইত্যাদি কীভাবে চলমান থাকবে তার কোন সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা নেই।

৫.২ প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণে সুপারিশমালা

প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল (অগ্রগতি, ব্যবস্থাপনা, বাস্তবায়ন, সমস্যা, সবলতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও ঝুঁকি) পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদে কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য নিম্নবর্ণিত সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হলো:

ক) প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সুষ্ঠু ও গতিশীল করার সুপারিশমালা

৫.২.১ অর্থ আত্মসাতের বিষয়টি দুর্নীতি দমন কমিশনে তদন্তাধীন আছে। সে প্রেক্ষিতে প্রকল্পের উপকারভোগীদের স্বার্থে ইউনিসেফ থেকে প্রকল্প সাহায্যের অর্থ দ্রুত ছাড়ের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।(*সমস্যা নং -৪ এর আলোকে*)

৫.২.২ ডাইরেক্ট প্রজেক্ট এইড (ডিপিএ)-এর অধীনে ব্যয় সম্পর্কিত তথ্যসহ সকল তথ্য ইউনিসেফ কর্তৃক প্রকল্প কার্যালয়ে নিয়মিত প্রেরণ করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকল্পের অধীনে গঠিত স্টিয়ারিং কমিটিতে বিষয়টি আলোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে। (*সমস্যা নং -৫ এর আলোকে*)

৫.২.৩ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সন্তোষজনক পর্যায়ে আনার লক্ষ্যে প্রকল্পের অবশিষ্ট সময়ের জন্য জরুরি ভিত্তিতে প্রকল্প কার্যালয় কর্তৃক একটি অ্যাকশন প্লান তৈরি ও তা যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। (*সমস্যা নং -৬ এর আলোকে*)

৫.২.৩ প্রকল্পের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি ও প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠানের জন্য মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প কার্যালয়কে আরো স্বক্রিয় হতে হবে। (*সমস্যা নং -১০ এর আলোকে*)

৫.২.৪ প্রকল্প কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প কার্যালয় ও ইউনিসেফ বাংলাদেশের মধ্যে কার্যকরি যোগাযোগ ও সমন্বয় শক্তিশালী করার জন্য মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (*সমস্যা নং- ৭ এর আলোকে*)

৫.২.৫ প্রকল্প কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য জনবলের ঘাটতির বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনতে হবে এবং প্রকল্পের শূন্য পদে জনবল নিয়োগের জন্য প্রকল্প কার্যালয় ও মন্ত্রণালয়কে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (*সমস্যা নং- ৮ এর আলোকে*)

৫.২.৬ প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে চুক্তিবদ্ধ এনজিও কর্তৃক কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সকল তথ্য সম্পর্কে প্রকল্প কার্যালয়কে অবগত রাখার জন্য নিয়মিত এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদান করতে হবে। (*সমস্যা নং- ৭ এর আলোকে*)

৫.২.৭ সময়মত অর্থ ছাড় না হওয়ার কারণে উপকারভোগীরা শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা কার্যক্রমের কিস্তির টাকা সময়মত পাচ্ছে না বিধায় প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বিঘ্নিত হচ্ছে। অতএব সময়মত অর্থ ছাড়ের জন্য মন্ত্রণালয়/ইউনিসেফ কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (*সমস্যা নং- ১২ এর আলোকে*)

৫.২.৮ অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত শিশুর পরিবার যাতে আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে টাকা ব্যবহার করে এবং শিশুর লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে, সেজন্য শিশুর অভিভাবকদের জন্য আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের ওপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। (*সমস্যা নং- ১৪ এর আলোকে*)

৫.২.৯ প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এবং উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন সহযোগী মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা ও জোরদার করতে একটি কার্যকরি অ্যাকশন প্লান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা যেতে পারে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর তার সভা আহ্বানের মাধ্যমে কার্যক্রম/তথ্য শেয়ার করা যেতে পারে। (*সমস্যা নং- ১৪ এর আলোকে*)

৫.২.১০ স্কুলের শিক্ষা বর্ষের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শর্তযুক্ত অর্থছাড় ও বিতরণ নিশ্চিত করে শিশুদের লেখাপড়া বাধাহীনভাবে চালিয়ে যেতে সহযোগিতা করতে হবে। (*সমস্যা নং- ১৪ এর আলোকে*)

৫.২.১১ অবিলম্বে ইউনিসেফ কর্তৃক নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমাপ্ত করে সংশ্লিষ্ট কর্ম এলাকার প্রশিক্ষণ সামগ্রী বিতরণের কাজ শেষ করতে হবে যাতে করে প্রকল্পের অবশিষ্ট সময়ে হলেও প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে কাঙ্খিত অর্জন নিশ্চিত হয়। (*সমস্যা নং - ১১ এর আলোকে*)

খ) ভবিষ্যতে কার্যক্রমসমূহ গতিশীল রাখা ও অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সুপারিশঃ

৫.২.১২ ভবিষ্যতে টিপিপি প্রণয়নকালে কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন কৌশল কি হবে সেবিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রাখার ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান হতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নে এনজিও'র সম্পৃক্ততা থাকলে প্রকল্প কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় কীভাবে হবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের শুরুতেই টিপিপিতে সংস্থানকৃত জনবলের নিয়োগ ও পদায়ন নিশ্চিত করতে হবে। (সমস্যা নং - ১ এর আলোকে)

৫.২.১৩ প্রকল্প পরবর্তীকালে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সমাজ ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি, সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি করে ধাপে ধাপে পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব হস্তান্তর পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। (*সমস্যা নং- ১৫ এর আলোকে*)

৫.২.১৪ প্রকল্পের মেয়াদ শেষে শিশু বান্ধব কেন্দ্র-এর কার্যক্রমকে গতিশীল রাখা এবং পরিচালনার জন্য একটি বাস্তব সম্মত গাইডলাইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। (*সমস্যা নং- ১৮ এর আলোকে*)

৫.২.১৫ প্রকল্পের অধীনে সুবিধাভোগী শিশু কিশোর-কিশোরীদের সকল তথ্য সম্বলিত একটি ডাটাবেইজ করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে প্রকল্পের প্রভাব জানার জন্য মূল্যায়ন করা যায়। (*সমস্যা নং-১৭ এর আলোকে*)

৫.২.১৬ প্রকল্প সমাপ্তির পর অর্থাৎ ইউনিসেফ-এর সহযোগিতা বন্ধ হওয়ার পর এসকল গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম কীভাবে চলমান থাকবে, তার একটি সুচিন্তিত দিক নির্দেশনা এখনই নির্ধারণ করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের সাথে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। সিসিটি কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে একটি সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে সার্ভিস চার্জ মুক্ত/নামমাত্র সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ করে ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। (*সমস্যা নং-১৮ এর আলোকে*)

৫.২.১৭ টিপিপি প্রণয়নকালে প্রতিটি কার্যক্রমের জন্য সুনির্দিষ্ট আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা আবশ্যক যাতে করে পরিকল্পনা মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যায় এবং অগ্রগতি সুনির্দিষ্টভাবে পরিমাপ করা যায়। (*সমস্যা নং -৩ এর আলোকে*)

উপসংহারঃ

শিশু সুরক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং এনজিও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করছে। বিভিন্ন সময়ে শিশু অধিকার বিষয়ে গৃহীত প্রকল্পসমূহ শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখেছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পটি বিভিন্ন কারণে অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এবং একটি সম্ভাবনাময় উদ্যোগ। প্রকল্পটিতে দুর্যোগপ্রবণ এলাকাকে প্রাধান্য দিয়ে কার্যক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে, যেখানে শিশুরা প্রায় সর্বদা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকে এবং যেখানে শিশু সুরক্ষায় অতীতে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়নি।

প্রকল্পের বেশ কিছু কার্যক্রম যেমন- উপকৃত শিশুদেরকে শর্তযুক্ত অর্থ হস্তান্তর, শিশু বান্ধব কেন্দ্র নির্মাণ, কিশোর কিশোরীদেরকে ষ্টাইপেন্ড প্রদান, তাদের ঝুঁকিমুক্ত অবস্থায় লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সামাজিক রীতি পরিবর্তনে চেঞ্জ এজেন্ট হিসেবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এ প্রকল্পটি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পৃক্ততা থাকার কারণে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় একটি মডেল হিসেবে বিবেচিত হতে পারতো। কিন্তু প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় প্রকল্প কার্যালয় ও ইউনিসেফ বাংলাদেশ-এর মধ্যে সমন্বয়হীনতা, প্রকল্প বাস্তবায়নে দু'টি সমান্তরাল ধারার সৃষ্টি, তথ্য সংরক্ষণে ঘাটতি, প্রকল্পের জনবলে ঘাটতি, আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অস্বচ্ছতা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে কার্যকর যোগাযোগে ব্যর্থতা ইত্যাদির কারণে প্রকল্পটি মডেল হওয়ার এবং রেপ্লিকেট করার সুযোগ হারাচ্ছে। প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদে এ প্রতিবেদনে উপস্থাপিত সুপারিশসমূহ বিবেচনায় আনা হলে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রকল্পটি বিশেষ অবদান রাখতে পারবে।

সংযুক্তিসমূহ :

ক্রঃ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	কেইস স্টাডি (১.১-১.৮)	৭১-৭৮
২.	খসড়া প্রতিবেদনের ওপর অনুষ্ঠিত টেকনিক্যাল, স্টিয়ারিং কমিটির সভা ও জাতীয় কর্মশালার সুপারিশ অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা	৭৯-৮৫
২.১	খসড়া প্রতিবেদনের ওপর ২৪/০৪/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা	৭৯
২.২	সংশোধিত খসড়া প্রতিবেদনের ওপর ০৫/০৫/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা	৮১
২.৩	খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ওপর ১৭/০৫/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় কর্মশালায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও তার আলোকে গৃহীত পদক্ষেপ	৮২
২.৪	খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ওপর ২৬/০৫/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা	৮৪
২.৫	চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ওপর ০৮/০৬/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা	৮৫

কেইস নং-১

মরিয়ম ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখে.....

মরিয়ম বেগম (১০ বৎসর)
মাতা-শামশুন নাহার
পিতা-আবুল কাসেম
এলাকা- পালংখালি, উপজেলা- উখিয়া, কক্সবাজার

আমি মরিয়ম বেগম (১০ বৎসর); আমার বাবা মায়ের অষ্টম সন্তান। আমার বড় চার ভাই ও তিন বোন আছে এবং আমার ছোট এক ভাই ও দুই বোন আছে। সবার বড় ভাই বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে এবং দুই বোনের বিয়ে হয়েছে। সবার বড় বোন বিয়ের পর বাচ্চা হওয়ার সময় মারা যায়। আমার বাবা একজন ক্ষুদ্র বর্গা চাষী, মা বাড়ীতে হাঁস-মুরগী পালে। বাবার একার সামান্য রোজগারে সংসারে দুইবেলা খাবার জোটানোই কঠিন, তাই আমাদেরকে লেখাপড়া করানো বাবার পক্ষে সম্ভব হয়নি। বড় বোন মারা যাওয়ার সময় আমি খুব কাছ থেকে দেখলাম কি ভাবে হাতুড়ে ডাক্তারের অপচিকিৎসার ফলে গ্রামের অসহায় এক মা মারা যায়। তারপর থেকে আমি সবসময় ভাবতাম আহা আমি যদি লেখাপড়া করতে পারতাম তা হলে আমি ডাক্তার হয়ে গরীব মানুষের সেবা করতে পারতাম এবং অনেক রুগীকে সুস্থ করে তুলতে পারতাম।

যখন আমাদের এলাকায় ইউনিসেফ-এর সহায়তায় কোডেক শিশু সুরক্ষা প্রকল্প শুরু করে এবং আমাদের পালংখালি সরকারি প্রাইমারি স্কুলে শিশু বান্ধব কেন্দ্র নির্মাণ করে শিশুদের জন্য খেলা-ধুলা, আর্ট করা, গান-বাজনা, বই পড়া, কম্পিউটার ব্যবহারের ব্যবস্থা করে। একদিন আমি এসে দেখি এলাকার অনেক ছেলে মেয়ে খেলা-ধুলা করছে, বই পড়ছে, গান করছে। আমি আরো দেখলাম এখানে ঢুকতে ও কেন্দ্র ব্যবহার করতে কোন টাকা পয়সা লাগে না। তাই আমি সাহস করে বই পড়ার কর্নারে গেলাম। কোডেক কর্মী আপা আমাকে আদর করে বই দেখতে দিল। আমি তো পড়তে পারি না তাই শুধু বইয়ের পাতা উল্টিয়ে ছবি দেখলাম। পরের দিন আমি আবার ও কেন্দ্রে গেলাম তখন আপা বললো, তুমি যদি নিয়মিত কেন্দ্রে আস তা হলে আমি তোমাকে বই পড়া শিখাবো। এরপর থেকে আমি নিয়মিতভাবে কেন্দ্রে আসি। এখন আমি মোটামুটি বাংলা পড়তে পারি এবং কিছু কিছু লিখতে পারি। এখানে এখন আমার অনেক বন্ধু হয়েছে। আমরা প্রতিদিন দল বেঁধে আসি, বই পড়ি, খেলা-ধুলা করি, আনন্দ করি।

আমি ইতোমধ্যে এই প্রকল্প থেকে তিন কিস্তিতে ৩৬,০০০ টাকা পেয়েছি যা দিয়ে আমার বাবা বেশ কিছু জমি বর্গা নিয়ে চাষ করছে ও গরু কিনেছে। আমাদের পরিবারের আয় আগের তুলনায় বেশ বেড়েছে। আমার বাবা মা বলেছে এই টাকা থেকে আয় দিয়ে আমি লেখা-পড়া করতে পারব। আগামী বছর আমি এই স্কুলে ভর্তি হবো এবং নিয়মিতভাবে লেখা-পড়া করব। লেখাপড়া শিখে একদিন আমি বড় ডাক্তার হব আর আমার গ্রামের মানুষকে চিকিৎসা সেবা দিব। এটাই আমার স্বপ্ন। দরকার হলে আমি আমার টাকায় কেনা গরু বিক্রি করে লেখাপড়ার খরচ চালাব। এরমধ্যে যদি আমার বাবা-মা আমার বিয়ে ঠিক করে তা হলে আমি কোডেকের আপাকে বলে দিব।

সকলে আমার জন্য দোয়া করবেন আমি যেন আমার স্বপ্ন পূরণ করতে পারি।

কেইস নং-২

আমার বিয়ে আমি নিজেই বন্ধ করেছি.....

জয়া ঢালী (১৬ বৎসর)
মাতা-ললিতা ঢালী
পিতা- সুশান্ত ঢালী
এলাকা- কামারখোলা, উপজেলা-দাকোপ, খুলনা

আমি জয়া ঢালী, আমার বয়স ১৬ বছর। পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে আমিই বড়। আমি এখন বটবুনিয়া কলেজিয়েট স্কুলে দশম শ্রেনিতে পড়ি। আমার বাবা একজন দিনমজুর। তার দৈনিক গড় আয় ১০০ টাকা। এত অল্প আয়ে আমাদের ছয় সদস্যের পরিবারের ভরন পোষন করা বেশ কঠিন। গত ২০০৯ সালে প্রলংকারী ঘূণীঝড় আইলার আঘাতে আমাদের ঘর বাড়ী নিশ্চিন্ন হয়ে যায়। আমার বাবার পক্ষে পুনরায় ঘর তৈরি করা সম্ভব হয় নি। বাধ্য হয়ে আমাদের পরিবার সরকারি রাস্তার পাশে আশ্রয় নেয়। সেই থেকে এখন ও আমরা রাস্তার পাশে কোন রকমে ঝুপড়ি ঘরে আছি।

গত বছরের ডিসেম্বর ২০১৫ সালে আমার বাবা এক বিবাহিত প্রতিবেশী ব্যবসায়ীর সাথে আমার বিয়ে ঠিক করে, যার বউ কিছু দিন আগে একমাত্র শিশু সন্তানকে রেখে অন্য লোকের সাথে ভারতে পালিয়ে গেছে। লোকটি বেশ স্বচ্চল এবং আমাদের স্কুলের পাশে দোকান করে। যেহেতু তার সাথে বিয়ে দিলে কোন যৌতুক দিতে হবে না বরং উল্টো আমার বাবাকে বেশ কিছু টাকা দিবে। আমার বাবা প্রথমে আমার প্রতিবেশী বৌদিকে দিয়ে আমাকে বিয়ের কথা জানায়। আমি শোনার পর সরাসরি না করে দিলাম। এরপর থেকে আমার বাবা সরাসরি আমাকে বুঝানোর চেষ্টা করলো এবং বললো "তোমাকে আর লেখাপড়া করনোর সাধ্য আমার নেই। তোমার বিয়েতে যৌতুক দেওয়ার মত সাধ্য আমার নেই"। এই লোকের সাথে বিয়ে হলে কোন যৌতুক দিতে হবে না, সে-ই বরং আমাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করবে। অনন্যোপায় হয়ে আমি আমার স্কুলের প্রধান শিক্ষককে ঘটনাটি জানালাম। প্রধান শিক্ষক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে বিষয়টি জানালে তিনি নিজে আমাদের বাড়িতে এসে অল্প বয়সে আমাকে বিয়ে না দেওয়ার জন্য আমার বাবাকে পরামর্শ দেন এবং আমার লেখাপড়ার দায়িত্ব নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

যদিও কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্য হিসাবে আমার এখন অনেক সাহস হয়েছে তবুও ভয় হয় কখন না জানি আমাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেয়।

কেইস নং-৩

দৃষ্টি প্রতিবন্ধি রাবেয়া এখন লেখা পড়া চালিয়ে যাচ্ছে.....

রাবেয়া খাতুন(১৩ বৎসর)
এলাকা- গ্রাম-চরকুমারী, বালিয়া,
উপজেলা-ভোলা সদর, ভোলা

আমি রাবেয়া খাতুনা বর্তমানে "দক্ষিণ রুইতা দাখিল মাদ্রাসায়" ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে লেখাপড়া করছি। আমি জন্মের সময় একটি অন্ধ চোখ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করি। আমার দুই বোন এবং এক ভাই। সংসারের বড় সন্তান আমি। যদিও আমি প্রতিবন্ধি হিসাবে জন্ম গ্রহন করি তবুও বাবা-মায়ের অনেক আদরের সন্তান আমি।আমাদের বাড়ি ছিল মেঘনা নদীর তীরে। বাড়িতে আম, জাম, নারিকেলসহ নানা গাছপালা দিয়ে সাজানো ছিল। কিন্তু সেই সুখ শান্তি বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। সম্ভবত ২০১১ সালের দিকে নদীর ভাঙ্গনে আমাদের বাড়ি-ঘর সহ সব কিছু নদীর গর্ভে চলে যায়। বাড়ি-ঘর ছেড়ে আমার দুই বোন ও এক ভাই নিয়ে পাশের গ্রামের মাতবর বাড়ির একটি জমিতে কোন রকম থাকার ব্যবস্থা হয় আমাদের। শুরু হয় অভাব অনটন। আমার বাবার কোন কাজ ছিল না। তিনি টাকা ধার নিয়ে, মানুষের কাছে সাহায্য নিয়ে একবেলা কখনো দুবেলা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারতেন। এভাবে মানবেতর জীবন যাপন করতে থাকি। আমি যখন তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি তখন অভাবের তাড়নায় আমার স্কুলে যাওয়া নিয়মিত হয় না। পাশে কাজী বাড়িতে থালাবাসন, ঘর মুছার কাজ নেই। বিনিময়ে পাইতাম এক বেলার খাবার। এভাবে চলতে থাকে আমাদের জীবন-জীবিকা। একদিন আমার হাত থেকে একটি দামী কাসার প্লেট পড়ে যায়। বাড়িওয়ালা তাতে আমাকে নির্মম ভাবে পেটায় এবং আমার কাজ বন্ধ করে দেয়। এরপর আর কোন কাজ পাইনি। দৃষ্টি প্রতিবন্ধি বলে আমাকে কেউ কাজে নিতে চায়নি। ঠিক এমনি মূহর্তে এক ভাই এসে বলে তুমি কি কর, আমি তার কাছে নির্ধিধায় আমার সব কষ্টের কথা বলি। সে শুনে দুখ প্রকাশ করে এবং আমাকে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করে। তার পর সত্যি সত্যি আমি সহযোগিতা পাই। আমি যেদিন এই সহযোগিতা পাই তখন আমার মনে হয়েছিল আমি যেন আলাউদ্দীনের আশ্চার্য প্রদীপ পেয়েছি। সে সময় আমার বাবা একটি ভাড়ার রিক্সা চালাত। তারপর আমার বাবা এই টাকা দিয়ে একটি নিজের রিক্সা কিনেন এবং এই রিক্সা থেকে আয় করা টাকা দিয়ে আমার লেখাপড়া এবং আরো এক বোন ও এক ভাইয়ের লেখাপড়ার খরচ চালায়। এখন আমি তিন বেলা পেট ভরে খেতে পারি। স্কুলে যেতে পারি এবং স্কুলের খাতা, কলম সহ যাবতীয় খরচ আমার বাবা বহন করে। তারপরও আমার বাবা আমার জন্য, আমার ভবিষ্যতের জন্য কিছু টাকা সঞ্চয় করেন। গত বছর পি.এস.সি পরীক্ষায় A+ পেয়েছি। আমার আত্মবিশ্বাস বেড়েছে, পড়ার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। এখন সত্যি আমরা সুখে শান্তিতে বসবাস করছি।

কেইস নং-৪

ডাক্তার হয়ে দুঃখি মানুষের সেবা করতে চাই

নাঈম মিয়া (১৬ বছর)
মাতা- সালমা বেগম
পিতা- আইউব আলী
এলাকা- গরু বাজার, পশ্চিম কাজী বাজার,
সিটি কর্পোরেশন, সিলেট

আমি নাঈম মিয়া (১৬) বর্তমানে ৮ম শ্রেণিতে লেখাপড়া করছি। বাবা আইউব আলী ভাড়ায় ভ্যান চালিয়ে রোজগার করে খুব কষ্ট করে সংসার চালাতেন। আমরা তিন বোন ও এক ভাই এবং আমাদের বাবা-মা নিয়ে আমাদের সংসার। কোন ভাবে খেয়ে না খেয়ে আমি স্কুলে পড়তে যেতাম। যখন আমি ৪র্থ শ্রেণিতে পড়ি তখন আমার বয়স ১২ বছর। হঠাৎ আমার জীবনে কাল বৈশাখী ঝড়ের মতো নেমে আসলো ঘোর অমানিষা। আমার বাবা স্বাস কষ্টের কারণে খুব অসুস্থ্য হয়ে পড়লেন। বন্ধ হয়ে গেল পরিবারের আয়ের পথ। আমার মা আর কোন উপায় না পেয়ে পেটের দায়ে নিজে অন্যের বাড়িতে কাজ করতে শুরু করলেন। আমাকে একটি ফার্নিচারের দোকানে দৈনিক ৩০ টাকা মজুরী হিসেবে কাজ করতে দিয়ে দিলেন। আমার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেল এবং শিশু শ্রমে নিযুক্ত হতে হলো আমাকে।

২০১৩ ইং সালে ইউনিসেফ এবং বাংলাদেশ সরকারের শিশুদের জন্য কাজ শুরু হলে প্রকল্পের সমাজকর্মীর মাধ্যমে ২৮/১০/২০১৩ ইং তারিখে আমাকে শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তার জন্য জন্য সিলেক্ট করে। এর পর আমাকে প্রথম কিস্তিতে ১৬/০২/২০১৩ইং তারিখে ১২,০০০/= (বার হাজার) টাকা দেওয়া হয়। আমি টাকা পেয়েই পুনরায় স্কুলে ৪র্থ শ্রেণিতে ভর্তী হই। আমার মা-বাবা এই টাকা পেয়ে আমার স্কুলের জন্য পোশাক এবং বই কিনে বাকি ৫,০০০/= (পাঁচ হাজার) টাকা দিয়ে একটি ভ্যান ক্রয় করেন এবং তা মাসিক ৮০০/= (আটশত) টাকা হিসেবে ভাড়া দেন। আর মা আগের মতোই অন্যের বাড়িতে কাজ করতে থাকেন, ভ্যান ভাড়ার টাকা জমাতে থাকেন। এরপর ০৯/০৭/২০১৫ ইং তারিখে আমাকে ২য় কিস্তির ১২,০০০/= (বারহাজার) টাকা প্রদান করা হয় সে এই টাকার সাথে আগের জমানো টাকা মিলিয়ে আমার বাবা আরো ১টি ভ্যান ৫,৫০০/= (পাঁচ হাজার পাঁচশত) টাকায় ক্রয় করেন। এখন আমি ২ টি ভ্যানের ভাড়ার টাকা দিয়েই লেখাপড়ার খরচ চালাতে পারছি। প্রতি মাসে ভ্যান ভাড়া বাবদ ১,৬০০/= (এক হাজার ছয় শত) টাকা পাই। আমি পরবর্তী কিস্তির টাকা পেয়ে ভ্যানগুলি বিক্রি করে একটি রিক্সা কিনতে চাই। তখন দৈনিক ৭০/= (সত্তর) টাকা হিসেবে প্রতি মাসে ২,১০০/= (দুই হাজার একশত) টাকা আয় করা যাবে।আমাদের পরিবার তখন আরো ভালোভাবে চলতে পারবে। আমার স্বপ্ন হলো আমি ভবিষ্যতে একজন ডাক্তার হয়ে সমাজের গরীব দু:খি মানুষের সেবা করতে পারব।

আমি শিক্ষিত হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবো, আমার মায়ের দু:খ ঘুচাবো.....

আল আমিন (১৪ বৎসর)
মাতা-মঞ্জুআরা খাতুন
পিতা- মিন্টু
এলাকা- নগরঘাটা, উপজেলা-তালা, সাতক্ষীরা

আল আমিন এক অসহায় শিশু যে তার নানীর সাথে বসবাস করে। আল আমিন যখন খুব ছোট তখন তার বাবা তাদেরকে ছেড়ে চলে যায়। এরপর থেকে তার মা দিনমজুরের কাজ করে কোনমতে সংসার চালায়। ইসলামিক রিলিফ নামের একটি সংস্থা থেকে তার নানী একটি ঘর পেয়েছে। বর্তমানে আল আমিন নগরঘাটা আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসার সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। সে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র কিন্তু আর্থিক অভাবের কারণে তার পড়া-লেখা চালানো কঠিন হয়ে পড়েছিল। তার দুরবস্থা দেখে তা'কে এই প্রকল্প থেকে শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়। গত ৭ মে ২০১৪ সালে তার মা এই শর্তে প্রথম কিস্তির ১২,০০০ টাকা পায় যে সে আল আমিনকে অবশ্যই পড়ালেখা শেখাবে, শিশু শ্রমে খাটাবে না এবং সে নিজে শিশু বিবাহ ও শিশুকে শারীরিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে।

প্রথম কিস্তির টাকা পেয়ে আল আমিনের মা একটি বাছুর কিনে। পরের বছর বাছুরটি ২২,০০০ টাকায় বিক্রি করে ১০,০০০ টাকা লাভ করে। এই ২২,০০০ টাকা দিয়ে সে আবার বাছুর কিনবে ও কিছু চাষের জমি বন্ধক নিবে। সে আশা করছে যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তির টাকা পেয়ে সে অর্থনৈতিকভাবে আরো স্বচ্চল হবে এবং আল আমিনকে শিক্ষিত করে তুলতে পারবে। আল আমিন ও তার মা এই প্রকল্পের সহায়তা পেয়ে নিজেদেরকে ভাগ্যবান মনে করছে ও প্রকল্পের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

কেইস নং-৬

তানিয়া ডাক্তার হতে চায়.....

তানিয়া (১৫ বৎসর)
মাতা-শিউলি বেগম
পিতা- ময়েজ উদ্দীন ব্যপ্যারী
এলাকা- পূর্ব কেরা বুনিয়া, উপজেলা বরগুনা

তানিয়ারা দু' বোন। তানিয়া যখন খুব ছোট তখন তার বাবা তাদেরকে ছেড়ে অন্য জায়গায় বিয়ে করে চলে যায়। এরপর তাদের বাবার বাড়িতে আর থাকা হয় না। তার মা দুটি মেয়েকে নিয়ে চলে আসেন বাবার বাড়িতে। নানার বাড়ি এসে শুরু হয় তার মায়ের জীবনের সাথে নতুন যুদ্ধ। একদিন তাদের ওপর ভয়াবহ প্রাকৃতিক দূর্যোগ নেমে আসে। সিডরে তানিয়ার নানিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আজও তাকে খুজে পায়নি। নানি মারা যাওয়ার নানার বাড়িতে থাকা সম্ভব হয়নি। ভিটে মাটি হারিয়ে সেখান থেকে তার মা পায়রা নদীর তীরে বাঁধের ওপর ঘর বাধে। তার মা পরের বাসায় কাজ করে কোনভাবে সংসার টিকিয়ে রাখে। এই কাজ থেকে যা আয় হয় তা দিয়ে কোনমতে মেয়েদের লেখা পড়ার খরচ চালায়। মেয়েদের পড়ালেখা চালানো যখন প্রায় কঠিন হয়ে পড়ছিল ঠিক তখন এই প্রকল্প তানিয়ার মাকে শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা দেওয়ার জন্য নির্বাচিত করেন।তানিয়া দু'বারে মোট ২৪,০০০ টাকা পেয়েছে। এই টাকা দিয়ে তার মা মেয়ের জন্য জমি রেখেছে এবং সে জমিতে যে ফসল হয় তা দিয়ে মেয়ের লেখাপড়ার খরচ চালায়। বর্তমানে তানিয়া পুরাকাটা বালিকা মাধ্যমিক বিধ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী। গত জেএসসি পরীক্ষায় সে জিপিএ ৫.০০ পেয়েছে। এখন তানিয়ারা অনেক ভাল আছে। ভবিষ্যতে তানিয়া ডাক্তার হয়ে মানুষের সেবা করতে চায়।

কেইস নং-৭

আশিকুর আবার স্কুলে যেতে শুরু করেছে.....

আশিকুর রহমান (১৪ বৎসর)
অষ্টম শ্রেণির ছাত্র
গ্রাম- মরিচাপাড়া,
উপজেলা-ফুলছড়ি, গাইবান্ধা

গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার মরিচাপাড়া গ্রামের ১৪ বছরের শিশু আশিকুর রহমান। সে এখন ৮ম শ্রেণিতে লেখা পড়া। তার প্রাথমিক শিক্ষা জীবন অতিবাহিত হয় ভরতখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং এখন সে ভরতখালী উচ্চবিদ্যালয়ে পড়ছে। আশিকুর রহমানের বাবা একজন রাজমিস্ত্রি ছিলেন এবং শহরে বিল্ডিং কনস্ট্রাকসনে কাজ করতেন। আশিকুর রহমান যখন তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে তখন তার বাবা মারা যান। খুব অসহায় হয়ে পড়ে আশিকুর ও তার মা মমতা। অবশেষে আশিকুরের মা মমতা তাকে নিয়ে তার ভাইয়ের কাছে চলে যায়। আশিকুরের মামা তাকে স্থানীয় স্কুলে ভর্তি করে দেয় এবং আশিকুর নতুন স্কুলে পড়তে শুরু করে। আশিকুরের মামাই তার লেখাপড়ার যাবতীয় খরচ বহন করে। আশিকুর ৫ম শ্রেণিতে খুব ভাল রেজাল্ট করে। যখন ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার কথা তখন আশিকুর বুঝতে পারে তার মামার পক্ষে তার লেখাপড়ার খরচ চালানো কষ্টকর। আশিকুর আরো বুঝতে পারে যে তার মায়ের দায়িত্বও তাকে নিতে হবে, তাই এ চিন্তা থেকে সে তার লেখাপড়া বন্ধ করে দেয় এবং কৃষি কাজে নিযুক্ত হয়। সে অন্যের জমিতেও কৃষি শ্রমিকদের সাথে কাজ করে। আশিকুরের মা কখনো চায়নি তার ছেলে লেখাপড়া বন্ধ করে কাজে লিপ্ত হোক। কিন্তু যেহেতু প্রায়ই অসুস্থ থাকে তাই সেও আয়ের জন্য কোন কাজ করতে পারে না। ছেলের লেখাপড়া বন্ধ হওয়াতে মা মমতা খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন।

শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের সমাজকর্মী শিশুদের জরিপ করতে এসে দেখে আশিকুর অন্যদের সাথে কৃষি শ্রমিকের কাজ করছিল। পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে আশিকুরের কষ্টের কথা জানতে পেরে তাকে প্রকল্পের শর্তযুক্ত আর্থিক সহায়তা (সিসিটি) কার্যক্রমের জন্য বাছাই করে। প্রথম কিস্তিতে ১২,০০০ টাকা পায়। সেই টাকা দিয়ে আশিকুরের মা তাকে স্কুলে ভর্তি করে, বই খাতা কিনে এবং বাকি টাকা দিয়ে একটি সেলাই মেশিন কিনে। আশিকুরের মা আগে থেকেই মেয়েদের ও শিশুদের পোশাক তৈরি করতে জানতেন। সেলাই মেসিন কেনার পর তার আরো সুবিধা হয় এবং এর আয় দিয়ে সংসারের খরচ বহন ও আশিকুরের লেখাপড়ার খরচ করেন। ২য় কিস্তির টাকা পেয়ে আশিকুরের মা গরু ও হাঁস-মুরগী ক্রয় করে। আশিকুরের মা গরুর দুধ ও হাঁস-মুরগীর ডিম বিক্রী করে আশিকুরের লেখাপড়ার খরচ ও সংসারের ব্যয়-ভার নির্বাহ করেন।

আশিকুর মেধাবী ছাত্র। নতুন করে স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর পড়ালেখায় আশিকুরের মনোযোগ আরো বেড়ে যায় এবং প্রতিটি পরীক্ষায়ই আশিকুর প্রথম স্থান অধিকার করে। স্কুলের শিক্ষকগণ আশিকুরকে খুবই পছন্দ করেন এবং তার প্রতি বিশেষ যত্ন নেন। আশিকুর বড় হয়ে একজন ডাক্তার হতে চায়। আশিকুরের মাও ছেলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুবই আশাবাদী। আশিকুরের ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন এবং তার মায়ের ভবিষ্যৎ সুখ স্বপ্ন সব কিছুর পিছনেই মূল শক্তি হচ্ছে শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের এই শর্তযুক্ত আর্থিক সহযোগিতা। প্রকল্প সাহায্য না পেলে আশিকুরকে একজন কৃষি শ্রমিক হয়েই জীবন কাটাতে হতো।

কেইস নং-৮

শিশু সোহেল গরুর রাখালের কাজ ছেড়েছে.....

মোহাম্মদ সোহেল (১৫ বৎসর)
ছাত্র, ৪র্থ শ্রেণি
এলাকা- পালংখালি, উপজেলা-উখিয়া,
কক্সবাজার

মোহাম্মদ সোহেলের বয়স ১৫ এবং সে বর্তমানে ৪র্থ শ্রেণিতে পড়ে। ২০০৭ সালে সোহেল যখন ২য় শ্রেণিতে পড়ে তখন তার বাবা আনোয়ারুল ইসলাম তাদেরকে ফেলে নিরুদ্দেশ হয়। পেশায় সোহেলের পিতা একজন ড্রাইভার ছিল। ৩ ছেলে ও ১ কন্যার সংসার কীভাবে চালাবে এই চিন্তায় সোহেলের মা চোখে অন্ধকার দেখে। সে অবস্থায় সোহেলকে এক গৃহস্থের বাড়িতে গরুর রাখালের কাজে দেয়। সোহেলের মাসিক বেতন ৫০০ টাকা। সোহেলের মাও অন্যের বাসায় কাজ নেয়। সোহেল ও সোহেলের মায়ের আয় দিয়ে কষ্টে সংসারের খরচ নির্বাহ হয়। এভাবেই চলছিল সোহেলের জীবন।

একদিন বটতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক জনাব শাহজাহান জানতে চান সোহেল লেখাপড়া করতে আগ্রহী কিনা। সোহেল জনাব শাহজাহানকে জানায় তার লেখাপড়া করার ইচ্ছা আছে। কিন্তু কীভাবে সম্ভব কারণ সে এক বাড়িতে গরুর রাখালের কাজ করে। সে টাকা বন্ধ হয়ে গেলে তার মা সংসার চালাবে কীভাবে? জনাব শাহজাহান সোহেলকে জানায় সে স্কুলে ভর্তি হলে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার থেকে টাকা পাবে। তিনি সোহেলের মায়ের সাথেও দেখা করে সরকারের সাহায্যের কথা বিস্তারিত বলেন। সোহেল তখন আনন্দিত হয়ে বলে "মা, আমি স্কুলে ভর্তি হব"। জনাব শাহজাহান সোহেলকে স্কুলে ২য় শ্রেণিতে ভর্তি করে দেয় এবং স্কুলের প্রত্যায়ন ও জন্ম নিবন্ধনসহ অন্যান্য কাগজপত্র তৈরি করে কোডেক এনজিওর সংশ্লিষ্টদেরকে দেন। এনজিওর মাধ্যমে শর্তযুক্ত আর্থিক সহায়তা পায়।

তিন কিস্তিতে সোহেলের মা মোট ৩৬,০০০ টাকা পেয়েছে এবং টাকা পেতে তাদের কোন অসুবিধা হয়নি। সোহেলের মা সহায়তা প্রাপ্ত টাকা চিংড়ি ঘেরে খাটিয়েছে এবং সেখান থেকে বেশ লাভবান হচ্ছে। সোহেল কোডেক পরিচালিত শিশুবান্ধব কেন্দ্রে যায় এবং সেখানে লেখাপড়া ও বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলায় অংশ গ্রহণ করে। অন্যান্য সকলের সাথে সোহেলের খুব ভাল সম্পর্ক। সোহেলের ভাই-বোনদেরকেও স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে তার মা। সোহেলের স্বপ্ন সকল ভাই-বোনেরা লেখাপড়া শিখে বড় হবে এবং তার কষ্ট দূর হবে।

সংযুক্তি: ২.১

২৪/০৪/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত 'এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট ফর চাইল্ড রাইটস' শীর্ষক প্রকল্পের আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে নিবিড় পরিবীক্ষণের খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য গঠিত টেকনিক্যাল কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	পর্যালোচনা/টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ	সংশোধিত ড্রাফ্ট রিপোর্টে প্রতিফলন
৫.১	প্রতিবেদনে বর্ণিত তথ্যসমূহ বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করতে হবে। এবং নিবিড় পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত পরিপত্রের আলোকে প্রতিটি অধ্যায় বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য সম্বলিত হতে হবে;	সুপারিশ অনুযায়ী তথ্যসমূহ বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে এবং পরিপত্রের আলোকে প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে; পৃষ্ঠা নং- ১;
৫.২	নির্বাহী সার-সংক্ষেপে ১ ও ২নং প্যারাকে সমন্বয় করে এক প্যারায় সংক্ষিপ্তাভাবে উপস্থাপন করতে হবে। ৪ ও ৫নং প্যারায় বর্ণিত ফলাফল ও সুপারিশসমূহ আরো মৌলিক সমস্যা/পরামর্শ ভিত্তিক ও সুনিদিষ্টভাবে উপস্থাপন করতে হবে। সর্বোপরি নির্বাহী সার-সংক্ষেপটিকে সুস্পষ্ট ফাইন্ডিংস এবং সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনামূলক সমস্যা/সুপারিশের ভিত্তিতে আরো সংক্ষিপ্ত করে পুনর্গঠন করতে হবে;	সংক্ষিপ্তাকারে সমন্বয় ও পুনর্গঠন করা হয়েছে; পৃষ্ঠা নং i - iv;
৫.৩	নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য সমূহ বিশ্লেষণপূর্বক চিহ্নিত বাস্তবায়ন সমস্যাসমূহ/প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ সংক্ষিপ্ত শিরোনামসহ পৃথকভাবে সুনির্দিষ্ট লিখতে হবে, এবং বাস্তবায়ন সমস্যাসমূহ অবশ্যই যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক পুনর্গঠন করে লিখতে হবে;	প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক বাস্তবায়ন সমস্যা ও ফলাফলসমূহ সংক্ষিপ্ত শিরোনামসহ পৃথকভাবে লিখা হয়েছে; এবং যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক পুনর্গঠন করা হয়েছে; পৃষ্ঠা নং- ৩৪-৫৯, ২৮-৫৮, ৬৩-৬৬;
৫.৪	প্রতিবেদনের ১.২.৫ নং অনুচ্ছেদে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট করতে হবে এবং ব্যবস্থাপনার বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ উল্লেখ করতে হবে;	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং ব্যবস্থাপনার বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে; পৃষ্ঠা নং ৭-৮, ৬৩;
৫.৫	প্রতিবেদনে ব্যবহৃত চিত্র ও ডায়াগ্রামসমূহের নিচে এ সম্পর্কিত তথ্যের যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে এবং চিত্র ও ডায়াগ্রামে সংখ্যা ও শতকরা হার (%) উভয়ই উল্লেখ করতে হবে;	তথ্যসমুহের যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে এবং চিত্র ও ডায়াগ্রামে সংখ্যা ও শতকরা হার উভয়ই উল্লেখ করা হয়েছে; পৃষ্ঠা নং-৪২-৫৮
৫.৬	প্রতিবেদনের কভার পেইজে সাথে আইএমইডি এবং সংশ্লিষ্ট সেক্টরের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;	প্রতিবেদনের কভার পেইজে আইএমইডি এবং সংশ্লিষ্ট সেক্টরের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;
৫.৭	Abbreviation & Acronymসমূহ পুনঃপর্যালোচনা করে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে;	যাচাইপূর্বক সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে; পৃষ্ঠা নং-৫;
৫.৮	প্রতিবেদনের প্রত্যেক অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে 'ইইসিআর(EECR) প্রকল্প ' কথাটি পুনঃপুনঃ উল্লেখ পরিহার করতে হবে;	সুপারিশ অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে;
৫.৯	গুণগত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রতিবেদনের ৩.৩ নং অনুচ্ছেদের বর্ণনায় KII (কেআইআই) এবং FGD (এফজিডি) পৃথক শিরোনামে উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে হবে;	গুণগত তথ্যের অনুচ্ছেদে KII এবং FGD পৃথক শিরোনামে উল্লেখ করে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে; পৃষ্ঠা নং-৩০-৩২;
৫.১০	৪নং অধ্যায়ে, প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের সারণীতে যে সকল অর্থবছর/সময়ের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ঐ সকল তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক তা পূরণ করতে হবে। তবে কোন ক্ষেত্রে এ তথ্য একান্তই প্রকল্প পরিচালক/ইউনিসেফ-এর নিকট থেকে না পাওয়া গেলে, সেক্ষেত্রে ছকের ফাঁকা স্থানে না পাবার সুনির্দিষ্ট কারণ ছকের নিচে উল্লেখ করতে হবে;	সুপারিশ অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে; পৃষ্ঠা নং- ৩৪-৩৯;
৫.১১	প্রকল্পের উপকারভোগী ও উপকারভোগী নয় (কন্ট্রোল গ্রুপ) উভয় ধরনের কিশোর-কিশোরীদের সাথে সম্পাদিত FGD-এর	তুলনামূলক ফলাফল একই সারণীতে উপস্থাপন করা হয়েছে; পৃষ্ঠা নং-৫৪-৫৬;

ক্রঃ নং	পর্যালোচনা/টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ	সংশোধিত ড্রাফ্ট রিপোর্টে প্রতিফলন
	তুলনামূলক ফলাফল একই সারণীতে উপস্থাপন করতে হবে;	
৫.১২	SWOT অধ্যায়ের তথ্য সমূহ আরো সুনির্দিষ্ট, যৌক্তিক এবং বিশ্লেষণাত্মক ভাবে উপস্থাপন করতে হবে;	SWOT অধ্যায়ের তথ্য সমূহ সুনির্দিষ্ট যৌক্তিক এবং বিশ্লেষণাত্মকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে; পৃষ্ঠা নং- ৬০-৬১;
৫.১৩	প্রতিবেদনের তথ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ সংযুক্তিসমূহ রেখে অপ্রয়োজনীয় সংযুক্তিসমূহ বাদ দিতে হবে;	সুপারিশ অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে;
৫.১৪	প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি ডিসেম্বর, ২০১৫এর পরিবর্তে মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত উল্লেখ করতে হবে;	তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে কিন্তু প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি;
৫.১৫	উপরিউক্ত সুপারিশের আলোকে সংশোধন/পরিমার্জন করে পরামর্শক ফার্ম যথাশীঘ্র Draft Reportটি স্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য পেশ করবে;	Draft Reportটি সংশোধন করে স্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য পেশ করা হয়েছে;

সংযুক্তি: ২.২

"এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট ফর চাইল্ড রাইট্স" শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের সংশোধিত খসড়া প্রতিবেদনের ওপর ০৫/০৫/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও তার আলোকে গৃহীত পদক্ষেপ:

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্তসমূহ	**সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গৃহীত পদক্ষেপ**
১	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্যসম্বলিত ১ম অধ্যায়ে প্রকল্পের সর্বশেষ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির তথ্য সংখ্যায় ও শতকরা হারে প্রদর্শন করতে হবে, যেখানে জিওবি ও প্রকল্প সাহায্য-এর অগ্রগতি পৃথকভাবে থাকতে হবে;	১. অধ্যায়- ১ এ প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির তথ্য সংখ্যায় ও শতকরা হারে প্রদর্শন করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ২৯, অনুচ্ছেদ ৩.১.২)। জিওবি ও প্রকল্প সাহায্যের অগ্রগতি পৃথকভাবে দেখানো হয়েছে। (পৃষ্ঠা নং-৩৩)
২	প্রতিবেদনে প্রাপ্ত ফলাফল অধ্যায়ে প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য কম্পোনেন্টভিত্তিক Matrix আকারে সন্নিবেশ করতে হবে এবং প্রকল্পের অগ্রগতি কম হওয়ার কারণ সম্পর্কে বিশ্লেষণপূর্বক মতামত প্রদান করতে হবে;	২. প্রতিবেদনের প্রাপ্ত ফলাফল অধ্যায়ে প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য কম্পোনেন্ট ভিত্তিক Matrix আকারে সন্নিবেশ করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা নং-৩৬-৪০)
৩	পৃষ্ঠা ১৮-এ (চিত্র ৪) উল্লিখিত দুর্বল যোগাযোগ ও সমন্বয়হীনতার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণপূর্বক ব্যাখ্যা দিতে হবে। বিশেষ করে ইউনিসেফ এবং প্রকল্প কার্যালয়ের মধ্যে সমন্বয়হীনতার বিষয়টি পৃথকভাবে একটি অনুচ্ছেদে বর্ণনা করতে হবে;	৩. প্রতিবেদনে চিত্র-৪ এ উল্লিখিত দুর্বল যোগাযোগ ও সমন্বয়হীনতার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা নং-১৭)
৪	৪.১ প্রতিবেদনে ব্যবহৃত আলোক চিত্রসমূহের আকার বড় করতে হবে; ৪.২ পৃষ্ঠা ৫৪-এ বর্ণিত চিত্র ১৪-এর রংসমূহ এবং লিজেন্ডের ভাষা পরিবর্তন করতে হবে। যেমনঃ উন্নত/ভাল-এর পরিবর্তে উত্তম, সন্তোষজনক ও উন্নত হয়নি শব্দগুলো ব্যবহার করতে হবে। সে সাথে চিত্রের রং ফলাফলের আলোকে পরিবর্তন করতে হবে। প্রথমে সবুজ, পরে নীল এবং শেষে লাল দিতে হবে;	৪.১ প্রতিবেদনে ব্যবহৃত আলোকচিত্রসমূহের আকার বড় করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা-৩৫, ৪০, ৪১-৪২ ও ৫০-৫১) ৪.২ পৃষ্ঠা-৫১ এর বর্ণিত চিত্র ১৫ এর এবং লিজেন্ডের ভাষা ও রং পরিবর্তন করা হয়েছে।
৫	৫.১ কর্মশালায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের মতামত বা প্রাপ্ত তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করতে হবে; ৫.২ এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ উত্তরদাতা হিসেবে নির্বাহী কর্মকর্তাসহ গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মকর্তা/স্কুল শিক্ষকের মতামত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে;	৫.১ স্থানীয় কর্মশালায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের মতামত ও প্রাপ্ত তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা-৫৩-৫৭) ৫.২ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মকর্তা ও সিবিসিপিসি সদস্যদের মতামত গুরুত্বের সাথে আলোকপাত করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা-৫৩-৫৪)
৬	প্রতিবন্ধি ও অটিস্টিক শিশুরা এ প্রকল্পের আওতায় কি ধরনের সেবা পায়, কীভাবে তাদের সেবা প্রদান করা হয়, তা প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে;	৬. প্রতিবন্ধী ও অটিষ্টিক শিশুরা এ প্রকল্পের আওতায় কি ধরনের সেবা পায় এবং কীভাবে তাদের সেবা করা হয় প্রতিবেদনে তা বর্ণনা করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা-৪১)
৭	৭.১ চিহ্নিত সমস্যা ও প্রদত্ত সুপারিশসমূহ আরো সুনির্দিষ্ট, বাস্তবভিত্তিক ও মৌলিকধর্মী হতে হবে; ৭.২ অবশিষ্ট সময়ে কীভাবে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি সুষ্ঠু ও গতিশীল করা যায় সে সম্পর্কিত সুপারিশমালা এবং ভবিষ্যতে ইইসিআর প্রকল্পের সমজাতীয় প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন সে সম্পর্কিত সুপারিশমালা থাকতে হবে।	৭.১ চিহ্নিত সমস্যা ও সুপারিশ প্রদানকালে তা মৌলিক ও নীতিগতভাবে বিবেচনা করে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা-৬৩) ৭.২ অবশিষ্ট সময়ে কীভাবে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন করা যায় এবং ভবিষ্যতে এধরনের সমজাতীয় প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়গুলি রাখা প্রয়োজন তা প্রতিবেদনের সুপারিশে উল্লেখ করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা-৬৫)

"Enabling Environment for Child Rights" শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্টের ওপর ১৭/০৫/২০০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় কর্মশালায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও তার আলোকে গৃহীত পদক্ষেপ:

ক্রঃ নং	গৃহীত সিদ্ধান্ত	গৃহীত ব্যবস্থা
২.১	নমুনা এলাকায় বাছাই-এর ক্ষেত্রে ৩টি সদর উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করার যৌক্তিকতা প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে;	২.১ নমুনা এলাকায় বাছাই-এর ক্ষেত্রে ৩টি সদর উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করার যৌক্তিকতা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা নং ২০, অনুচ্ছেদ ২.২.৬.১)
২.২	শিশুর সুরক্ষার বিষয়টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ের শিক্ষা কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত না থাকলে টিপিপি'র ত্রুটির বিষয়টি প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে এবং বিষয়টি থাকলে কেন তা বাস্তবায়িত হয়নি সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;	২.২ শিশুর সুরক্ষার বিষয়টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ের শিক্ষা কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করার কথাটি টিপিপিতে উল্লেখ আছে (পৃষ্ঠা নং- ১৪, অনুচ্ছেদ-১.২)। যেহেতু জাতীয় শিক্ষাক্রমে ২০১২ সালে শিশু অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাই এই প্রকল্পের মাধ্যমে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা নং-৩৪, অনুচ্ছেদ-৩.২.১ এর পয়েন্ট ৩)
২.৩	আর্থিক অনিয়মটি কখন সংঘটিত হয়েছে, মন্ত্রণালয় কর্তৃক তদন্ত হয়েছে কিনা, মামলা হয়েছে কিনা, মামলার সর্বশেষ অবস্থা কি এ বিষয়সমূহ প্রতিবেদনের একটি অনুচ্ছেদে নিয়ে আসতে হবে;	২.৩ আর্থিক অনিয়মটি কখন সংঘটিত হয়েছে, মন্ত্রণালয় কর্তৃক তদন্ত হয়েছে কিনা, মামলা হয়েছে কিনা, মামলার সর্বশেষ অবস্থা কি এ বিষয়সমূহ প্রতিবেদনের একটি অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা নং ৩৬, অনুচ্ছেদ ৩.১.৭)
২.৪	অর্থ বরাদ্দ চাহিদা কত ছিল, কত পেয়েছে, বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক/মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা কি ছিল তা বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদনের একটি অনুচ্ছেদে উপস্থাপন করতে হবে;	২.৪ বছর ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দের চাহিদা, প্রাপ্তি এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সক্ষমতার বিষয়ে বিশ্লেষণামূলক একটি অনুচ্ছেদ উপস্থাপন করা হয়েছে। (প্রতিবেদন পৃষ্ঠা নং ২৮, অনুচ্ছেদ ৩.১.১)
২.৫	প্রকল্প অফিস/মন্ত্রণালয়/ইউনিসেফ থেকে যেসব প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়নি তা সীমাবদ্ধতা হিসেবে একটি অনুচ্ছেদের মাধ্যমে প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে;	২.৫ প্রকল্প অফিস/মন্ত্রণালয়/ইউনিসেফ থেকে যেসব প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়নি তা সীমাবদ্ধতা হিসেবে একটি অনুচ্ছেদের মাধ্যমে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা নং ৫৭, অনুচ্ছেদ ৩.৪)
২.৬	প্রতিবেদনের ৭০ নং পৃষ্ঠায় সমস্যা নং ৫-এ কোন পদ কতদিন যাবত শূন্য আছে তা উল্লেখপূর্বক সংশোধন করতে হবে;	২.৬ প্রতিবেদনের ২৬ নং পৃষ্ঠায় সারণী-১৫ এবং সমস্যা নং ৫-এ কোন পদ কতদিন যাবত শূন্য আছে তা উল্লেখপূর্বক সংশোধন করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা নং ২৬, অনুচ্ছেদ ৩.১.২)
২.৭	টিপিপি কি কি কারণে ত্রুটিপূর্ণ তা বিশ্লেষণপূর্বক একটি সুনিদিষ্ট সমস্যা আকারে প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;	২.৭ টিপিপি কি কি কারণে ত্রুটিপূর্ণ তা বিশ্লেষণপূর্বক সমস্যা আকারে প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা নং ৬১, অনুচ্ছেদ ৫.১ এবং পয়েন্ট ১)
২.৮	প্রতিবেদনের ৭২ নং পৃষ্ঠার ৫.২.২ নং অনুচ্ছেদে সুপারিশ অংশ হতে জরুরি তহবিল দেয়ার বিষয়টি বাদ দিতে হবে;	২.৮ প্রতিবেদনের ৬৩ নং পৃষ্ঠার ৫.২.২ নং অনুচ্ছেদে সুপারিশ অংশ হতে জরুরি তহবিল দেয়ার বিষয়টি বাদ দেয়া হয়েছে;
২.৯	প্রকল্পের ২ নং কম্পোনেন্ট "শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা"র অধীনে শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা (সিসিটি) কার্যক্রমটি প্রকল্প সমাপ্তির পরেও কীভাবে চলমান রাখা যায় সে সম্পর্কে কৌশল প্রণয়নের জন্য একটি সুনিদিষ্ট সুপারিশ প্রণয়ন করতে হবে;	২.৯ প্রকল্পের ২ নং কম্পোনেন্ট "শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা"র অধীনে শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা (সিসিটি) কার্যক্রমটি প্রকল্প সমাপ্তির পরেও কীভাবে চলমান রাখা যায় সে সম্পর্কে কৌশল প্রণয়নের জন্য একটি সুনিদিষ্ট সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা নং ৪১, অনুচ্ছেদ ক.৭)
২.১০	প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা ১৪-এর সারণী ১-এ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর শিশুদের বর্তমান অবস্থার ওপর যে ছক প্রতিবেদনে দেয়া হয়েছে, সেখানে সংখ্যাগত ত্রুটিসমূহ দূর করতে হবে এবং শিশুর মৃত্যুর হার হ্রাস, ঝরে পড়ার হার হ্রাস, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তির হার বৃদ্ধির প্রভিতির ইতিবাচক তথ্য এ তালিকায় সন্নিবেশ করতে হবে।	২.১০ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর শিশুদের বর্তমান অবস্থার ওপর যে ছক প্রতিবেদনে দেয়া হয়েছে, সেখানে সংখ্যাগত ত্রুটিসমূহ দূর করা হয়েছে এবং শিশুর মৃত্যুর হার হ্রাস, ঝরে পড়ার হার হ্রাস, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তির হার তালিকায় সন্নিবেশ করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা ৩-এর সারণী ১)
২.১১	প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা ৪১-এ আলোচ্য প্রকল্পের প্রধান ৩টি কম্পোনেন্টের মধ্যে কয়েকটির অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। এবিষয়ে কারণসহ প্রতিবেদনে আরো বিস্তারিত বিবরণ দিতে হবে;	২.১১ প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা ৪১-এ আলোচ্য প্রকল্পের প্রধান ৩টি কম্পোনেন্টের মধ্যে কয়েকটির অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। এবিষয়ে কারণসহ প্রতিবেদনে আরো বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। (পৃষ্ঠা নং- বর্তমান ৩১)

২.১২	বছরের প্রারম্ভে বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা করা হয়েছে কিনা, টিপিপিতে উল্লিখিত পিআইসি এবং পিএসসি সভা সঠিক সময়ে হয়েছে কিনা এবং কতটি সভা হয়েছে তা প্রতিবেদনের একটি অনুচ্ছেদে উল্লেখ করতে হবে;	২.১২ বছরের প্রারম্ভে বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা করা হয়েছে। টিপিপিতে উল্লিখিত পিআইসি এবং পিএসসি সভা সঠিক সময়ে হয়েছে কিনা এবং কতটি সভা হয়েছে তা প্রতিবেদনের একটি অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা ১১, অনুচ্ছেদ ১.২.১০)
২.১৩	প্রকল্পের জনবল সংকটের বিষয়টি প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরু থেকেই address করা হয়নি কেন, সেসম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত প্রদান করতে হবে;	২.১৩ প্রকল্পের জনবল সংকটের বিষয়টি প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরু থেকেই address করা হয়নি কেন, সেসম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত প্রদান করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা ২৬, অনুচ্ছেদ ৩.১.২, সারণী ১৫)
২.১৪	এনজিও, ইউনিসেফ এবং মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতির কারণ সম্পর্কে মতামত প্রদানপূর্বক এটি সমস্যা আকারে পৃথক অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;	২.১৪ এনজিও, ইউনিসেফ এবং মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতির কারণ সম্পর্কে মতামত প্রদানপূর্বক এটি সমস্যা আকারে পৃথক অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা নং ৮, অনুচ্ছেদ ১.২.৬.১)
২.১৫	প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা ৪১-এর সারণী ২৩-এ কম্পোনেন্ট ভিত্তিক অগ্রগতির তথ্য শতকরা হারের পাশাপাশি সংখ্যায় উল্লেখ করতে হবে;	২.১৫ কম্পোনেন্ট ভিত্তিক অগ্রগতির তথ্য শতকরা হারের পাশাপাশি সংখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা নং ৩০-৩১, সারণী ২৩)
২.১৬	সারণী ১৪-এ যেসব অংগে টিপিপি সংস্থানের চেয়ে বেশি ব্যয় হয়েছে সেসব অংগের বেশি ব্যয়ের কারণ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;	২.১৬ যেসব অংগে টিপিপি সংস্থানের চেয়ে বেশি ব্যয় হয়েছে সেসব অংগের বেশি ব্যয়ের কারণ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা নং ২৫, সারণী ১৫)
২.১৭	নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সূত্রে সকল 'N' small letter এ হবে;	২.১৭ নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সূত্রে সকল 'N' small letter এ করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা নং ১৬)
২.১৮	সারণী ১-এ প্রদত্ত তথ্যসমূহ পুনর্গঠন করে সঠিক রেফারেন্স সহ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;	২.১৮ সারণী ১-এ প্রদত্ত তথ্যসমূহ পুনর্গঠন করে সঠিক রেফারেন্সসহ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা নং ৩)
২.১৯	নির্বাহী সার-সংক্ষেপের পৃষ্ঠা নং রোমান হরফে দিতে হবে এবং মূল প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা নং রেগুলার নম্বর ব্যবহার করতে হবে;	২.১৯ নির্বাহী সার-সংক্ষেপের পৃষ্ঠা নং রোমান হরফে দেয়া হয়েছে এবং মূল প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা নং রেগুলার নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে।
২.২০	প্রতিবেদনের বানান এবং acronyms এর ভুলসমূহ সংশোধন করতে হবে;	২.২০ প্রতিবেদনের বানান এবং acronyms এর ভুলসমূহ সংশোধন করা হয়েছে।
২.২১	প্রতিবেদনে উল্লিখিত ৮টি কেইস স্টাডি সংযুক্তি আকারে প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে;	২.২১ প্রতিবেদনে উল্লিখিত ৮টি কেইস স্টাডি সংযুক্তি আকারে দেয়া হয়েছে।
২.২২	পরিশিষ্ট নতুন করে পৃষ্ঠা নাম্বারিং না করে ধারাবাহিক পৃষ্ঠা নম্বর রাখতে হবে;	২.২২ পরিশিষ্ট নতুন করে পৃষ্ঠা নাম্বারিং না করে ধারাবাহিক পৃষ্ঠা নম্বর রাখা হয়েছে।
২.২৩	প্রতিবেদনের শেষের দিকে email correspondence ডকুমেন্ট সংযোজন বাদ দিতে হবে;	২.২৩ প্রতিবেদনের শেষের দিকে email correspondence ডকুমেন্ট সংযোজন বাদ দেয়া হয়েছে।
২.২৪	এটি একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প এবিষয়টি প্রতিবেদনে শিরোনামে সংযুক্ত করতে হবে;	২.২৪ প্রতিবেদনে শিরোনামে "এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট ফর চাইল্ড রাইটস" শীর্ষক কারিগরি প্রকল্প সংযুক্ত করা হয়েছে।
২.২৫	প্রতিবেদনে উল্লিখিত যেসকল শব্দের acronym বাদ পড়েছে তা সন্নিবেশ করতে হবে;	২.২৫ প্রতিবেদনে উল্লিখিত যেসকল শব্দের acronym বাদ পড়েছে তা সন্নিবেশিত করা হয়েছে।
২.২৬	তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তথ্যে উৎস প্রদান করতে হবে;	২.২৬ তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তথ্যের উৎস প্রদান করা হয়েছে।
২.২৭	"দাতা সংস্থা" শব্দের পরিবর্তে "উন্নয়ন সহযোগী" শব্দটি প্রতিস্থাপন করতে হবে।	২.২৭ "দাতা সংস্থা" শব্দের পরিবর্তে "উন্নয়ন সহযোগী" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।
২.২৮	প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে appraisal করা হয়েছে কিনা, সে সংক্রান্ত তথ্য দিতে হবে;	২.২৮ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে কোন Appraisal করা হয়নি।
২.২৯	প্রতিটি চিত্রের নিচে চিত্রের নম্বর ব্যবহার পূর্বক ক্যাপশন দিতে হবে;	২.২৯ পূর্বে দেয়া চিত্রের উপরের নম্বর ও ক্যাপশনসমূহ কর্মশালার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি চিত্রের নিচে দেয়া হয়েছে।

২৬/০৫/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত 'এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট ফর চাইল্ড রাইটস' শীর্ষক প্রকল্পের আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে নিবিড় পরিবীক্ষণের চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য গঠিত টেকনিাল কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গৃহীতপদক্ষেপ নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	পর্যালোচনা/টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ	সংশোধিত ড্রাফ্ট রিপোর্টে প্রতিফলণ
৫.১	পৃষ্ঠা-১১ এর ১.২.১০ নং প্যারাতে প্রকল্পের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন, পিআইসি ও পিএসসি সভা সংক্রান্ত তথ্যসমূহ আরো বিস্তারিতভাবে সন্নিবেশ করতে হবে এবং উক্ত সভাগুলোতে প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট যেসকল সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছিল সেগুলো প্রতিপালন করা হয়েছিল কিনা তা সম্পর্কে বিস্তারিত মতামত দিতে হবে;	৫.১ প্রকল্পের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন, পিআইসি ও পিএসসি সভা সংক্রান্ত তথ্যসমূহ আরো বিস্তারিতভাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে এবং উক্ত সভাগুলোতে প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট যেসকল সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছিল সেগুলো প্রতিপালন করা হয়েছিল কিনা তা সম্পর্কে বিস্তারিত মতামতদেয়া হয়েছে। (পৃষ্ঠা নং ১১, অনুচ্ছেদ ১.২.১০)
৫.২	৫.২.১ পৃষ্ঠা - ২৪ এর৩.১.১ অনুচ্ছেদে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ও বরাদ্দ ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বিষয়ে সন্নিবেশিত তথ্য আরো সুনির্দিষ্ট হতে হবে; ৫.২.২ টিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ডিপিএ-এর অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় কম হওয়ার প্রকৃত কারণ যথাযথভাবে উল্লেখ করতে হবে।	৫.২.১ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ও বরাদ্দ ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বিষয়ে সন্নিবেশিত তথ্য আরো সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা নং ২৪, অনুচ্ছেদ - ৩.১.১) ৫.২.২ টিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ডিপিএ-এর অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় কম হওয়ার প্রকৃত কারণ যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা নং ২৪, অনুচ্ছেদ - ৩.১.১ এর শেষ প্যারা)
৫.৩	প্রতিবেদনে যেসব বানান ভুল হয়েছে, সেগুলো ঠিক করতে হবে।	৫.৩ প্রতিবেদনে যেসব বানান ভুল হয়েছে, সেগুলো ঠিক করা হয়েছে।

সংযুক্তি: ২.৫

০৮/০৬/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত "এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট ফর চাইল্ড রাইটস" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিবিড় পরিবীক্ষণের চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গৃহীত পদক্ষেপ নিম্নরূপ:

ক্রঃনং	সিদ্ধান্তসমূহ	গৃহীত পদক্ষেপ
৫.১	প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা নং ৩৫-এ ৩.২.১ অনুচ্ছেদে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা কারিকুলামে শিশু সুরক্ষার তথ্য অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করতে হবে;	প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা কারিকুলামে শিশু সুরক্ষার তথ্য অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করা হয়েছে; (পৃষ্ঠা নং-৩৬, অনুচ্ছেদ ৩.২.১)
৫.২	প্রকল্পের অর্থ আত্মসাৎ সংক্রান্ত বর্ণনায় অন্যান্য তথ্যের সাথে কি পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ হয়েছিল এবং এ পর্যন্ত মোট কি পরিমাণ অর্থ উদ্ধার হয়েছে তা সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে;	প্রকল্পের অর্থ আত্মসাৎ সংক্রান্ত বর্ণনায় অন্যান্য তথ্যের সাথে কি পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ হয়েছিল এবং এ পর্যন্ত মোট কি পরিমাণ অর্থ উদ্ধার হয়েছে তা সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে; (পৃষ্ঠা নং- ৩৪, অনুচ্ছেদ ৩.১.৭)
৫.৩	প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা ২৫-এর সারণী ১৩ এ আরএডিপি বরাদ্দের চেয়ে ব্যয় বেশি হওয়ার কারণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা সারণীর নিচে সন্নিবেশ করতে হবে;	প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা ২৫-এর সারণী ১৩ এ আরএডিপি বরাদ্দের চেয়ে ব্যয় বেশি হওয়ার কারণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা সারণীর নিচে সন্নিবেশ করা হয়েছে; (পৃষ্ঠা নং- ২৭, অনুচ্ছেদ ৩.১)
৫.৪	প্রকল্পের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার আলোকে কার্যক্রম বাস্তবায়ন হয়েছে কি-না সে সংক্রান্ত তথ্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করতে হবে;	প্রকল্পের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার আলোকে কার্যক্রম বাস্তবায়ন হয়েছে সংক্রান্ত তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে; (পৃষ্ঠা নং- ৮)
৫.৫	প্রতিবেদনের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যসমূহে এবং অন্যান্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শতকরা হার (%) উল্লেখ করতে হবে;	প্রতিবেদনের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যসমূহে এবং অন্যান্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শতকরা হার (%) উল্লেখ করা হয়েছে;
৫.৬	প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা ২৬-এ "প্রকল্প কার্যালয় থেকে জানা যায়" এ ধরনের বাক্যের পরিবর্তে পরামর্শককে নিজের প্রাপ্ত তথ্যের বরাত উল্লেখ করতে হবে;	কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "প্রকল্প কার্যালয় থেকে জানা যায়" বাক্যের প্রতিস্থাপন করা হয়েছে; (পৃষ্ঠা নং- ২৭)
৫.৭	ইউনিসেফ কর্তৃক ব্যয়ের বিভাজন অনুযায়ী বিস্তারিত তথ্য প্রদান না করার বিষয়টি সমস্যা ও সুপারিশ অংশে গুরুত্বের সাথে সন্নিবেশ করতে হবে;	ইউনিসেফ কর্তৃক ব্যয়ের বিভাজন অনুযায়ী বিস্তারিত তথ্য প্রদান না করার বিষয়টি সমস্যা ও সুপারিশ অংশে গুরুত্বের সাথে সন্নিবেশ করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা নং-৬৩ ও ৬৫)
৫.৮	সারণীতে প্রদত্ত তথ্য এবং অন্যান্য তথ্য উল্লেখের প্রযোজ্য মর্মে সকল ক্ষেত্রে সূত্র/উৎস উল্লেখ করতে হবে;	সারণীতে প্রদত্ত তথ্য এবং অন্যান্য তথ্য উল্লেখের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সকল ক্ষেত্রে সূত্র/উৎস উল্লেখ করা হয়েছে;
৫.৯	নিবিড় পরিবীক্ষণের TOR অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা, তথ্য পর্যালোচনা, সার্বিক পর্যালোচনা ইত্যাদির আলোকে প্রতিবেদনে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ থাকতে হবে;	নিবিড় পরিবীক্ষণের TOR অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা, তথ্য পর্যালোচনা, সার্বিক পর্যালোচনা ইত্যাদির আলোকে প্রতিবেদনে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ উল্লেখ করা হয়েছে; (পৃষ্ঠা নং-২৪)
৫.১০	প্রতিবেদনের কভার পেইজের চূড়ান্ত নমুনা অনুসরণ করতে হবে।	আইএমইডি হতে প্রতিবেদনের কভার পেইজের চূড়ান্ত নমুনা পাওয়ার পর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

পার্টিসিপেশন প্রমোটার্স বাংলাদেশ লিমিটেড
বাসা-৮/এ/৮, রোড নং-১৪ (নতুন), ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯
মোবাইল: ০১৭১২১০৬৫৫৬; ০১৭৬৬৮১১৪৯২ ই-মেইল:ppsbd07@gmail.com